ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

গৌরবের ৬৯ তম বছর

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

JAGARAN ■ 13 Augest, 2023 ■ আগরতলা ১৩ আগষ্ট ২০২৩ ইং ■ ২৭ শ্রাবণ, ১৪৩০ বঙ্গাব্দ, রবিবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

সিপিএম, কংগ্রেস, মথার বৈঠক

উপনির্বাচনে তি-দলীয় জোটের প্রার্থী ঘোষণা হতে পারে আজ, বৈঠক করল বিজেপিও

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১২ আগষ্ট।। তেইশে বিধানসভা নির্বাচন সিপিএম কংগ্রেস মিলে জোট বেঁধে নির্বাচনে লড়াই করেছিল। শাসক দল বিজেপি কটাক্ষ করে এই জোটের নাম রেখেছিল বামগ্রেস। এবার ২ কেন্দ্রের উপনির্বাচন। এই নির্বাচনে ত্রিপ্রা মথা সিপিএম কংগ্রেসের সঙ্গে আসন সমঝোতায় যাচ্ছে। অর্থাৎ রাজনৈতিক পরিভাষায় বললে এক প্রকার ত্রি দলীয় জোট বেঁধে লড়াই হবে এই দুই কেন্দ্রের উপনির্বাচনে। শাসক দল বিজেপি আইপিএফটি জোটের সঙ্গে। ত্রি দলীয় জোটের বিষয়টি এখন চূড়ান্ত পর্যায়ে। কারণ আজই কংগ্রেস সিপিএম এবং মথা মিলে বৈঠক করে আসন্ন দুই কেন্দ্রে র উপনির্বাচন কে সামনে রেখে। বৈঠকে মূল ইস্যু ছিল দুই কেন্দ্রে প্রার্থী পদ নিয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া। গেল বিধানসভা নির্বাচনে প্রার্থী দেওয়া নিয়ে মতানৈক্য তৈরি হওয়ায় আলাদা ভাবি ৪২ টি কেন্দ্রে প্রার্থী দিয়েছিল ত্রিপুরা মথা। যার ফলে বিজেপি আইপিএফটি জোট ক্ষমতায় এসেছে বলে বিরোধী রাজনৈতিক দলের নেতৃত্ব দাবি করেছিল। বিধানসভা নির্বাচনের ফল ঘোষণার পরেই বিরোধী রাজনৈতিক দল বিশেষ করে সিপিএম কংগ্রেস চুলেচেরা বিশ্লেষণ করে সংবাদ মাধ্যমের কাছে নিজেদের মতামত তুলে ধরেছিল। তাদের এই বিশ্লেষণ একেবারে ভুল ছিল একথা স্বীকার করে নিয়েছে রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞরা। তবে এই বিষয়টি প্রকাশ্যে না বললেও বিজেপির অন্দরমহলে চর্চিত হয়েছিল। তারাও আচঁ করতে পেরেছিলেন এত কম সংখ্যক আসন নিয়ে ক্ষমতা দখল। অর্থাৎ অপউজাতি আসনে মথা প্রার্থী দেওয়ায় জন্যই সিপিএম কংগ্রেসের প্রার্থীরা হেরে যায় এমনটাই বলছেন বিরোধী নেতৃত্বরা। এই বিষয়টি ভোটের পর অনেকটাই প্রকাশ্যে আসার পর রাজনৈতিক চাপানোত্তরও শুরু হয়। বিষয়টি আচঁ করতে পেরেছে মথাও। তবে এবার উপনির্বাচনে বিজেপি বিরোধী জোটকে শক্তিশালী করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিতে চলেছে মাথা। কারণ বিধানসভা নির্বাচনের আগে ও পরে মথার দাবী ছিল গ্রেটার ত্রিপুরা ল্যান্ড, সাংবিধানিক সলিউশন, ইন্টার লোকেটর। এই দাবির কোনটাই বিজেপি সরকার মান্যতা দেয়নি।। এই অভিযোগ তুলে শেষ পর্যন্ত বিজেপির লিজুর বৃত্তি ছেড়ে দিয়ে বিরোধী ঐক্যকে শক্তিশালী করার ডাক দেয় মথা। তারই প্রতিফলন ঘটল আজকের বৈঠক। আসন্ন দুই কেন্দ্রের উপনির্বাচনে সিপিএম কংগ্রেসের সঙ্গে আসন সমঝোতা নিয়ে বৈঠক এবং প্রার্থী চূড়ান্ত করার বিষয়ে ঐক্যমতে পৌঁছানো বিষয়টি নতুন করে ভাবিয়ে তুলেছে রাজনৈতিক মহলে। আজকের বৈঠকের মূল উদ্দেশ্য ছিল একের বিরুদ্ধে এক প্রার্থী দেওয়া। অর্থাৎ যে কেন্দ্রে তিন দলের মধ্যে যে দল প্রার্থী দেবে তাকে বাকি দুই দল সমর্থন করা। বৈঠক নিয়ে এমনটাই বললেন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি আশীষ কুমার সাহা। বলা যেতে পারে উপনির্বাচনে বিজেপি আইপিএফটি জোটের বিরুদ্ধে এক কাটা হয়ে লড়াই করবে ত্রি দলীয় জোট। অর্থাৎ সিপিএম কংগ্রেস ও মথা। এবারের এই উপনির্বাচনে শাসক দলের কাছে চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিল বিরোধীরা। এমনটাই মনে করছে রাজনৈতিক মহল। শাসকদলের পক্ষেও উপনির্বাচনের সহজে জয় লাভ করা

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

কমল সাহাকে লাইক টাইম অ্যাওয়ার্ড প্রদান

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১২ আগষ্ট।। প্রাক্তন খেলোয়াড় এবং অন্যতম ক্রীড়া সংগঠক কমল সাহাকে লাইফটাইম এচিভমেন্ট আওয়ার্ডে সম্মানিত করা হয়েছে। ত্রিপুরা স্পোর্টস জার্নালিস্ট ক্লাবের বার্ষিক পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে এবারকার লাইফটাইম এচিভমেন্ট এওয়ার্ড বিজয়ী হিসেবে প্রাক্তন খেলোয়াড় এবং অন্যতম ক্রীড়া সংগঠক কমল সাহার নাম ঘোষণা করা হয়েছিল। অনিবার্য কারণে বার্ষিক পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে উনার হাতে পুরস্কার তুলে দেওয়া যায়নি। আজ, শনিবার দুপুরে ওনার বাসভবনে এক সংক্ষিপ্ত অনুষ্ঠানে টিএসজেসি-র সভাপতি সরযূ

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

প্লাস্টিক বন্ধে অভিযান

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১২ আগষ্ট।। এককালীন ব্যবহারযোগ্য প্লাস্টিক বন্ধে অভিযানে নামল সদর মহকুমা প্রশাসন। শনিবার সদর মহকুমা প্রশাসনের আধিকারিক ডুকলি আগরতলা বড়জলা, পূর্ব সার্কেলের ডিসিএমরা অভিযানে নামেন। এদিন প্রথমে রাজধানীর সিটি সেন্টার, আইজিএম চৌমুহনীতে এই অভিযান অভিযান চালানো হয়। এরপর মহারাজগঞ্জ বাজারেও অভিযান চালানো হয়। এদিক মহারাজগঞ্জ বাজার থেকে ৭০ কেজি এককালীন ব্যবহারযোগ্য প্লাস্টিক উদ্ধার করা হয়েছে। এদিকে বাজারে পৌঁছাতেই সবজি ব্যবসায়ীদের ক্ষোভের মুখে পড়তে হয়েছে আধিকারিকদের। এদিক ১০ হাজার টাকার বেশি ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে জরিমানা আদায় করা হয় বলে জানিয়েছেন আধিকারিকরা।

বাজেয়াপ্ত ১, ৪০০ কিলোগ্রাম বার্মিজ সুপারি, গ্রেফতার দুই

গুয়াহাটি, ১২ আগস্ট (হি.স.) : গুয়াহাটিতে পুলিশি অভিযানে বাজেয়াপ্ত হয়েছে ১, ৪০০ কিলোগ্রাম বার্মিজ সুপারি। এর সঙ্গে দুই ব্যক্তিকে গ্রেফতার করা হয়েছে। বার্মিজ সুপারিগুলি শুক্রবার রাতে বাজেয়াপ্ত করেছে এসটিএফ এবং গুয়াহাটি মহানগরের বশিষ্ঠ থানার পুলিশ।

জানা গেছে, গোপন সূত্রে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে শুক্রবার সন্ধ্যায় আসাম পুলিশের স্পেশাল টাস্ক ফোর্স (এসটিএফ) এবং বশিষ্ঠ থানার পুলিশ যৌথভাবে অভিযান চালায়। অভিযানকালে রাত প্রায় সাড়ে দশটা নাগাদ বেহারবাড়ি এলাকায় শর্মা কাটারের সামনে যৌথ অভিযানকারী দল এএস ০১

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

দুর্নীতির বিরুদ্ধে সম্মিলিত ভাবে লড়াইয়ের কথা বললেন প্রধানমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ১২ আগস্ট (হি.স.): সম্মিলিত প্রচেষ্টা দুর্নীতির বিরুদ্ধে লড়াইয়ে উল্লেখযোগ্যভাবে সহায়তা করতে পারে। দুর্নীতি রোধে কলকাতায় আয়োজিত জি-২০-র গুরুত্বপূর্ণ বৈঠকে বললেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। শনিবার সকালে ভার্চুয়ালি এই বৈঠকে অংশ নেন প্রধানমন্ত্রী মোদী। তিনি বলেছেন, 'আমরা বর্ধিত আন্তর্জাতিক সহযোগিতা এবং দুর্নীতির মূল কারণকে মোকাবিলা করে এমন দৃঢ় পদক্ষেপের বাস্তবায়নের মাধ্যমে একটি পার্থক্য আনতে পারি। দুর্নীতির বিরুদ্ধে আমাদের লড়াইয়ে অডিট প্রতিষ্ঠানগুলির ভূমিকার প্রতিও আমাদের যথাযথ গুরুত্ব দিতে হবে।'

প্রধানমন্ত্রীর কথায়, 'সর্বোপরি, আমাদের প্রশাসনিক ও আইনি ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করার পাশাপাশি, আমাদের অবশ্যই আমাদের মূল্য-ব্যবস্থায় নীতি-নৈতিকতা ও সততার সংস্কৃতি গড়ে তুলতে হবে। শুধুমাত্র তা করেই একটি ন্যায় ও সুস্থায়ী সমাজের ভিত্তি স্থাপন করা যেতে পারে।' প্রধানমন্ত্রী মোদী আরও বলেছেন, 'বিদেশী সম্পদ পুনরুদ্ধার ত্বরান্বিত করতে, অ-প্রত্যয় ভিত্তিক বাজেয়াপ্তকরণ ব্যবহার করে একটি উদাহরণ স্থাপন করতে পারে জি-২০। এটি যথাযথ বিচারিক প্রক্রিয়ার পর অপরাধীদের দ্রুত প্রত্যাবর্তন এবং প্রত্যর্পণ নিশ্চিত করবে। এটি দুর্নীতির বিরুদ্ধে আমাদের যৌথ লড়াই সম্পর্কে একটি শক্তিশালী সংকেতও পাঠাবে।'

দুর্নীতির বিরুদ্ধে শূন্য-সহনশীলতা নীতি রয়েছে ভারতের। বললেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। দুর্নীতি রোধে কলকাতায় আয়োজিত জি-২০ গুরুত্বপূর্ণ বৈঠকে শনিবার সকালে ভার্চুয়ালি অংশ নেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। প্রধানমন্ত্রী মোদী বলেছেন, 'দুর্নীতির প্রভাব সবচেয়ে বেশি পড়ে দরিদ্র ও প্রান্তিকদের মধ্যে। দুর্নীতি সম্পদ-'ব্যবহারকে প্রভাবিত করে, দুর্নীতি পরিষেবা সরবরাহকে প্রভাবিত করে এবং শেষ পর্যন্ত মানুষের জীবনযাত্রার মানকে হ্রাস করে।' প্রধানমন্ত্রী মোদী আরও বলেছেন, দুর্নীতির বিরুদ্ধে শূন্য-

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

জম্পুই পাহাড় জুড়ে ফাটলের আতঙ্ক বাড়ছে, প্রশাসনের ভূমিকায় ক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১২ আগষ্ট।। জম্পুই পাহাড়ে ভূমি ধসের ঘটনায় ব্যাপক আতঙ্কের দেখা দিয়েছে। সমগ্র জম্পুই পাহাড় জুড়েই যেন স্বাভাবিক জীবনযাত্রার ছন্দ পতন হয়েছে। অথচ গত সপ্তাহে দেশ বিদেশের পর্যটকদের আকর্ষণ ছিল প্রকৃতির রূপে ঘেরা জম্পুই পাহাড়। কিন্তু হঠাৎ করে জম্পুই পাহাড়ের তাক্সি গ্রামে ফাটল ধরে বহু বাড়িঘর বিপদজনকভাবে ধসে পড়েছে। ইতিমধ্যেই সরকারি হিসেবে আটটি পরিবার সম্পূর্ণ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। পাশাপাশি আরো কিছু পরিবার ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। জানা গেছে সরকারী ভাবে এখন পর্যন্ত সম্পূর্ন ক্ষতিগ্রস্ত পরিবার পিছু পঞ্চাশ হাজার টাকা করে অনুদান দিয়েছে। ফাটল এলাকা ত্যাগ করে যেন অন্য জাগায় ঘর বানাতে পারে ক্ষতিগ্রস্থরা এর জন্যই সরকারি অনুদান দেওয়া হয়েছে। এদিকে শুক্রবার উত্তর জেলার অতিরিক্ত জেলা শাসক বিপ্লব দাস, কাঞ্চনপুর মহাকুমা শাসক রাহুল মোদী এবং জম্পুই আর ডি ব্লকের বিডিও নবারুণ ভট্টাচার্য সহ বিভিন্ন দপ্তরের আধিকারিকরা ক্ষতিগ্রস্ত এলাকা সরজমিনে পরিদর্শন করেছেন। দেখা যাচ্ছে গোটা জম্পুই পাহাড়ে ফাটল বিস্তার করতে শুরু করেছে। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানিয়েছেদ্র ভাংমুন যাওয়ার পথে সৎসঙ্গ আশ্রমের পাশে বিশাল ফাটল দেখা দিয়েছে। যার ফলে ভাংমুন প্রবেশের গোটা রাস্তা ধসে পড়ার আশংকা করছে বাস্তুকাররা। ফলে যেকোনো সময় সম্পুর্ন জম্পুই পাহাড়ের সাথে রাজ্যের যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হওয়ার আশংকা দেখা দিচ্ছে। অথচ এখন পর্যন্ত এই ফাটলের কারন খুঁজে পাচ্ছে না বিশেষজ্ঞ দল ।এদিকে জম্পুই পাহাড়ের বাসিন্দাদের অভিযোগ একদিকে তারা আতঙ্কে দিন কাটাচ্ছে। অন্যদিকে প্রশাসন ক্ষতিগ্রস্তদের কিছু ক্ষতিপূরণ দিয়েই তাদের দায়িত্ব ঝেড়ে ফেলেছে। যেন প্রশাসনের দায়সাড়া গোছের মনোভাব দেখা যাচ্ছে। জম্পুই বাসীদের অভিযোগ এত বড়ো প্রাকৃতিক ধ্বংসের মুখে দাঁড়িয়ে তারা, অথচ উত্তর জেলার জেলা শাসক নাগেশ কুমার বি এখনো পর্যন্ত জম্পুই পরিদর্শন করছেন না। তিনি অধস্তন অতিরিক্ত

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

সাংবাদিকদের পৃথক দুটি অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী

রাজ্য সরকার সংবাদপত্র ও সাংবাদিক বান্ধব

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১২ আগষ্ট।। বর্তমান রাজ্য সরকার শুরু থেকেই সংবাদপত্র বান্ধব। আর তা কথার কথা নয়, কাজের মাধ্যমেই তা বার বার প্রতিফলিত হচ্ছে। সাংবাদ মাধ্যম ও সাংবাদিকদের সঙ্গে সরকারের যে আন্তরিক সম্পর্ক রয়েছে তা আগামীদিনেও অব্যাহত থাকবে। আজ আগরতলা প্রেস ক্লাবে ত্রিপুরা ওয়ার্কিং জার্নালিস্টস অ্যাসোসিয়েশনের উদ্যোগে আয়োজিত রক্তদান শিবিরের উদ্বোধন করে মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহা একথা বলেন। অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, বর্তমান সময়ে আমরা ঘুম থেকে উঠেই দেশ-বিদেশের খবর জানার জন্য সংবাদপত্রে চোখ বুলাই। তাই সংবাদমাধ্যম হচ্ছে সমাজের দর্পণ। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, সংবাদমাধ্যম হচ্ছে গণতন্ত্রের চতুর্থ স্তম্ভ। গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে শক্তিশালি করার ক্ষেত্রে সংবাদমাধ্যমেরও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। এজন্য সংবাদমাধ্যমের স্বাধীনতা প্রয়োজন। তা না হলে জনগণের কাছে সঠিক তথ্য পৌছাতে পারবে না। বর্তমান রাজ্য সরকারও সাংবাদিক ও সংবাদপত্রের স্বাধীনতায় বিশ্বাসী।

রাজ্য সরকার সাংবাদিক ও সংবাদমাধ্যমের স্বাধীনতায় বিশ্বাসী। সাংবাদিক ও সংবাদমাধ্যমের উপর কোনও ধরণের আক্রমণ সরকার বরদাস্ত করবে না। এ বিষয়ে রাজ্য সরকার সব সময় কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণ করবে। আজ মুক্তধারা অডিটোরিয়ামে অ্যাসেম্বলি অব জার্নালিস্টসের দ্বিতীয় রাজ্য সম্মেলনের উদ্বোধন করে মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহা একথা বলেন। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, সংবাদমাধ্যমকে সব সময়ই দায়িত্বশীল হতে হবে। তবেই রাজ্যকে সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া সম্ভব হবে। পাশাপাশি সংবাদমাধ্যমকে সরকারের উন্নয়নমূলক তথ্য সমাজের অন্তিম ব্যক্তির কাছেও পৌছানোর জন্য ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে কাজ করতে হবে। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, সংবাদমাধ্যমকে দাবিয়ে রেখে কখনও এগিয়ে যাওয়া সম্ভব নয়। গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করতে হলে সংবাদমাধ্যমের স্বাধীনতা আবশ্যক।

অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, সংবাদমাধ্যমগুলো তথ্যনিষ্ঠ সংবাদ পরিবেশন করলে সরকারের পক্ষে কাজ করা সহজ হয়। সরকারের কোন ভুল ত্রটি থাকলে তা অবশ্যই ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে পরিবেশন করা সংবাদমাধ্যমের অন্যতম দায়িত্ব। রাজ্য সরকারও সংবাদমাধ্যম ও সাংবাদিকদের সমস্যা সমাধানে আন্তরিক। শুধু কথা নয় কাজের মাধ্যমেই তা প্রমাণ করেছে রাজ্য সরকার। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, রাজ্যের সাংবাদিকগণ দেশের যেকোন রাজ্যের সাংবাদিকদের তুলনায় কোনও অংশে কম নন। রাজ্যের বহু সাংবাদিক আন্তর্জাতিক স্তরে সুনাম অর্জন করেছে যা রাজ্যের সংবাদ জগতের ক্ষেত্রে নিশ্চয়ই গর্বের বিষয়। রাজ্যের সাংবাদিকদের গুণগতমান আরও বাড়ানোর লক্ষ্যে তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের মাধ্যমে বিভিন্ন

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

ফের আটক নেশা কারবারি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১২ আগষ্ট।। এবার নেশা কারবারীদের দমনে সক্রিয় এলাকাবাসী। এলাকাবাসীর উদ্যোগে আটক এক নেশাকারবারী। ধর্মনগর দুর্গাপুর এলাকা থেকে নেশাদ্রব্য সহ এক ব্যক্তিকে আটক করে পুলিশের হাতে তুলে দিল জনতা। ধর্মনগর দুর্গাপুর এলাকায় শনিবার নেশাদ্রব্যসহ নান্টু পাল নামে এক ব্যক্তিকে আটক করে স্থানীয় জনতা। এরপর তাকে পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া হয়। দীর্ঘদিন ধরে ধর্মনগর দুর্গাপুর এলাকায় নেশাদ্রব্য বিক্রির প্রবণতা বৃদ্ধি পেয়েছে বলে আওয়াজ তুলেছিল স্থানীয় জনতা। নেশা দ্রব্য বিক্রি বন্ধে পুলিশি হস্তক্ষেপও

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

মুখ্যমন্ত্রীর কাছে সাহায্যের আবেদন চাইলো মাম্পি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১২ আগষ্ট।। নার্সিং পড়ার সুযোগ পেলেও অর্থ প্রতিবন্ধক হয়ে উঠেছে মাম্পির জীবনে। তাই মুখ্যমন্ত্রীর কাছে তার করুন আবেদন এই প্রতিবন্ধকতা দূর করতে তিনি যেন তাকে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেন। মাম্পি ঋষি দাস। বাবা পরিমল ঋষি দাস। গোলাঘাটির কাঞ্চনমালা ঋষি কলোনিতে তাদের বাড়ি। পিতা দিনমজুর। সংসার প্রতিপালন করতে দিনরাত পরিশ্রম করে যাচ্ছেন। দারিদ্র্যের সঙ্গে লড়াই করে মাম্পি ভালো নম্বর পেয়ে উচ্চ মাধ্যমিক পাশ করেছে। স্বপ্ন দেখেছে সেবিকা হওয়ার। উচ্চ মাধ্যমিক পাশ করার পর মাম্পি নার্সিং কলেজে ভর্তি হওয়ার জন্য আবেদন করেছে। কলেজ কর্তৃপক্ষ তার এই আবেদনে সারা

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

দুটি শিশুর জটিল অস্ত্রপাচারে সাফল্য পেল ত্রিপুরা মেডিকেল কলেজ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১২ আগষ্ট।। ত্রিপুরা মেডিকেল কলেজে দুই শিশু জটিল অস্ত্রপাচার সম্পন্ন হল। সাফল্য পেলেন ত্রিপুরা মেডিকেল কলেজের চিকিৎসকরা। ত্রিপুরা মেডিকেল কলেজের চিকিৎসক অনিরুদ্ধ বসাক এক সাংবাদিক সম্মেলনে জানিয়েছেন, দুটি জটিল অস্ত্রোপাচারে সাফল্য পেয়েছেন তারা। জানা যায়, প্রথম শিশুটির আইজিএম হাসপাতালে জন্ম হয়েছিল। জন্ম থেকে পেটের মধ্যে বিভিন্ন সমস্যা দেখা দিয়েছিল। আই জি এম হাসপাতাল থেকে শিশুটিকে ত্রিপুরা মেডিকেল কলেজে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর অস্ত্রপাচার হয় শিশুটির। বর্তমানে অস্ত্রপাচারের পর সুস্থ রয়েছে ওই শিশু। অন্যদিকে ১৪ দিনের একটি শিশু পেটের যন্ত্রণা নিয়ে জিবিপি হাসপাতালে ভর্তি হয়।

সেখান থেকেও শিশুটিকে ত্রিপুরা মেডিকেল কলেজে নিয়ে যায় পরিবারের সদস্যরা। পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর দেখা যায় শিশুটির পেটে বিশাল আকারের টিউমার রয়েছে। ডাক্তাররা অস্ত্র পাচারের মাধ্যমে সে টিউমার বের করে। বর্তমানে সুস্থ ওই শিশু। দুটি ঘটনায় ত্রিপুরা মেডিকেল কলেজের চিকিৎসকদের সাফল্যতে খুশি রোগীর পরিজনরাও।

জাগরণ আগরতলা ▫ বর্ষ-৬৯ ▫ সংখ্যা ৩০১ ▫ ১৩ আগস্ট ২০২৩ ইং▫ ২৭ শ্রাবণ ▫ রবিবার ▫ ১৪৩০ বঙ্গাব্দ

পরিবেশের উপর চরম আঘাত

সভ্যতা যত উন্নত হইতেছে ততই মানুষ পরিবেশের উপর চরম আঘাত আনিতে শুরু করিতেছেন। ইহার ভয়ংকর পরিণতি আমাদের নিজেদেরকেই ভোগ করিতে হইবে। পরিবেশ ক্রমাগত দূষণের ফলে দেশের নদীগুলি ক্রমশ শুকাইয়া যাইতেছে। নদীর শুকাইয়া যাওয়ার প্রধান কারণ জলবায়ু পরিবর্তন। বিশ্ব উষ্ণায়ন ও জয়বায়ু পরিবর্তনের কারণে বিশ্বের বুকে আকর্ষণীয় ও বিখ্যাত বেশ কিছু নদী শুকাইয়া যাইতেছে।একবার তালিকার দিকে নজর দিলেই জানা যাইবে, কত বিখ্যাত নদী শুকাইয়া যাইতেছে বিশ্বে।কলোরাডো নদী- এই তালিকায় সবার উপরে রহিয়ায়ছে করোলাডো নদী। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে তীব্র দাবদাহে খরা পরিস্থিতি তৈরি হইতেছে বর্তমানে। তাহার প্রভাব পড়িতেছে এই নদীতে। যুক্তরাষ্ট্রের সাতটি অঙ্গরাজ্য ও মেক্সিকোর প্রায় চার কোটি মানুষের পানীয়, কৃষি ও বিদ্যুতের জন্য এ নদীর জলের উপর নির্ভরশীল। নদী অববাহিকা রক্ষা করিতে এই নদীর জল ব্যবহার কমানোর আর্জি জানানো হইয়াছে।'পো নদী- ইতালিতে উৎস। এই নদীর অ্যাড্রিয়াটিক সাগরে গিয়া পড়িয়াছে। লক্ষাধিক মানুষ জীবিকার জন্য পো নদীর উপর নির্ভরশীল। এই নদীর উপর কৃষিকাজ অনেকটাই নির্ভর করিয়া রহিয়াছে। গত সাত দশকের মধ্যে বর্তমানে বিপজ্জনক খরাপ্রবণ হইয়া উঠিয়াছে এলাকা। ফলে পো নদীর জল দ্রুত শুকাইয়া যাইতেছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়কার একটি বোমাও সম্প্রতি মিলিয়াছে পো নদীর তলদেশে।

লয়ার নদী- এই লয়ার নদীটি বেশ কিছু অংশ অগভীর হইয়া পড়িয়া রহিয়াছে। জলবায়ু পরিবর্তনের জেরে এই নদী-উৎসের বরফ গলিয়া যাওয়ায় নদীর প্রবাহে বিস্তর পরিবর্তন ঘটিয়াছে। পরিবর্তন ঘটিয়াছে জলস্তরেও। বৃষ্টির অপ্রতুলতায় বহু জায়গায় শুকাইয়া যাইতেছে নদী। মানুষ এই নদী দিয়া হাটিয়াই পার হইয়া যাইতেছে।

পরিবেশের উপর এই বিপজ্জনক প্রভাবের দায় আমরা নিজেরা কোনভাবেই অস্বীকার করিতে পারিব না। পরিবেশ দূষণের জন্য আমরা নিজেরাই পুরো ভাগে দায়ী। পরিবেশের উপর মারাত্মক প্রভাব নামিয়া না আসিলে পরিস্থিতি এমন পর্যায়ে আসিয়া পৌঁছাইত না। এই দায় মাথায় নিয়া পরিবেশকে নির্মল রাখিবার জন্য আমাদের প্রত্যেককে অঙ্গীকার গ্রহণ করিতে হইবে। পরিবেশ নির্মল রাখিবার জন্য প্রত্যেকেই নিজ দায়িত্ব পালন করিলে এই জটিল সমস্যা হইতে উত্তরণের পথ খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে। অন্যথায় পরিস্থিতি যে পর্যায়ে আসিয়া দাঁড়াইয়া আছে তাহাতে অদূর ভবিষ্যতেই আমাদের ভয়ঙ্কর সংকটের সম্মুখীন হইতে হইবে। এই সংকট মোকাবেলা করিয়া বাচিয়া থাকা সম্ভব হইবে কিনা তাও প্রশ্ন চিহ্নে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। প্রত্যেকে সচেতন হইলে এই জটিল সমস্যাও সহজতর হইয়া উঠিবে। এজন্য প্রত্যেককেই নিজ দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করিতে হইবে।

অপরিশোধিত তেল ব্যারেল প্রতি ৮৭ ডলারের কাছাকাছি, পেট্রোল ও ডিজেলের দাম স্থিতিশীল

নয়াদিল্লি, ১২ আগস্ট (হি.স.) : আন্তর্জাতিক বাজারে অপরিশোধিত তেলের দাম বৃদ্ধির প্রবণতা রয়েছে। আজ ব্রেন্ট ক্রুডের দাম ব্যারেল প্রতি প্রায় ৮৭ ডব্লিউটিআই ক্রুডের দাম ব্যারেল প্রতি ৮৪ ডলারের কাছাকাছি। যদিও শনিবারও সরকারি খাতের তেল ও গ্যাস বিপণন সংস্থাগুলি পেট্রোল ও ডিজেলের দামে কোনও পরিবর্তন করেনি।

ইন্ডিয়ান অয়েলের ওয়েবসাইট অনুসারে, শনিবার দিল্লিতে পেট্রোল প্রতি লিটার ৯৬.৭২ টাকা এবং ডিজেল প্রতি লিটার ৮৯.৬২ টাকায় বিক্রি হচ্ছে। মুম্বইতে এক লিটার পেট্রোল পাওয়া যাচ্ছে ১০৬.৩১ টাকায় এবং ডিজেল প্রতি লিটার ৯৪.২৭ টাকায়। চেন্নাইতে এক লিটার পেট্রোলের দাম ১০২.৬৩ টাকা এবং ডিজেলের ৯৪.২৪ টাকা। কলকাতায় এক লিটার পেট্রোলের দাম ১০৬.০৩ টাকা আর ডিজেলের দাম ৯২.৭৬ টাকা। ভ্যাট এবং মালবাহী চার্জের উপর নির্ভর করে দেশে পেট্রোল এবং ডিজেলের দাম রাজ্যে আলাদা। কেন্দ্রীয় সরকারও মোটর জ্বালানির উপর আবগারি শুল্ক নিয়ে থাকে।প্রসঙ্গত, গত বছর ২১ মে থেকে সারা ভারতে জ্বালানির দাম স্থিতিশীল রয়েছে।

শ্রীনগরের অপরাধ শাখা দুই ব্যক্তির বিরুদ্ধে প্রতারণা ও জালিয়াতির অভিযোগে চার্জশিট দাখিল করেছে

শ্রীনগর, ১২ আগস্ট(হি.স) : শ্রীনগরের অপরাধ শাখা শনিবার প্রতারণা ও জালিয়াতির অভিযোগে একজন পলাতক সহ দুজনের বিরুদ্ধে চার্জশিট দাখিল করেছে।

শ্রীনগরের আর্থিক অপরাধ শাখা ব্রিজ নাথ ভট্ট, প্রয়াত তারা চাঁদ ভট্ট, ইন্দিরা নগর এবং গোলাম মোহাম্মদ শেখ, প্রয়াত আব্দুল আহাদ শেখের বিরুদ্ধে সিচেন বেনেট ধারায় চার্জশিট জারি করা হয়েছে। আইপিসি-এর অধীনে শাস্তিযোগ্য অপরাধে জড়িত থাকার জন্য শ্রীনগরের জজ স্মল কজ আদালতে চার্জশিট জমা দেওয়া হয়েছিল। মামলাটি কাশ্মীরের অপরাধ শাখা থেকে পাওয়া একটি লিখিত অভিযোগের সঙ্গে সম্পর্কিত বলে জানা গিয়েছে। চুক্তি অনুসারে, অভিযোগকারী অভিযুক্ত ব্রিজ নাথ ভাটের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে ৪৭ লক্ষ টাকা স্থানান্তর করেছিলেন। তবে, পূর্ণ বিবেচনার পরিমাণ পাওয়ার পরেও, অভিযুক্ত ব্যক্তিরা অভিযোগকারীকে জমি হস্তান্তর করতে অস্বীকার করে। আরও অভিযোগ করা হয়েছে যে অভিযুক্ত ব্যক্তিরা তাদের পরিচিত ঠিকানায় নেই, সেখান থেকে পালিয়ে যায়। এমনকি তাদের মোবাইল নম্বরও পরিবর্তন করা হয়েছে। ২০২১ সালে পি/এস কাশ্মীরের অপরাধ শাখায় একটি মামলা দায়ের করা হয় এবং তারপর তদন্ত শুরু হয়েছিল। তদন্তে পাওয়া তথ্য ও অকাট্য সাক্ষ্য-প্রমাণের ভিত্তিতে অভিযুক্ত বিরুদ্ধে মামলাটি প্রমাণিত হয়। উভয় অভিযুক্তের বিরুদ্ধে আদালতে চার্জশিট দাখিল করা হয়েছে।

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়কে শ্রদ্ধার্ঘ্য নাড্ডার, হাওড়ায় কথা সাহিত্যিকের বাড়িও ঘুরে দেখলেন

হাওড়া, ১২ আগস্ট (হি.স.): কথাসাহিত্যিক শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়কে অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি জগৎ প্রকাশ নাড্ডা। শনিবার হাওড়ায় বিশিষ্ট ঔপন্যাসিক শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের বাড়িতে যান জে পি নাড্ডা। তাঁর সঙ্গে ছিলেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি ডঃ সুকান্ত মজুমদারও। শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের আবক্ষ মূর্তিতে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা জানান নাড্ডা ও সুকান্ত মজুমদার।

উল্লেখ্য, তিন দিনের সফরে পশ্চিমবঙ্গে এসেছেন বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি জে পি নাড্ডা। বিশেষ বিমানে গতরাতে তিনি দমদম বিমানবন্দরে নামেন। বিমানবন্দরে তাঁকে স্বাগত জানান বিজেপি রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার, রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী, বিজেপি নেতা অনুপম হাজরা, রাহুল সিনহা, দলের এ রাজ্যের পর্যবেক্ষক মঙ্গল পান্ডে প্রমুখ। বিমানবন্দর থেকে তিনি নিউটাউনে হোটেলের উদ্দেশ্যে রওনা হন। শনিবার দিনভর নানা কর্মসূচির পর, রাতে রাজ্য বিজেপির শীর্ষ পদাধিকারীদের সঙ্গে তিনি বৈঠক করবেন। রবিবার সকালে তাঁর দক্ষিণেশ্বর মন্দির পরিদর্শনের কথা রয়েছে।

বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্যের সন্ধান

আহমাদ মোস্তফা কামাল

বাঙালিদের যাঁরা অন্তত মাধ্যমিক বিদ্যালয় পর্যন্ত লেখাপড়া করেছেন, তাঁরা সবাই জগদীশচন্দ্র বসুর নাম শুনেছেন। শুধু শুনেছেন বললে কম বলা হয়, বিজ্ঞানী বলতে বাঙালির মানসপটে প্রথম যাঁর ছবি ভেসে ওঠে, তিনি জগদীশচন্দ্র। এ এক বিরল ঘটনা। ভারতবর্ষে বিজ্ঞানী তিনি একাই নন, বাঙালিদের মধ্যেও আরও অনেক বিশ্বখ্যাত বিজ্ঞানী এসেছেন, তবু তাঁর নামটিই কেন সবার আগে মনে আসে? বিজ্ঞানী হিসেবে এ রকম বিরল খ্যাতি লাভ করা, অন্তত বাঙালিদের মধ্যে সহজ কথা নয় তো! এবং এ-ও বিশেষভাবে লক্ষণীয়, তাঁর কাজের পরিধি ও গুরুত্ব সম্বন্ধে তেমন ধারণা না থাকলেও শিক্ষিত বাঙালিমাত্রই জানেন, জগদীশ বসুর প্রধান আবিষ্কারগাছেরও প্রাণ আছে! (বিষয়টা পুরোপুরি ঠিক নয়, সে বিষয়ে আলোচনা করা হবে এই লেখায়)। তাঁর কাজের পরিধি যে অনেক ব্যাপক ও গভীর, সে কথা খুব বেশি মানুষ জানেন বলে মনে হয় না। না জানার কারণও পরিষ্কার। তাঁর বিজ্ঞানজীবনের প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ কাজই এখন পর্যন্ত ব্যাখ্যাতীত এক রহস্যময়তায় ভরা, না বোঝার ফলে যা দুরবর্তী বিষয়ে পরিণত হয়েছে। এ প্রসঙ্গে আমরা একটু পরই বিস্তারিত কথা বলব এবং এই লেখার মূল বিষয়বস্তু ওটাই।

২

তাঁর বিজ্ঞানজীবনের তিনটি পর্ব। ১৮৯৫ থেকে ১৮৯৯ পর্যন্ত প্রধানত পদার্থবিদ্যা নিয়ে গবেষণা ও তার ফলাফল প্রকাশ করেছেন তিনি। ১৮৯৯ থেকে ১৯০২ পর্যন্ত পদার্থবিদ্যার ফলাফল বিশ্লেষণ করতে গিয়ে তিনি এক অদ্ভুত ব্যাপার লক্ষ করেন। আর সেখান থেকেই জড় ও জীবের আচরণের ঐক্য তাঁর মনোযোগ আকর্ষণ করে। আর এরই পরিপ্রেক্ষিতে তাঁর বাকি জীবন কাটে উদ্ভিদ—জগৎ নিয়ে। যাহোক, ১৮৯৫ থেকে ১৮৯৮মোটামুটি তিন বছরে তাঁর ১৩টি গবেষণা নিবন্ধ প্রকাশিত হয়! এত অল্প সময়ে মৌলিক কাজ নিয়ে এতগুলো উন্নত মানের গবেষণা প্রবন্ধ সত্যিই অবিশ্বাস্য। বোঝাই যায়, প্রস্তুতিপর্বটি তিনি গোপনেই সেরে রেখেছিলেন! যাহোক, এই সময়ই তিনি তারবিহীন বিদ্যুৎ—চুম্বকীয় তরঙ্গ (জনপ্রিয় নাম 'বেতারবার্তা') প্রেরক ও গ্রাহকযন্ত্র প্রস্তুত, এদের কার্যপ্রণালি ব্যাখ্যা ও এর প্রদর্শনী করে দেখান। তাঁর আগেও কাজটি ইউরোপে করেছিলেন বিজ্ঞানী রুডলফ হার্জ। কিন্তু জগদীশ বসুর কাজ যে পশ্চিমেও ব্যাপক সাড়া ফেলে, তুমুলভাবে সংবর্ধিত ও বিপুলভাবে গৃহীত হয়, তার কারণ, তাঁর কাজের সূক্ষ্মতা ও ব্যাপকতা এবং কলাকৌশলের নিপুণতা। বিষয়টি একটু জটিল বলে সে আলোচনায় যাচ্ছি না। শুধু বলা যায়, ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র তরঙ্গদৈর্ঘ্যের (আজকাল যাকে মাইক্রোওয়েভ বলা হয়) তরঙ্গ উতাদন, প্রেরণ ও গ্রহণ করার মতো ক্ষমতাসম্পন্ন যন্ত্রপাতি তৈরি করেছিলেন তিনি, যা এর আগে পৃথিবীতে কেউ করে উঠতে পারেননি। সেই অর্থে তিনি ভারতীয় পরীক্ষণ পদার্থবিদ্যার জনকও বটে। আজকের সলিড স্টেট ফিজিকস বলে পদার্থবিদ্যার যে শাখা বিশ্বজুড়ে চর্চিত হচ্ছে, তার শুরু হয়েছিল জগদীশের এসব পরীক্ষণের ভেতর দিয়েই।

তারবিহীন বার্তা প্রেরক ও গ্রাহকযন্ত্রের (জনপ্রিয় নাম রেডিও ট্রান্সমিটার ও রেডিও রিসিভার) কৃতিত্ব অবশ্য পেয়েছিলেন গুগলিয়েলমো মার্কনি, যদিও তিনি জগদীশ বসুর পূর্ববর্তী ছিলেন না, ছিলেন পরবর্তীকালের বিজ্ঞানী। কাজটির জন্য মার্কনি নোবেল পুরস্কারে ভূষিত হন ১৯০৯ সালে, যদিও তা প্রাপ্য ছিল জগদীশ বসুরই বা যৌথভাবে দুজনেরই। জগদীশ বসু অবশ্য এ নিয়ে কোনো কথাই বলেননি। এমনকি তিনি যে বৈজ্ঞানিক কর্মকাণ্ডকে আদৌ ব্যক্তিগত সম্পত্তি মনে করতেন না, তার প্রমাণ মেলে নিজের উদ্ভাবিত বেতারবার্তা প্রেরক ও গ্রাহকযন্ত্রের পেটেন্টগ্রহণে তাঁর অনীহা ও অস্বীকৃতি থেকে। তিনি পেটেন্ট করিয়ে নিলে স্বীকৃতিটা প্রথমত তাঁকেই দিতে হতো, মার্কনিকে নয়।

তাঁর এসব গবেষণার বহুমাত্রিক গুরুত্ব রয়েছে। যেমন আজকের সলিড স্টেট ফিজিকস বলে পদার্থবিদ্যার যে শাখা বিশ্বজুড়ে চর্চিত হচ্ছে, তার শুরু হয়েছিল জগদীশের এসব পরীক্ষণের ভেতর দিয়েই। (অর্থাৎ জগদীশ বসুর আবিষ্কার ছিল অতি ক্ষুদ্র বেতারতরঙ্গ, যার থেকে তৈরি হয়েছে আজকের মাইক্রোওয়েভ, যা পরবর্তীকালে সলিড স্টেট ফিজিকসের বিকাশে সাহায্য করেছিল।) সেমিকন্ডাক্টর ফিজিকস বা অর্ধপরিবাহী বিজ্ঞানের যাত্রাও তাঁর হাতেই শুরু (সিসার এক যৌগ, নাম গ্যালেনা, সেটিকেই তিনি আবিষ্কার করেছিলেন বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে পরিবাহীর গুণসম্পন্ন হিসেবে। যদিও তখন পর্যন্ত এটাই জানা ছিল যে কেবল ধাতুই পরিবাহীর গুণ ধারণ করে, অন্য কিছু নয়!) এত এত নতুন আবিষ্কারকেও তিনি খুব একটা গুরুত্ব দেননি। কারণ, কাজগুলো করতে গিয়ে তিনি তাঁর নিজ হাতে নির্মিত যন্ত্রপাতির মধ্যে যেসব অদ্ভুত আচরণ লক্ষ করেন, তা তাঁকে নিয়ে যায় এক মরমি জগতে। আর তাই ১৯০১ সালে লন্ডনের রয়্যাল ইনস্টিটিউশনে তিনি যে বক্তব্য দেন, তার প্রধান অংশজুড়ে তাঁর অসামান্য আবিষ্কারগুলো থাকে না; বরং থাকে এই মরমি ভাববাদ। তিনি লক্ষ করেছিলেন, গ্রাহকযন্ত্র বারবার ব্যবহার করলে তার প্রতিক্রিয়া শ্লথ হয়ে যায়, যেন ক্লান্ত হয়ে পড়ে; আবার কিছুক্ষণ বিশ্রাম পেলে আগের মতোই সক্রিয় হয়ে ওঠে। জড় পদার্থ, জীব ও উদ্ভিদ ব্যবহার করে তিনি পরীক্ষাগুলো চালাতে থাকেন, এই আরোগ্যকালও নির্ধারণ করেন এবং স্বনির্মিত আরেক ধরনের যন্ত্রে তিনি এই সাড়া লিপিবদ্ধ করেন! তিনি দেখতে পান, জড় পদার্থ বা উদ্ভিদের সাড়ালিপি হুবহু প্রাণীর মাংসপেশির সাড়ালিপির মতোই। আর এই পর্যবেক্ষণই তাঁকে ভাবতে বাধ্য করে যে জড় ও জীবের মধ্যে একটা ঐক্য আছে বা তারা আসলে একই অরিজিনের বৈচিত্র্যময় প্রকাশ। (গাছের প্রাণ আছেএ কথা তিনি কোথাও বলেননি; বলেছেন তাদের সাড়ালিপি জীবের মতোই, অতএব তাদের অনুভূতিও জীবের মতো। আর এ কথাই জনপ্রিয়ভাবে প্রচারিত হয়েছে 'গাছের প্রাণ আছে' বাক্য দিয়ে!) তাঁর এই ভাববাদী অবস্থানের পেছনে নিশ্চয়ই ভারতীয় দর্শনের প্রভাব ছিল। কারণ, উপনিষদ বলে, 'যদিদং কিঞ্চ জগৎ প্রাণ এজতি নিঃসৃতং' (এই যা কিছু জগৎ, তা প্রাণ থেকে নিঃসৃত হয়ে প্রাণেই কম্পমান)। এই প্রভাব যে ছিল, তার প্রমাণও মেলে পূর্বোক্ত বক্তৃতায়, যার শেষ কথা ছিল তিন হাজার বছর আগে গঙ্গার তীরে বসবাস করা তাঁর পূর্বপুরুষের ভাবনাজগতের বিবরণ, অর্থাৎ উপনিষদের প্রসঙ্গ।

৩

পদার্থবিজ্ঞানের কাঠখোট্টা পরীক্ষণ ও গবেষণা করতে করতেই তিনি প্রবেশ করেন এক মরমি দার্শনিক জগতে। তাঁর পরবর্তী পরীক্ষা-নিরীক্ষাগুলো চলতে থাকে এই দর্শনকে কেন্দ্রে রেখেই। তাঁর পরবর্তীকালের কাজগুলো পশ্চিমারা গ্রহণ করেনি। সত্যি বলতে কী, তারা সেগুলো বুঝতেই পারেনি। বুঝতে হলে যে ভারতীয় দর্শনটাকে আগে বুঝে নিতে হবে! বোঝা যাচ্ছে যে জগদীশচন্দ্র বসু মানুষের সঙ্গে তাঁর পরিপার্শ্বের সম্পর্কগুলো বুঝতে চেয়েছিলেন। আর তাঁর গবেষণাগুলো মানবেতিহাসে সূচনা করেছিল এক নতুন অধ্যায়ের। দুঃখজনক হলেও সত্যি, জগদীশ প্রবর্তিত এই ধারা পরবর্তীকালে আর অনুসরণ করা হয়নি। আসলে তাঁর সমকালে (এবং পরবর্তীকালেও) কেউ তাঁকে বুঝতেই পারেননি। দেশেও নয়, বিদেশেও নয়। আরও নির্দিষ্টভাবে বলা যায়, তাঁর ধারায় তিনিই প্রথম ও শেষ বিজ্ঞানী। তাঁর কোনো পূর্বসূরি নেই। তাঁর পরবর্তী গবেষণার মূল কেন্দ্রে ছিল উদ্ভিদ—জগৎ। একজন পদার্থবিদের পক্ষে উদ্ভিদবিদ্যার এসব খুঁটিনাটি কীভাবে বোঝা সম্ভব? কিংবা একজন উদ্ভিদবিদই—বা কীভাবে বুঝবেন পদার্থবিদ্যার এত সব জটিল তত্ত্ব? অথচ জগদীশচন্দ্র বসু করতে চেয়েছিলেন এই দুইয়ের সংমিশ্রণ। তাঁকে না বুঝতে পারার এটিও এক বড় কারণ।

যাহোক, তাঁর নিজের লেখা একমাত্র বাংলা গ্রন্থ অব্যক্ত থেকে কিছু অংশ উদ্ধৃত করলে হয়তো তাঁর মানসজগৎটাকে খানিকটা বোঝা যাবে। বৃক্ষজগৎকে তিনি কীভাবে ভালোবেসেছিলেন, তা নিজেই লিখে রেখে গেছেন।

'আগে যখন একা মাঠে কিংবা পাহাড়ে বেড়াইতে যাইতাম, তখন সব খালি-খালি লাগিত। তারপর গাছ, পাখি, কীট- পতঙ্গদিগকে ভালোবাসিতে শিখিয়াছি, সে অবধি তাহাদের অনেক কথা বুঝিতে পারি, যাহা আগে পারিতাম না। এই যে গাছগুলি কোনো কথা বলে না, ইহাদের যে আবার একটা জীবন আছে, আমাদের মতো আহার করে, দিন দিন বাড়ে, আগে এসব কিছুই জানিতাম না। এখন বুঝিতে পারিতেছি। এখন ইহাদের মধ্যেও আমাদের মতো অভাব, দুঃখ-কষ্ট দেখিতে পাই। জীবন ধারণ করিবার জন্য ইহাদিগেরও সর্বদা ব্যস্ততা আছে, ইহাদের মধ্যেও তাহার কিছু কিছু দেখা যায়। বৃক্ষদের মধ্যে একে অন্যকে সাহায্য করিতে দেখা যায়, ইহাদের মধ্যে একের সহিত অপরের বন্ধুত্ব হয়। তারপর মানুষের সর্বোচ্চ গুণ যে স্বার্থত্যাগ, গাছে তাহাও দেখা যায়। মা নিজের জীবন দিয়া সন্তানের জীবন রক্ষা করেন। সন্তানের জন্য জীবনদান উদ্ভিদেও সচরাচর দেখা যায়। গাছের জীবন মানুষের জীবনের ছায়ামাত্র।'মনে হয় গাছ নয়, মানুষ সম্বন্ধেই কথা বলছেন তিনি!

গবেষণাগারে বিজ্ঞানী জগদীশ বসু আগেই বলেছি, তিনি ছিলেন পদার্থবিজ্ঞানী, জীববিজ্ঞানী নন। যন্ত্রপাতি নিয়ে কাজ করতে গিয়ে তিনি দেখেছিলেন, ওই জড় যন্ত্রগুলোও মানুষের মতোই ক্লান্ত হয়, বিশ্রামে সেই ক্লান্তি দূরও হয়, যেন ওই যন্ত্রের মধ্যেও প্রাণের সাড়া আছে। এই পর্যবেক্ষণই তাঁকে জড়জগৎ সম্বন্ধে আগ্রহী করে তোলে। তখন পর্যন্ত গাছকেও জড় বস্তু বলেই গণ্য করা হতো। তিনি একই সঙ্গে দুই দিকেই মনোনিবেশ করেছিলেন, আর এক আশ্চর্য পদ্ধতিতে পরিমাপ করেছিলেন জড় বস্তু ও বৃক্ষের সংবেদনশীলতা এবং দেখেছিলেন এই সংবেদনশীলতা মানুষের সংবেদনশীলতার হুবহু প্রতিরূপ। গাছকে তিনি দেখেছিলেন প্রাণসম্পন্ন স্বতন্ত্র এক সত্তা হিসেবে, যার ইতিহাস মানুষের পক্ষে উদ্ধার করা সম্ভব নয়, যদি না গাছ নিজে তার অনুমোদন দেয়! গাছের ইতিহাস বুঝতে হলে গাছের কাছেই যেতে হবে এবং এই ইতিহাস বৃক্ষের স্বলিখিত এবং স্বাক্ষরিত হতে হবে। মানুষ নিজের বুদ্ধি-বিবেচনা দিয়ে গাছের ইতিহাস উদ্ধার করতে গেলে ভুল হবে। কারণ, 'মানুষ তাহার স্বতঃ প্রণোদিত ভাব দ্বারা অনেক সময় প্রতারিত হয়'এ কথা বলে তিনি মানবেতিহাসে এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা করেছিলেন। 'আমাদের মূক সঙ্গী' গাছকে তিনি দেখেছিলেন গভীর মমতার চোখ দিয়ে।

'ঘর হইতে বাহির হইলেই চারিদিক ব্যাপিয়া জীবনের উচ্ছ্বাস দেখিতে পাই। সেই জীবন একেবারে নিঃশব্দ।...চিরসহিষ্ণু এই উদ্ভিদরাজ্য নিশ্চলভাবে আমাদের সম্মুখে দণ্ডায়মান। উত্তাপ ও শৈত্য, আলো ও অন্ধকার, মৃদু সমীরণ ও ঝটিকা, জীবন ও মৃত্যু ইহাদিগকে লইয়া ক্রীড়া করিতেছে। বিবিধ শক্তি দ্বারা ইহারা আহত হইতেছে, কিন্তু আহতের কোনো ক্রন্দনধ্বনি উত্থিত হইতেছে না। এই অতি সংযত, মৌন ও অক্রন্দিত জীবনেরও যে এক মর্মভেদী ইতিহাস আছে...কি প্রকারে এই অপ্রকাশকে সুপ্রকাশ করিব?

'গাছের প্রকৃত ইতিহাস সমুদ্ধার করিতে হইলে গাছের নিকটই যাইতে হইবে। সেই ইতিহাস অতি জটিল ও বহু রহস্যপূর্ণ। সেই ইতিহাস উদ্ধার করিতে হইলে বৃক্ষ ও যন্ত্রের সাহায্যে জন্ম হইতে মৃত্যু পর্যন্ত মুহূর্তে মুহূর্তে তাহার ক্রিয়াকলাপ লিপিবদ্ধ করিতে হইবে। এই লিপি বৃক্ষের স্বলিখিত এবং স্বাক্ষরিত হওয়া চাই। ইহাতে মানুষের কোনো হাত থাকিবে না; কারণ মানুষ তাহার স্বপ্রণোদিত ভাব দ্বারা অনেক সময় প্রতারিত হয়।' এবং গাছের সামান্য একটি শাখা বা ফুল বা পাতা যে কেবল বর্তমানেরই নয়; বরং সহস্র বছরের ইতিহাস বহন করছে, সেই কথাও বললেন প্রথমবারের মতো। এমনকি গাছের মৃত্যুবর্ণনাও তাঁর হাতে যেকোনো মানুষের মৃত্যুর বর্ণনার মতোই হৃদয়স্পর্শী ও মর্মভেদী হয়ে উঠল।

'প্রতি জীবনে দুইটি অংশ আছে। একটি অজর, অমর; তাহাকে বেষ্টন করিয়া নশ্বর দেহ। এই দেহরূপ আবরণ পশ্চাতে পড়িয়া থাকে, অমর জীববিন্দু প্রতি পুনর্জন্মে নূতন গৃহ বাঁধিয়া লয়। সেই আদিম জীবনের অংশ, বংশপরম্পরা ধরিয়া বর্তমান সময় পর্যন্ত চলিয়া আসিয়াছে। আজ যে পুষ্প-কলিকাটি অকাতরে বৃন্তচ্যুত করিতেছি, ইহার অণুতে কোটি বতর পূর্বের জীবনোচ্ছ্বাস নিহিত রহিয়াছে...

প্রকৃতির রহস্য অনুসন্ধানে আজীবন নিজেকে ব্যয় করে দিয়েছিলেন যিনি, 'বহুত্বের মধ্যে একত্বের সন্ধান' করেছিলেন যিনি, তাঁকেই প্রকৃতি উপহার দিয়েছিল অকৃত্রিম নিঃসঙ্গতা। 'পরিশেষে উদ্ভিদের জীবনে এরূপ সময় আসে, যখন কোনো এক প্রচণ্ড আঘাতের পর হঠাৎ সমস্ত সাড়া দিবার শক্তির অবসান হয়। সেই আঘাত মৃত্যুর আঘাত। কিন্তু সেই অন্তিম মুহূর্তে গাছের স্থির, স্নিগ্ধ মূর্তি ম্লান হয় না। হেলিয়া পড়া কিংবা শুষ্ক হইয়া যাওয়া অনেক পরের অবস্থা। মৃত্যুর রুদ্র-আহ্বান যখন আসিয়া পৌঁছে, তখন গাছ তাহার উত্তর কেমন করিয়া দেয়? মানুষের মৃত্যুকালে যেমন একটা দারুণ আক্ষেপ সমস্ত শরীরের মধ্য দিয়া বহিয়া যায়, তেমনি দেখিতে পাই, অন্তিম মুহূর্তে বৃক্ষদেহের মধ্য দিয়াও একটা বিপুল কুঞ্চনের আক্ষেপ প্রকাশ পায়।'

বহুকালের চর্চিত জ্ঞানকে চ্যালেঞ্জ করতে গিয়ে তাঁকে বহু বাধাবিপত্তির সম্মুখীন হতে হয়েছিল। তবু হাল ছাড়েননি, অসামান্য দৃঢ়তায় দেখিয়ে দিয়েছিলেন প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের জ্ঞানচর্চার পার্থক্য। আর পরিশেষে তিনি দেখেছিলেন, জ্ঞান-বিজ্ঞানের যে বহুবিধ শাখা প্রসারিত হয়েছে, তার চূড়ান্ত উদ্দেশ্য আসলে একটিইজীবন ও পৃথিবীর রহস্য অনুসন্ধান; বহুত্বের মধ্যে 'এক'-এর সন্ধান। 'পাশ্চাত্য দেশে জ্ঞানরাজ্যে এখন ভেদবুদ্ধির অত্যন্ত প্রচলন হইয়াছে। সেখানে জ্ঞানের শাখা-প্রশাখা নিজেকে স্বতন্ত্র রাখিবার জন্যই বিশেষ আয়োজন করিয়াছে; তাহার ফলে নিজেকে এক করিয়া জানিবার চেষ্টা এখন লুপ্তপ্রায় হইয়াছে।...অপর দিকে বহুর মধ্যে এক যাহাতে হারাইয়া না যায়, ভারতবর্ষ সেইদিকে সর্বদা লক্ষ রাখিয়াছে।...

'এই যে প্রকৃতির রহস্য-নিকেতন, তাহার নানা মহল, ইহার দ্বার অসংখ্য। প্রকৃতি-বিজ্ঞানবিদ, রাসায়নিক, জীবতত্ত্ববিদ ভিন্ন ভিন্ন দ্বার দিয়া এক-এক মহলে প্রবেশ করিয়াছেন; মনে করিয়াছেন সেই সেই মহলই বুঝি তাঁহার বিশেষ স্থান, অন্য মহলে বুঝি তাহার গতিবিধি নাই। তাই জড়কে, উদ্ভিদকে সচেতনভাবে তাহারা অলঙ্ঘ্যভাবে বিভক্ত করিয়াছেন। কিন্তু এই বিভাগকে দেখাই যে বৈজ্ঞানিক দেখা, এ কথা আমি স্বীকার করি না। কক্ষে কক্ষে সুবিধার জন্য যত দেয়াল তোলাই যাক না, সকল মহলেরই এক অধিষ্ঠাতা। সকল বিজ্ঞানই পরিশেষে সেই সত্যকে আবিষ্কার করিবে বলিয়া ভিন্ন ভিন্ন পথ দিয়া যাত্রা করিয়াছে। সকল পথই যেখানে একত্রে মিলিয়াছে সেইখানেই পূর্ণ সত্য। সত্য খ খ হইয়া আপনার মধ্যে অসংখ্য বিরোধ ঘটাইয়া অবস্থিত নহে। সেই জন্য প্রতিদিনই দেখিতে পাই জীবতত্ত্ব, রসায়নতত্ত্ব, প্রকৃতিতত্ত্ব আপন আপন সীমা হারাইয়া ফেলিতেছে।...

বৈজ্ঞানিক ও কবি, উভয়েরই অনুভূতি অনির্বচনীয় একের সন্ধানে বাহির হইয়াছে। প্রভেদ এইকবি পথের কথা ভাবেন না, বৈজ্ঞানিক পথটিকে উপেক্ষা করেন না।...

'এই আমাদের মূক সঙ্গী, আমাদের দ্বারের পার্শ্বে নিঃশব্দে যাহাদের জীবনের লীলা চলিতেছে, তাহাদের গভীর মর্মের কথা তাহারা ভাষাহীন অক্ষরে লিপিবদ্ধ করিয়া দিল এবং তাহাদের জীবনের চাঞ্চল্য ও মরণের আক্ষেপ আজ আমাদের দৃষ্টির সম্মুখে প্রকাশিত করিল। জীব ও উদ্ভিদের যে কৃত্রিম ব্যবধান রচিত হইয়াছিল, তাহা দূরীভূত হইল। কল্পনারও অতীত অনেকগুলি সংবাদ আজ বিজ্ঞান স্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করিয়া বহুত্বের ভিতরে একত্ব প্রমাণ করিল।' হায়, প্রকৃতির রহস্য অনুসন্ধানে আজীবন নিজেকে ব্যয় করে দিয়েছিলেন যিনি, 'বহুত্বের মধ্যে একত্বের সন্ধান' করেছিলেন যিনি, তাঁকেই প্রকৃতি উপহার দিয়েছিল অকৃত্রিম নিঃসঙ্গতা। শেষ জীবনে কারও সঙ্গেই কথা বলতেন না তিনি, কথা বলার মানুষই ছিল না আসলে!

> বহুকালের চর্চিত জ্ঞানকে চ্যালেঞ্জ করতে গিয়ে তাঁকে বহু বাধাবিপত্তির সম্মুখীন হতে হয়েছিল। তবু হাল ছাড়েননি, অসামান্য দৃঢ়তায় দেখিয়ে দিয়েছিলেন প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের জ্ঞানচর্চার পার্থক্য।

আমি-তুমি'তেই তাঁদের জীবন পূর্ণতা পেয়েছে

বিশেষ প্রতিবেদন।। আমাদের সমাজে একটা ধারণা আছে, সন্তান হল বন্ধনের মতো। বিয়ের পর স্বামী-স্ত্রী'র জীবনে সন্তানের আগমন সংসারে পূর্ণতা আনে। কথাটা হয়তো মিথ্যে নয়। সত্যিই ফুটফুটে একটা খুদের আবির্ভাব অনেক সমস্যার সমাধান করতে পারে। সংসারিক জীবনের যে ফাটলগুলো হয়তো সকলের আড়ালে বেড়েই চলছিল, সেগুলোতে কিছু দিনের জন্য হলেও একটা প্রলেপ পড়ে।

সেই জন্যই একটা সন্তান পাওয়ার জন্য কত কিছুই না করে থাকেন সন্তানহীন দম্পতি।

এটা যেমন একটা দিক, ঠিক এর অন্য আর একটা দিকও আছে। সন্তানের জন্ম না দেওয়ার ইচ্ছে। কোনও শারীরিক-আর্থিক প্রতিবন্ধকতা থেকে নয়, দম্পতি এখানে স্বেচ্ছায় সন্তানহীন থাকতে চান। গবেষণা দেখিয়েছে, বিভিন্ন দেশে স্বেচ্ছায় সন্তানহীন থাকার প্রবণতা বাড়ছে। ২০০৮ সালে আমেরিকার এক সমীক্ষা দেখিয়েছিল, সে দেশে ৪৪ বছরের নীচে থাকা মহিলাদের মধ্যে এই প্রবণতা বেশ বেশি। ভারতীয় সমাজে এখনও হয়তো এঁদের সংখ্যা খুব চোখের পড়ার মতো নয়। কিন্তু এটাও ঠিক, শহুরে, মূলত শিক্ষিত, কেরিয়ার-মনস্কদের মধ্যে অনেকেই সন্তানহীন থাকতে চাইছেন। তাঁরা নির্দিষ্ট বয়সে পৌঁছে বিয়ে, তার পর একটি বা দু'টি সন্তান এই প্রচলিত ধ্যানধারণা থেকে নিজেদের মুক্ত করেছেন। এঁদের বলা হচ্ছে "ডিঙ্ক", অর্থাৎ "ডুয়াল ইনকাম নো কিড"। কেন এই মানসিকতা, সমাজের উপর এই মানসিকতার প্রভাব আগামী দিনে কী হতে চলেছে, এ সব নিয়েই কথা বললেন বিশেষজ্ঞরা।

না-চাওয়া কেন

স্বাধীন ভাবে কোনও পিছুটান ছাড়াই বাঁচতে চাওয়া, মাতৃত্বের তীব্র আকাঙ্ক্ষার অনুপস্থিতি, আর্থিক অনিশ্চয়তার ভয়, "এই বিশ্বে ক্রমশ বাড়তে থাকা জনসংখ্যাকে আর না-বাড়ানো'-র মতো তত্ত্বে বিশ্বাস প্রভৃতি হরেক কারণ লুকিয়ে থাকে এই সিদ্ধান্তের পিছনে। ব্যক্তিবিশেষে কারণগুলিও বদলে যায়। পেরেন্টিং কনসালট্যান্ট পায়েল ঘোষ যেমন বলছেন, এই প্রবণতার পিছনে লুকিয়ে থাকা অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ তিন মানসিকতার কথা। "যেমন, অনেকেই আছেন যাঁদের শৈশবে অনেক না পাওয়ার দুঃখ আছে। হয়তো কারও মা-বাবা দু'জনেই চাকরি করতেন বলে তাঁরা সন্তানকে পর্যাপ্ত সময় দিতে পারেননি। ফলে, শিশুকাল জুড়ে তাঁদের একাকিত্ব কুরে কুরে খেয়েছে, রাগ-অভিমান জানানোর মতো কাউকে পাশে পাননি। আবার অনেকে হয়তো গার্হস্থ্য অশান্তি, হিংসা দেখে বড় হয়েছেন। ফলে, পরবর্তী জীবনেও এই ট্রমাগুলো থেকে তাঁরা বেরোতে পারেনি। তাই তাঁরা চান না তাঁদের সেই একা থাকার যন্ত্রণা অথবা গার্হস্থ্য হিংসার ছবি প্রত্যক্ষ করার অভিজ্ঞতা তাঁদের সন্তানকেও ভোগ করতে হোক। তাঁদের শৈশবকাল মসৃণ, আনন্দদায়ক হয়ে ওঠেনি বলে পরিণত বয়সে পৌঁছে শিশু-অভিভাবক সম্পর্কটির মধ্যে তাঁরা এক ধরনের অবিশ্বাস বা অনাস্থা খুঁজে পান। ফলে, এই ক্ষেত্রে তাঁরা আর এগোতে চান না।" আর এক শ্রেণির মানুষ আছেন, যাঁরা ভীষণ কেরিয়ার-সচেতন। হয়তো তাঁরা জীবনে অনেক উঁচুতে উঠতে পেরেছেন, আরও ওঠার সম্ভাবনা আছে। এমতাবস্থায় এক শিশুর সম্পূর্ণ দায়িত্বগ্রহণে তাঁরা রাজি হন না। তাঁরা হয়তো তাঁদের সহকর্মীদের দেখেছেন, কী ভাবে সন্তান-অফিস দু'দিক সামলাতে গিয়ে নাজেহাল হতে হয়, ভাল ক্রেশ, গৃহসহায়িকার সন্ধান, সন্তানের স্কুলের চাপ এই আবর্তে আটকে অফিসের কাজে মন দিতে পারেন না। ফলে, এই দম্পতিদের মধ্যে এক ধরনের আশঙ্কা তৈরি হয়। সন্তান পৃথিবীতে এলে তাঁদের কেরিয়ারে তার প্রভাব পড়বে। যা তাঁদের লক্ষ্য, তা অর্জন করা সম্ভব হবে না। বরং, সন্তানের দায়িত্ব না থাকলে পছন্দমতো চাকরি বেছে নেওয়া, সহজেই কাজের সূত্রে অন্যত্র যাওয়ার সুযোগ থাকবে।

অন্য এক শ্রেণির দম্পতি আছেন, যাঁরা সংখ্যায় কম, কিন্তু নিজেরা নিজেদের মধ্যে মগ্ন। আমি-তুমি'তেই তাঁদের জীবন পূর্ণতা পেয়েছে। নিজেরা রোজগার করবেন, ঘুরবেন, জীবনটাকে উপভোগ করবেন সম্পূর্ণ ভাবে। এর মধ্যে তৃতীয় কেউ এলে পাছে নিজেদের এই বোঝাপড়াটি নষ্ট হয়ে যায়, তাই তাঁরা সেই দিকে আগ্রহী হন না। সমাজে প্রভাব? যদিও সন্তান না চাওয়ার মানসিকতা সমাজের একটা নির্দিষ্ট অংশের মধ্যেই মূলত এখনও সীমাবদ্ধ, তবে ভবিষ্যতে তা বৃদ্ধি পেলে সমাজে কি তার কোনও প্রভাব পড়তে পারে? মনোবিদ এবং শিশু-অধিকার সুরক্ষা আয়োগের সদস্য যশোবন্তী শ্রীমানী বললেন, "আমাদের পারিবারিক বৃত্তটি এমন ভাবে তৈরি হয়েছে, যাতে ভবিষ্যতে সন্তানধারণে অনাগ্রহ খুব বেশি বৃদ্ধি পেলে তার প্রভাব সমাজে পড়ার আশঙ্কা আছে। হয়তো সমাজ আগের চেয়ে আরও বেশি আত্মমগ্ন, আত্মকেন্দ্রিক হয়ে উঠবে। জীবনের প্রতিটি মুহূর্তে সমস্যা আসবে, দ্বন্দ্ব আসবে, সেগুলির মধ্য দিয়েই এগোতে হয় আমাদের। সমসা সমাধানের মধ্য দিয়েই আমরা নিজেদের উন্নতির পথটি খুঁজে নিই। এমন অনেক দম্পতি আছেন, যাঁরা বিবিধ সমস্যার কারণে প্রথম দিকে সন্তানধারণে অনাগ্রহী ছিলেন। একটা সময়ের পর আবার নিজেরাই সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করে সন্তানের জন্ম দিয়েছেন। কিন্তু ভবিষ্যতে সমস্যা হতে পারে ভেবে তা পুরোপুরি এড়ানোর জন্য যদি অনেক মা-বাবা সন্তানের জন্মই না চান, তবে জনসংখ্যার উপর একটা প্রভাব পড়বে তো বটেই, এর সঙ্গে সমাজের স্বাভাবিক ছন্দটিও এক সময়ে হারিয়ে যাবে।" ব্যক্তিগত পছন্দ তবে এখানে একটা কথা স্পষ্ট করে দেওয়া ভাল। কারণ যা-ই থাকুক না কেন, সন্তান না-চাওয়ার মধ্যে কোনও অস্বাভাবিকতা নেই। এটি প্রত্যেকের ব্যক্তিগত পছন্দের বিষয়। আমাদের সমাজে সমাজ-নির্ধারিত নির্দিষ্ট নিয়মের বাইরে গিয়ে যাঁরা স্বাধীন মতপ্রকাশ করেন, তাঁদের প্রতি বিরূপ মন্তব্য করা, কোণঠাসা করে দেওয়ার এক প্রবণতা বর্তমান। যেমন, বিয়ের বেশ কিছু বছর অতিক্রান্ত হওয়ার পরও যাঁরা সন্তানের জন্ম দেননি, তাঁদের ঘনিষ্ঠ বৃত্তের অনেকেই উদ্গ্রীব হয়ে পড়েন এর পিছনে শারীরিক সমস্যা খুঁজতে। এ ক্ষেত্রে মেয়েটিই আক্রমণের লক্ষ্য হয় সবচেয়ে বেশি। শুধুমাত্র তিনি মা হননি বলে সামাজিক অনুষ্ঠানে তাঁর প্রবেশ নিষেধ হয়েছে এমনও দেখা গিয়েছে। আসলে, এ দেশে সর্ব ক্ষেত্রে মাতৃত্বকে উদ্যাপন করা হয়। ফলে তার বিপরীত পথটি কেউ বেছে নেওয়া মানেই তিনি সমালোচনার যোগ্য এমনটাই ভাবা হয়ে থাকে। এই ভাবনা কিন্তু কারও ব্যক্তিগত পরিসরে হস্তক্ষেপ। আধুনিকমনস্ক সমাজে এমনটা কোনও ভাবেই কাম্য নয়।

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

ইমক্যাবের নতুন সভাপতি কুদ্দুস আফ্রাদ, সম্পাদক মাছুম বিল্লাহ

মনির হোসেন,ঢাকা,আগষ্ট ১২: বাংলাদেশে কর্মরত ভারতের বিভিন্ন গণমাধ্যমের প্রতিনিধিদের সংগঠন 'ইন্ডিয়ান মিডিয়া করেসপন্ডেন্টস অ্যাসোসিয়েশন, বাংলাদেশ' (ইমক্যাব) এর নির্বাচনে কুদ্দুস আফ্রাদ (আনন্দবাজার পত্রিকা) সভাপতি এবং মাছুম বিল্লাহ (দৈনিক যুগশঙ্খ, ইস্টার্ন ক্রনিকল) সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হয়েছেন।

শনিবার সকাল ১১টায় রাজধানীর বাগিচা রেস্টুরেন্টে অনুষ্ঠিত সংগঠনের দ্বি-বার্ষিক সাধারণ সভায় নির্বাচিতদের নাম ঘোষণা করেন নির্বাচন পরিচালনা কমিটির সদস্য সচিব ও জাতীয় প্রেস ক্লাবের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক আশরাফ আলী।

নির্বাচন পরিচালনা কমিটির সদস্য ও ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটির সাধারন সম্পাদক মাইনুল হাসান সোহেল এসময় উপস্থিত ছিলেন নির্বাচিত অন্যরা হলেন, সহসভাপতি রাজীব খান (টিভি নাইন), যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মীর আফরোজ জামান (ইউনাইটেড নিউজ অব ইন্ডিয়া-ইউএনআই), কোষাধ্যক্ষ আবু আলী (আমার অসম), সাংগঠনিক সম্পাদক আমিনুল হক ভুইয়া (নিউজ ভ্যানগার্ড) এবং নির্বাহী সদস্য রফিকুল ইসলাম সবুজ (দেশের কথা), শহীদুল হাসান খোকন (ইন্ডিয়া টুডে), সিয়াম সারোয়ার জামিল (আজকের কাগজ, ইমফল টাইমস), নির্মল চক্রবর্তী (ফেইস নিউজ) ও জাকির হোসেন (স্যান্দন পত্রিকা)।

প্রসঙ্গত, ইমক্যাব নির্বাচনের (২০২৩-২০২৪) ভোট গ্রহণের নির্ধারিত তারিখ ছিল ১২ আগস্ট। গত ৭ আগস্ট ছিল মনোনয়নপত্র গ্রহণ ও জমা দেয়ার সময়। তবে সব পদেই একটি করে মনোনয়নপত্র জমা পড়ায় সবাই বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হন।

সংগঠনের সভাপতি বাসুদেব ধরের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সাধারণ সভায় সাধারণ সম্পাদকের রিপোর্ট উত্থাপণ করেন বিদায়ী সাধারণ সম্পাদক মাছুম বিল্লাহ। এছাড়া কোষাধ্যক্ষের রিপোর্ট উত্থাপন করেন বিদায়ী কোষাধ্যক্ষ আমিনুল হক ভুইয়া।

দ্বি-বার্ষিক সাধারণ সভায় অতিথিদের মধ্যে বিশ্ব হিন্দু পরিষদ বাংলাদেশ শাখার সভাপতি সোমনাথ দে, জাতীয় হিন্দু মহাজোটের মহাসচিব গোবিন্দ প্রামানিক, বাংলাদেশ সনাতন পার্টির সাধারণ সম্পাদক সুমন রায় এবং ব্যাবসায়ী কাজী সাইফুল বারি বাবলু উপস্থিত ছিলেন।

সংসদে প্রত্যাবর্তনের পর ওয়ানাডের পথে রাহুল গান্ধী, আনন্দে উৎফুল্ল কেরল কংগ্রেস

নয়াদিল্লি, ১২ আগস্ট (হি.স.): সাংসদ পদ ফিরে পাওয়ার পাঁচ দিনের মাথায় নিজের লোকসভা কেন্দ্র ওয়ানাডের উদ্দেশে রওনা দিলেন রাহুল গান্ধী। শুক্রবার ভোরে দিল্লির বাসভবন থেকে তিনি ওয়ানাডের পথে রওনা দেন। কংগ্রেস সূত্রে খবর, শনিবার এবং রবিবার ওয়ানাডের থাকবেন রাহুল। রবিবার সেখানে একটি জেলা কংগ্রেস কমিটির বৈঠকে যোগ দেবেন সাংসদ। সেখানে কংগ্রেস নেতৃত্বদের সঙ্গে বসে লোকসভা নির্বাচনের আগে নির্বাচনী কৌশল ঠিক করতে পারেন বলেও মনে করা হচ্ছে। উল্লেখ্য, মোদী পদবি অবমাননা মামলার জেরে গত মার্চ মাসে সাংসদ পদ খুইয়েছিলেন রাহুল গান্ধী। তার চার মাসের মাথায় সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে সংসদে প্রত্যাবর্তন হয়েছে তাঁর। সাংসদ পদ ফিরে পেয়েছেন তিনি। ওয়ানাডে রাহুলের আগমনের খবরে খুশির আবহ কেরল কংগ্রেস শিবিরে।

বিক্ষিপ্ত বৃষ্টি হয়েই চলেছে কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গে, মহানগরীর সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ২৬.৬ ডিগ্রি

কলকাতা, ১২ আগস্ট (হি.স.): কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় বৃষ্টি হয়েই চলেছে। শনিবার সকালেও বিক্ষিপ্তভাবে হালকা বৃষ্টি হয়েছে দক্ষিণবঙ্গের বিভিন্ন জেলায়। বৃষ্টির সৌজন্যে দক্ষিণবঙ্গের আবহাওয়া এখন মনোরমই। শনিবার সকালে কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ২৬.৬ ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা স্বাভাবিক।

শনিবার সকাল থেকেই মেঘাচ্ছন্ন ছিল কলকাতা ও লাগোয়া জেলাগুলির আকাশ। কোথাও কোথাও হালকা বৃষ্টিও হয়েছে। কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির পূর্বাভাস জারি করেছে আলিপুর আবহাওয়া দফতর। বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে উত্তরবঙ্গের ওপরের জেলাগুলিতেও।

স্বাভাবিক ছন্দে ফেরার চেষ্টায় নুহ, ১৩ আগস্ট নিষিদ্ধ থাকছে ইন্টারনেট পরিষেবা

নুহ, ১২ আগস্ট (হি.স.): ধীরে ধীরে স্বাভাবিক ছন্দে ফিরছে হরিয়ানার নুহ। স্কুল ইতিমধ্যেই খুলেছে, পড়ুয়ারাও শিক্ষাঙ্গনে এসেছে।

তবে, পরিস্থিতি এখনও থমথমে, তাই ১৩ আগস্ট পর্যন্ত নুহ জেলায় ইন্টারনেট ও এসএমএস পরিষেবা বন্ধ থাকছে। ইন্টারনেট বন্ধ রাখার বিষয়ে শুক্রবারই সিদ্ধান্ত নিয়েছিল হরিয়ানা প্রশাসন।

দুই গোষ্ঠীর মধ্যে হিংসাকে ঘিরে কিছু দিন আগে উত্তপ্ত ও অশান্ত হয়ে উঠেছিল হরিয়ানার নুহ।

সেই অশান্তির আগুন ছড়িয়ে পড়েছিল গুরুগ্রাম-সহ হরিয়ানার অন্যত্র।

হিংসার প্রেক্ষিতে প্রথমে ৮ আগস্ট ও পরে ১১ আগস্ট পর্যন্ত মোবাইল ইন্টারনেট পরিষেবা বন্ধ রাখার নির্দেশ দেওয়া হয়।

সেই নিষেধাজ্ঞা এবার বাড়িয়ে ১৩ আগস্ট পর্যন্ত করা হয়েছে।

বজবজের মহেশতলায় দুই বন্ধুকে কুপিয়ে খুন, অভিযুক্ত স্থানীয় তৃণমূল নেতা

কলকাতা, ১২ আগস্ট (হি.স.): বজবজে দুই বন্ধুকে কুপিয়ে খুন করল দুষ্কৃতীরা। শুক্রবার রাতে চাঞ্চল্যকর এই ঘটনা ঘটেছে বজবজ থানার ৭ নম্বর ওয়ার্ডের খড়িবেড়িয়া এলাকায়। ওই এলাকার পণ্ডিতের মাঠ থেকে দুই বন্ধুকে রক্তাক্ত অবস্থায় উদ্ধার করা হয়। এই ঘটনায় মোট পাঁচ জনকে আটক করেছে বজবজ থানার পুলিশ। বাকিদের খোঁজে চলছে তল্লাশি। মৃতদের পরিবারের অভিযোগ, এই জোড়া খুনের ঘটনায় মূল অভিযুক্ত স্থানীয় তৃণমূল কংগ্রেসের বুথ সভাপতি অসীম বৈদ্য এবং তার আশ্রিত দুষ্কৃতীরা।

পুলিশ সূত্রের খবর, নিহত দুই বন্ধুর নাম গণেশ নস্কর (৪৮) এবং মহাদেব পুরকাইত ওরফে পুঁটি (৪২)। শুক্রবার তাঁদের দু'জনকে রক্তাক্ত অবস্থায় উদ্ধার করা হয়। তাঁদের নিয়ে যাওয়া হয় খড়িবেড়িয়া হাসপাতালে। সেখানে চিকিৎসকেরা তাঁদের মৃত বলে জানান। শুক্রবার রাত পৌনে ১১টা নাগাদ মহাদেব এবং তাঁর বন্ধু গণেশ বাড়ি ফিরছিলেন। সেই সময় পণ্ডিতের মাঠের কাছে অসীম এবং তাঁর দলবল তাঁদের ঘিরে ধরে মারধর শুরু করে বলে অভিযোগ। মহাদেবের পরিবারের অভিযোগ, বচসা চলাকালীন ধারালো অস্ত্র দিয়ে মহাদেবের গলার নলি কেটে দেওয়া হয়। সম্ভবত মহাদেবকে খুনের ঘটনা দেখে ফেলায় খুন করা হয় গণেশকেও। অসীমের খোঁজে তল্লাশি শুরু করেছে বজবজ থানার পুলিশ। দেহ দু'টি ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে।

বিরোধীরা মানুষের দুঃখ-কষ্টের কথা চিন্তা করে না, তাঁরা শুধু রাজনীতির কথা ভাবে : প্রধানমন্ত্রী মোদী

নয়াদিল্লি ও কলকাতা, ১২ আগস্ট (হি.স.): বিরোধীরা মানুষের দুঃখ-কষ্টের কথা চিন্তা করে না, তাঁরা শুধুমাত্র রাজনীতির কথাই ভাবে। দেশের বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলির উদ্দেশ্যে এমনই মন্তব্য করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। শনিবার সকালে পশ্চিমবঙ্গের হাওড়ায় আঞ্চলিক পঞ্চায়েতি রাজ পরিষদের উদ্বোধন করার পর প্রধানমন্ত্রী মোদী বলেছেন, 'এই কারণেই বিরোধীরা আলোচনা এড়িয়ে চলেন এবং অনাস্থা প্রস্তাব উত্থাপনের মাধ্যমে রাজনৈতিক বিতর্ককে অগ্রাধিকার দেন।' প্রধানমন্ত্রীর কথায়, 'বিরোধীরা সদন ছেড়ে পালিয়ে গিয়েছিল, তা দেখেছে গোটা দেশ। কিন্তু দুঃখজনক যে, এই সমস্ত মানুষজন মণিপুরের জনগণের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে।'

প্রধানমন্ত্রী মোদী এদিন বলেছেন, 'মণিপুর নিয়েই বিস্তারিত আলোচনার প্রয়োজন ছিল। কিন্তু আসলে কি হয়েছে, আপনারা সবাই তা দেখেছেন। বিরোধীরা আলোচনা হতে দেয়নি! যদি এমন একটি স্পর্শকাতর বিষয়ে আলোচনা হতো, তাহলে মণিপুরের মানুষ স্বস্তি বোধ করত... এই সমস্যাটির সমাধানের জন্য কিছু সমাধান বের হতো। কিন্তু বিরোধীরা এটা নিয়ে আলোচনা করতে চায়নি, কারণ তাঁরা জানত মণিপুরের সত্য তাঁদের সবচেয়ে বেশি দংশন করবে।' প্রধানমন্ত্রী আরও বলেছেন, 'আমরা সংসদে বিরোধীদের অনাস্থা প্রস্তাবকে পরাজিত করেছি এবং যারা গোটা দেশে নেতিবাচকতা ছড়াচ্ছে তাঁদের উপযুক্ত জবাব দিয়েছি। বিরোধী দলের সদস্যরা মাঝপথে সংসদ ত্যাগ করেন। সত্য হল তাঁরা অনাস্থা প্রস্তাবে ভোট দিতে ভয় পেয়েছিল।' পশ্চিমবঙ্গে এবারের পঞ্চায়েত নির্বাচনের সময় বিজেপি প্রার্থীদের হুমকি ও বুথ দখল করার অভিযোগের প্রেক্ষিতে তৃণমূল কংগ্রেসকে আক্রমণ করেছেন প্রধানমন্ত্রী। তিনি বলেছেন, 'কোনও বিজেপি প্রার্থী যাতে মনোনয়ন জমা দিতে না পারে, তা নিশ্চিত করার জন্য তারা প্রয়োজনীয় সবকিছু করে...তাঁরা শুধুমাত্র বিজেপি কর্মীদেরই নয়, ভোটারদেরও হুমকি দেয়। বুথ দখলের জন্য কন্ট্রাক্ট দেওয়া হয়...এটাই তাঁদের রাজনীতি করার উপায়।' এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি জগৎ প্রকাশ নাড্ডা, বিজেপির পশ্চিমবঙ্গ সভাপতি সুকান্ত মজুমদার প্রমুখ।

আরজি কর মেডিক্যালে ইন্টার্নের মৃত্যু ঘিরে রহস্য, শরীরে মিলেছে বিষ

কলকাতা, ১২ আগস্ট (হি.স.): কলকাতার আরজি কর মেডিক্যালে এক ইন্টার্নের মৃত্যু ঘিরে তৈরি হয়েছে রহস্য। শুক্রবার রাত ১২টা ৪০ মিনিটে তাঁর মৃত্যু হয়েছে। বিষক্রিয়ার জেরে মৃত্যু বলে প্রাথমিক অনুমান পুলিশের। মৃত ছাত্রের নাম শুভ্রজ্যোতি দাস। তিনি ডাক্তারি পড়ুয়া। আরজি করে তাঁর ইন্টার্নশিপ চলছিল। পুলিশ জানিয়েছে, গত ১০ আগস্ট হাসপাতালে ভর্তি করানো হয় শুভ্রজ্যোতিকে। তাঁর শরীরে বিষক্রিয়া হয়েছিল। সেই কারণেই মৃত্যু হয়ে থাকতে পারে বলে অনুমান। কিন্তু কী ভাবে শরীরে বিষক্রিয়া হল, এই নিয়ে ধোঁয়াশা তৈরি হয়েছে। সূত্রের খবর, হাসপাতালে ভর্তি হওয়ার আগে মানসিকভাবে চিন্তিত মনে হত শুভ্রজ্যোতিকে। এই ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

৯-১০ সেপ্টেম্বর ভারতের আসছেন অ্যান্টনি অ্যালবানিজ, অংশ নেবেন জি-২০ নেতাদের সম্মেলনে

নয়াদিল্লি, ১২ আগস্ট (হি.স.): জি-২০ নেতাদের শিখর সম্মেলনে অংশ নিতে ভারত সফরে আসছেন অস্ট্রেলিয়ার প্রধানমন্ত্রী অ্যান্টনি অ্যালবানিজ।

সেপ্টেম্বর মাসে ভারত সফরে আসছেন অ্যান্টনি অ্যালবানিজ। শনিবার অস্ট্রেলিয়ার পক্ষ ঘোষণা করা হয়েছে, প্রধানমন্ত্রী অ্যান্টনি আলবানিজ ৯ এবং ১০ সেপ্টেম্বর দিল্লিতে অনুষ্ঠিত জি-২০ সম্মেলনে যোগ দেবেন।

অস্ট্রেলিয়ার প্রধানমন্ত্রীর ভারত সফর, আসলে তাঁর তিন দেশ সফরের অংশ হবে। তিনি ইন্দোনেশিয়া ও ফিলিপিন্সেও যাবেন।

অস্ট্রেলিয়া সরকার এক বিবৃতিতে জানিয়েছে, '৯-১০ সেপ্টেম্বরের মধ্যে প্রধানমন্ত্রী অ্যান্টনি আলবানিজ নতুন দিল্লিতে জি-২০ নেতাদের শীর্ষ সম্মেলনে যোগ দেবেন।'

গল্ফগ্রীনে আক্রান্ত তরুণী; ছুরি নিয়ে চলল হামলা, অভিযুক্ত যুবক পাকড়াও

কলকাতা, ১২ আগস্ট (হি.স.): দক্ষিণ কলকাতার গল্ফগ্রীনে আক্রান্ত হলেন এক তরুণী। ছুরি নিয়ে ওই তরুণীর ওপর হামলা চালানো হয়। হাত ও গলায় আঘাত লেগেছে ওই তরুণীর। পুলিশ ইতিমধ্যেই অভিযুক্তকে গ্রেফতার করেছে। শনিবার সকালে গল্ফগ্রিনে রিজেন্ট কলোনি এলাকায় তরুণীর উপর ছুরি নিয়ে হামলার অভিযোগ উঠল এক যুবকের বিরুদ্ধে। তরুণীর হাত, গালে আঘাত লেগেছে। তাঁকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে।

পুলিশ সূত্রে খবর, অভিযুক্ত যুবককে পাকড়াও করা হয়েছে। গল্ফগ্রিন থানায় নিয়ে যাওয়া হয়েছে অভিযুক্তকে। ওই যুবক তরুণীর পরিচিত বলে মনে করা হচ্ছে। তরুণীকে আক্রমণের সময় বাঁচাতে গিয়েছিলেন অন্য এক যুবক। কী কারণে হামলা, তা এখনও স্পষ্ট নয়। এই ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

বর্ষার ভারী বৃষ্টিতে উত্তরাখণ্ডে ৬৫০ কোটি টাকার ক্ষতি; মৃত্যু ৫২ জনের, খোঁজ নেই ১৯ জনের

দেহরাদুন, ১২ আগস্ট (হি.স.): বর্ষার ভারী বৃষ্টিতে লন্ডভন্ড দেবভূমি উত্তরাখণ্ড, এখনও পর্যন্ত রাজ্যে ৬৫০ কোটি টাকার ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। মৃত্যু হয়েছে ৫২ জনের, আহতের সংখ্যা ৩৭ ও নিখোঁজ ১৯ জন। শনিবার সকালে উত্তরাখণ্ডের দুর্য্যোগ ব্যবস্থাপনা দফতর জানিয়েছে, উত্তরাখণ্ডে ভারী বৃষ্টির কারণে সৃষ্ট বিপর্যয়ে এখনও পর্যন্ত প্রায় ৬৫০ কোটি টাকার ক্ষতি হয়েছে, যা আগামী দিনে আরও বাড়তে পারে। বৃষ্টিজনিত দুর্য্যোগে বিভিন্ন দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয়েছে ৫২ জনের, আহতের সংখ্যা ৩৭ ও নিখোঁজ ১৯ জন।

উত্তরাখণ্ডের দুর্য্যোগ ব্যবস্থাপনা দফতর আরও জানিয়েছে, বৃষ্টি থামার পরে একটি তাৎক্ষণিক রিপোর্ট তৈরি করে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে পাঠানো হবে যাতে দুর্য্যোগের পরে দ্রুত ত্রাণ কাজ শেষ করা যায়। মুখ্যমন্ত্রী পুষ্কর সিং ধামির নির্দেশে এসডিআরএফ এবং এনডিআরএফ প্রয়োজনীয় জায়গায় মোতায়েন করা হয়েছে। দুর্য্যোগ কবলিত এলাকায় দু'টি হেলিকপ্টারও স্ট্যান্ডবাই রাখা হয়েছে।

অযোধ্যা ক্যান্টনমেন্ট-দিল্লি এক্সপ্রেসের নাম পরিবর্তন, নতুন নাম রাখল ভারতীয় রেল

নয়াদিল্লি, ১২ আগস্ট (হি.স.): অযোধ্যা ক্যান্টনমেন্ট-দিল্লি এক্সপ্রেস ট্রেনের (১৪২০৫) নাম পরিবর্তন করে ফেলল ভারতীয় রেল। নতুন নাম রাখা হয়েছে অযোধ্যা এক্সপ্রেস। শনিবারই এই সিদ্ধান্তের কথা জানানো হয়েছে ভারতীয় রেলের পক্ষ থেকে। অযোধ্যা ক্যান্টনমেন্ট-দিল্লি এক্সপ্রেস ট্রেনটি অযোধ্যা ক্যান্টনমেন্ট এবং পুরানো দিল্লি জংশনের মধ্যে চলে।

এই ট্রেনটির ১১টি স্টপেজ রয়েছে, সেগুলি হল- অযোধ্যা ক্যান্টনমেন্ট, দরিয়াবাদ, বারাবাঙ্কি জংশন, লখনউ, শাহজেহানপুর, বরেলি, রামপুর, মোরাদাবাদ, হাপুর, গাজিয়াবাদ ও দিল্লি। এই এক্সপ্রেস ট্রেনের নাম পরিবর্তন করে এবার রাখা হল অযোধ্যা এক্সপ্রেস।

মান্ডিতে খারাপ রাস্তায় দুর্ঘটনার কবলে পড়ল বাস; কমবেশি আহত ১২ জন যাত্রী

শিমলা, ১২ আগস্ট (হি.স): খারাপ রাস্তার কারণে হিমাচল প্রদেশের মান্ডি জেলায় দুর্ঘটনার কবলে পড়ল হিমাচল রোড ট্রান্সপোর্ট কর্পোরেশন (এইচআরটিসি)-র একটি বাস। এই দুর্ঘটনায় মোট ১২ জন যাত্রী আহত হয়েছেন, তাঁদের মধ্যে ৪ জনের আঘাত গুরুতর। ৮ জন সামান্য আহত হয়েছেন। সুন্দরনগর ইউনিটের বাসটি শিমলা অভিমুখে যাচ্ছিল, খারাপ রাস্তার কারণে শনিবার সকালে মান্ডি জেলায় দুর্ঘটনার কবলে পড়ে। আহতদের উদ্ধার করে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

পুলিশ জানিয়েছে, শনিবার সকালে শিমলার দিকে আসছিল ওই বাসটি, তার আগে রাস্তায় ধস নামে, বাসটি কাদায় আটকে পড়ে। দুর্ঘটনায় চালক-সহ ১২ জন আহত হয়েছেন। এদের মধ্যে গুরুতর ৪ জনকে মেডিক্যাল কলেজ

বাক ও মতপ্রকাশের স্বাধীনতাকে জানালা থেকে ছুঁড়ে ফেলা হয়েছে, শাহের তিন বিলকে নিশানা মনীশের

নয়াদিল্লি, ১২ আগস্ট (হি.স.): কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের তিনটি বিলকে নিশানা করলেন প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ও কংগ্রেস নেতা মনীশ তিওয়ারি। শনিবার মনীশ বলেছেন, বাক ও মতপ্রকাশের স্বাধীনতাকে জানালা থেকে ছুঁড়ে ফেলা হয়েছে। শুক্রবার লোকসভায় তিনটি বিল পেশ করেছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ।

এই তিনটি বিল হল-ভারতীয় ন্যায় সংহিতা বিল; ভারতীয় সাক্ষ্য বিল, এবং ভারতীয় নাগরিক সুরক্ষা সংহিতা বিল।

এই তিনটি বিল প্রসঙ্গে প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ও কংগ্রেস নেতা মনীশ তিওয়ারি শনিবার বলেছেন, 'লোকসভার স্পিকার এবং ভারতের উপ-রাষ্ট্রপতি, যিনি কাউন্সিল অফ স্টেটের চেয়ারপার্সন, তাঁদের কাছে আমার দাবি হল-প্রত্যেকটি বিল যাচাই করার জন্য সমস্ত দলের বিশিষ্ট আইনজীবীদের সমন্বয়ে সংসদের একটি যৌথ কমিটি গঠন করা।' তাঁর মতে, এই তিনটি বিলের মাধ্যমে বাক ও মতপ্রকাশের স্বাধীনতাকে খর্ব করা হবে।

হরেকরকম হরেকরকম হরেকরকম

জিমে গিয়ে শরীরচর্চা করলেই হবে না, পরিচ্ছন্নতাও বজায় রাখতে হবে

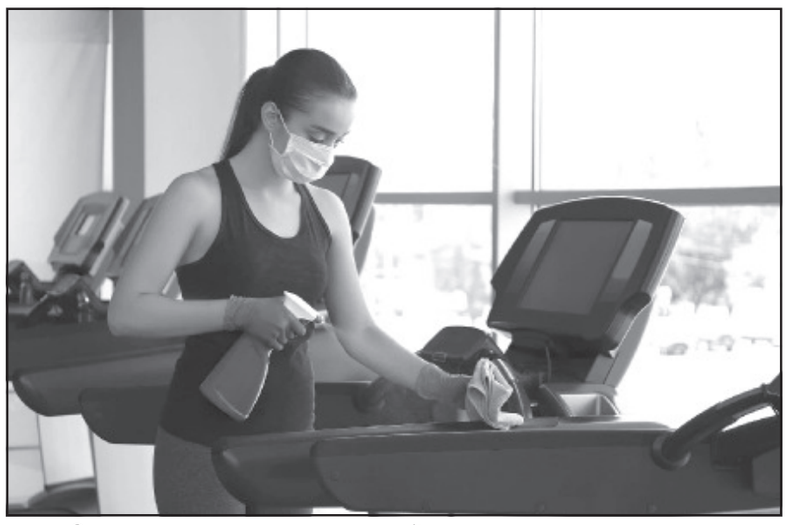

স্বাস্থ্যের বিষয়ে অত্যন্ত সচেতন। তাই এই গরমেও নিয়মিত জিমে যান অনেকে। একেবারে শুরুর দিকে অস্বস্তি হয় অনেকেরই। ঘামের গন্ধে, সকলের ব্যবহার করা জিমের "সর্বজনীন" ম্যাটে পিঠ ঠেকাতে পারেন না বলে বগলদাবা করে নিজের ম্যাট নিয়েও যান। কিন্তু শুধু ম্যাট তো নয়, জিমে শরীরচর্চা করতে গেলে অন্যের ব্যবহার করা যন্ত্রের উপরে শুয়েও তো পড়তে হয়।

চিকিতকেরা বলেন, জিমে যে হেতু অনেক মানুষ একসঙ্গে শরীরচর্চা করেন, বদ্ধ জায়গার মধ্যে সকলের শ্বাস-প্রশ্বাস থেকেই নানা রকম রোগ ছড়াতে পারে। সে ক্ষেত্রে পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখবেন কী করে?

১) হাত পরিষ্কার করতে হবে

কোনও কিছু খাওয়ার আগে তো বটেই, শরীরচর্চা করার পর অন্য কোনও জিনিসে হাত দেওয়ার আগে হাত ধুতে হবে। যন্ত্রপাতি ধরার পরে কোনও ভাবেই সেই হাত দিয়ে ঘাম মুছতে যাবেন না। চোখ, নাক, মুখ স্পর্শ করা থেকেও বিরত থাকবেন।

২) যন্ত্রপাতি মুছতে হবে

নিজের বাড়িতে যদি শরীরচর্চা করার ব্যবস্থা থাকে, তা হলেও নিয়মিত জিমের যন্ত্রপাতি মুছতে হবে। যদি সর্বসাধারণের জিমে যান, সেখানেও পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখার উপর জোর দেওয়া হচ্ছে কি না, সে দিকে নজর রাখতে হবে।

৩) পোশাক ধুতে হবে

যত কায়দারই পোশাক হোক না কেন, শরীরচর্চা করে এসেই তা নিয়মিত ধুয়ে ফেলতে হবে। ঘর্মাক্ত পোশাক নিয়মিত না ধুয়ে রোদে শুকিয়ে নেওয়ার অভ্যাস রয়েছে অনেকেরই। এ ক্ষেত্রে ত্বকের সমস্যা বেড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা প্রবল।

ভ্রু প্রতিস্থাপনের খুঁটিনাটি

"তা সে যতই কালো হোক, দেখেছি তার কালো হরিণ চোখ।" নয়নে কাজল তো সবাই পরে, কিন্তু ক'জন আর ভুরু বাঁকিয়ে চাইতে পারে! "সপ্তপদী" ছবিতে উত্তমকুমারের দিকে সুচিত্রা সেন যেভাবে ভুরু বাঁকিয়ে তাকিয়েছিলেন, সে ভাবে চোখের দৃষ্টি দিয়েই মনের কথা বোঝাতে কোন মেয়ে না চায়! এক কথায়, চোখের সৌন্দর্য কিন্তু অনেকাংশেই নির্ভর করে তার উপরে থাকা ঘন এক জোড়া ভুরুর উপর। সুন্দর চোখকে আরও রহস্যময়ী করে তোলে ভুরু। তবে ক্রমাগত স্টাইলিং, প্লাকিং ইত্যাদি নানা কারণে আজকাল অনেকেরই ভুরু পাতলা হয়ে যায়। তাই যত্ন নেওয়া প্রয়োজন ভুরুর।

সমস্যার কারণ

কোনও নির্দিষ্ট কারণ ছাড়াই অনেক সময়ে ভুরু থেকে রোম ঝরে যেতে শুরু করে। আবার শরীরের অভ্যন্তরীণ কোনও অসুস্থতা বা জেনেটিক কারণেও ভুরু পাতলা হয়ে যেতে পারে। প্লাস্টিক সার্জন ডা. মণীশ সাহালিয়া বললেন, এগজিমা এবং পোরিয়োসিসের মতো নানা ত্বকের সমস্যা বা শরীরে হরমোনের ভারসাম্য বিঘ্নিত হওয়ার কারণে অনেকেই এই সমস্যার সম্মুখীন হন। তা ছাড়া, শরীরে কোনও জটিল রোগ বাসা বাঁধলেও এই সমস্যা হতে পারে। পাশাপাশি অত্যাধিক প্লাকিং বা ক্রমাগত রূপচর্চা, ফেশিয়াল, মেকআপ ব্যবহারের কারণেও অনেকের ভ্রু পাতলা হয়ে যায়। রূপচর্চায় থার্মাল বা কেমিক্যাল বার্ন হয়েও অনেক সময়ে ভ্রুর ক্ষতি হয়।

ভ্রু ভাল রাখতে

ত্বক ও চুলের মতো ভ্রুর যত্ন করাও প্রয়োজন। রাতে শোয়ার আগে মুখের মতো নিয়মিত ভ্রুর মেকআপ তোলা জরুরি। কড লিভার অয়েল থেকে পাওয়া ওমেগা-থ্রি ফ্যাটি অ্যাসিড ভ্রুর পক্ষে বেশ ভাল। তা ছাড়া, চিকিতকের পরামর্শ মতো নিতে পারেন বায়োটিন জাতীয় ভিটামিন বি-কমপ্লেক্স ও মাল্টিভিটামিন। এর মাধ্যমে ভ্রু-এ রক্ত সঞ্চালন বাড়ে। পাশাপাশি ভুরু ভাল রাখতে

পর্যাপ্ত ঘুম, নিয়মিত শারীরচর্চা, স্ট্রেস কম করা প্রয়োজন।

সমাধান

ডা. মণীশ বলছেন, সকলের আগে ভ্রু ঝরে যাওয়ার কারণ খুঁজে বার করা দরকার। তার পর প্রয়োজন মতো অ্যান্টিফাঙ্গাল বা অ্যান্টিভাইরাল চিকিৎসা করাতে হবে। শরীরে থাইরয়েড বা অন্য রোগ বাসা বাঁধলে প্রথমেই তার চিকিৎসা শুরু করতে হবে। পাশাপাশি ভ্রুর ঘনত্ব বাড়াতে বাজারে এখন নানা ধরনের জেল কিনতে পাওয়া যায়, তা-ও ব্যবহার করতে পারেন। বাড়িতেও নারকেল তেল ও ক্যাস্টর অয়েল সহযোগে এই জেল বানিয়ে নিতে পারেন। ভুরু ঘন করার পাশাপাশি শেপেও রাখতে সাহায্য করে এই জেল। তা ছাড়া, ঘনত্ব বাড়াতে প্রয়োজনে করা যেতে পারে ভ্রু প্রতিস্থাপনও।

ভ্রু প্রতিস্থাপন

মাথার চুলের মতো ভ্রু-ও প্রতিস্থাপন করা সম্ভব। ভ্রু একেবারে পাতলা হয়ে গেলে অনেকেই তা প্রতিস্থাপন করে নেন। ডা. সাহালিয়া বললেন, ভ্রু প্রতিস্থাপন করতে লোকাল অ্যানাস্থেশিয়া ব্যবহার করা হয়। এফইউটি (ফলিকিউলার ইউনিট ট্রান্সপ্লান্ট) এবং এফইউই (ফলিকিউলার ইউনিট এক্সট্রাকশন) এই দুই পদ্ধতিতে ভ্রু প্রতিস্থাপিত করা হয়। মূলত মাথার পিছনের দিক থেকে ছোট ফলিকল নিয়ে তা ভুরুতে ইমপ্লান্ট করা হয়। এক এক দিকের ভ্রুর জন্য প্রায় ২৫০-৪০০ ফলিকল প্রয়োজন হয়। ডার্মাটোলজিস্টরা সাধারণত এফইউই পদ্ধতি অনুসরণ করেন। এ ক্ষেত্রে মেশিনের সাহায্যে ফলিকল হারভেস্ট করা হয়। এ ক্ষেত্রে ফলিকলগুলি অনেকসময়ে ডিস্টেবিলাইজড হয়ে যায়। প্লাস্টিক সার্জনরা মূলত এফইউটি পদ্ধতি পছন্দ করেন। এই পদ্ধতিতে হাত দিয়ে ফলিকল ইমপ্লান্ট করা হয়।

প্রতিস্থাপনের পর

ভ্রু প্রতিস্থাপনের তিন দিন পর ক্রাস্টিং এড়াতে বিশেষ ধরনের শ্যাম্পু ব্যবহার করা হয়। খেয়াল রাখবেন, প্রতিস্থাপনের পর অন্তত পনেরো দিন একেবারেই ত্বকের কোনও চিকিৎসা, ফেশিয়াল, ব্লিচ ইত্যাদি করানো চলবে না। ত্বকে কোনও ক্রিম লাগানোর আগেও চিকিতকের পরামর্শ নেওয়া জরুরি। প্রতিস্থাপন চিকিতা অনেকটাই অন্যান্য অপারেশনের মতো। তাই সতর্ক থাকা প্রয়োজন। প্রতিস্থাপনের পর ৭২ ঘণ্টা রাস্তায় না বেরোনোই ভাল। এতে ধুলো, ময়লায় সংক্রমণের সম্ভাবনা থেকে যায়।

পরিচর্যা

প্রতিস্থাপিত ফলিকলগুলি বেড়ে উঠতে ২ থেকে ৩ মাস সময় লাগে। প্রতিস্থাপনের পরে মাথার চুলের মতোই বাড়ে ভ্রু। তবে আলাদা করে প্রতিস্থাপিত ভুরুর পরিচর্যা করার কোনও প্রয়োজন হয় না। মাঝে মাঝে কেবল একটু ভ্রু শেপ করে দেওয়া ও ট্রিম করা প্রয়োজন হয়।

সতর্কতা

শহর জুড়ে এখন বেশ কিছু সালঁয় কোনও প্রশিক্ষণ ও চিকিতকের উপস্থিতি ছাড়াই প্রতিস্থাপন করা হয়ে থাকে। ডা. সাহালিয়া বললেন, পার্লার কিংবা সালঁ-য় নয়, ভ্রু প্রতিস্থাপন করা উচিত চিকিতকের পরামর্শেই। ডার্মাটোলজিস্ট বা প্লাস্টিক সার্জনের তত্ত্বাবধানে ভ্রু প্রতিস্থাপন করা জরুরি। অনভিজ্ঞ হাতে চিকিতকের পরামর্শ ছাড়া ভ্রু প্রতিস্থাপন অনেক সময়েই বিপজ্জনক হতে পারে। সংক্রমণের ভয়ও সে ক্ষেত্রে বেশি থাকে।

বিশেষ পরামর্শ

ভ্রু প্রতিস্থাপনের আগে রক্ত পরীক্ষা ও ত্বকের পরীক্ষা করা জরুরি। রক্তে শর্করা এবং হিমোগ্লোবিন ঠিক মাত্রায় থাকা জরুরি। রক্তে শর্করার পরিমাণ বেশি থাকলে প্রতিস্থাপন করা বিপজ্জনক হতে পারে। পাশাপাশি লোকাল অ্যানাস্থেশিয়া ব্যবহারে রোগীর সমস্যা থাকলেও এই প্রতিস্থাপন করা হয় না।

পার্শপ্রতিক্রিয়া সাধারণ ভাবে ভ্রু প্রতিস্থাপনের কোনও পার্শপ্রতিক্রিয়া নেই। তবে সতর্ক থাকা প্রয়োজন। ডা. মণীশ সাহালিয়া জানালেন, বিশেষ ভাবে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত অভিজ্ঞ চিকিতকের হাতে প্রতিস্থাপন না করালে চোখে সংক্রমণ হওয়ার ভয় থাকে। তা ছাড়া, ভ্রু প্রতিস্থাপনের পর সাময়িক ব্যথা হতে পারে। চোখ ফুলে যাওয়ার সম্ভাবনাও থাকে। সে ক্ষেত্রে চিকিতকের পরামর্শ অনুযায়ী মোটামুটি পাঁচ দিনের অ্যান্টিবায়োটিক খেতে হয়। ব্যথার ওষুধও খেতে হতে পারে।

হজমে সমস্যা হয়? সমাধান রয়েছে একটি ফলে

কখনও গরম আবার কখনও বৃষ্টি। ভ্যাপসা গরেম সাধারণ খাবার খেয়েও পেটের সমস্যা হচ্ছে? আবার আবহাওয়ার পরিবর্তনে বাড়ির খুদে বা বয়স্কদের জ্বর-সর্দি-কাশির মতো উপসর্গও আছে। বর্ষাকালে অ্যার্লাজির বাড়বাড়ন্ত হয়েছে চারিদিকে। এই রকম ছোটখাট সমস্যা থেকে মুক্তি পেতে প্রথমেই মুঠো মুঠো ওষুধ না খেয়ে ভরসা রাখতে পারেন আনারসের উপর। আনারসে রয়েছে গুরুত্বপূর্ণ একটি এনজাইম "ব্রোমেলেইন" যা হজমে সহায়তা করে। ভিটামিন সি, বি-র মতো যৌগগুলি শরীরে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়িয়ে তোলে।

এ ছাড়াও প্রতি ১০০ গ্রাম আনারস থেকে পাওয়া যায় মাত্র ৫০ কিলোক্যালরি। তাই এখান থেকে শরীরে বাড়তি মেদ জমার কোনও সম্ভাবনা নেই। আনারসে আছে পেকটিন নামক গুরুত্বপূর্ণ ডায়েটরি ফাইবার। যা অন্ত্রের স্বাস্থ্য রক্ষায় সাহায্য করে। ভিটামিন "বি" কমপ্লেক্সেরই গুরুত্বপূর্ণ নানা উপাদান যেমন ফলেট, থায়ামিন, পাইরিওফিন ও রাইবোফ্লাবিনও পাওয়া যায় আনারস থেকে।

হজমে সাহায্য করা এবং প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়িয়ে তোলা ছাড়াও আনারস আর কী কী উপকার করে? ১) ক্ষত সারিয়ে তোলে

আনারসের মধ্যে "ব্রোমেলেইন" নামক যে গুরুত্বপূর্ণ উপাদানটি রয়েছে, তা প্রদাহনাশ করতে বিশেষ ভাবে সাহায্য করে। শরীরে কোনও ক্ষত সারাতে, সংক্রমণ কমাতেও সাহায্য করে আনারস।

২) বাতের ব্যথা উপশম করে

শরীরে অস্থিসন্ধির ব্যথা বা বাতের ব্যথায় সমান ভাবে কার্যকরী আনারস। হালের গবেষণা বলছে, আনারসে থাকা "ব্রোমেলেইন" নামক উতেচকটি এই ধরনের ব্যথা কমাতে বিশেষ ভাবে কাজ দেয়।

৩) ক্যানসার প্রতিরোধ করে

সাম্প্রতিক গবেষণায় প্রমাণিত হয়েছে, আনারসে উপস্থিত যৌগগুলি ক্যানসারের মতো মারণ রোগের তেজ অনেকটাই কমিয়ে আনতে পারে। ক্যানসার আক্রান্ত কোষগুলিকে শরীরের অন্যত্র ছড়াতে দেয় না।

দারচিনি-চায়ে চুমুক দিয়ে দেখুন দূর হবে বেশ কিছু রোগব্যাধি

পাঁঠার মাংস হোক কিংবা কবাব তাতে দারচিনি না পড়লে সেই স্বাদ আসে না। কেবল রান্নার স্বাদ বাড়াতেই নয়, আয়ুর্বেদ শাস্ত্র মতে দারচিনির স্বাস্থ্যগুণও অনেক। শরীর চাঙ্গা রাখতে, রোগবালাই দূর করতে রোজ সকালে নিয়ম করে দারচিনি-চায়ে চুমুক দিয়ে দেখুন, দূর হবে বেশ কিছু রোগব্যাধি।

প্রদাহ কমায় : শরীরের বিভিন্ন রকম প্রদাহ কমানোর ক্ষমতা রয়েছে এই মশলায়। কোনও টিস্যুর ক্ষতি হলে বা শরীরে কোথাও আঘাত পেলে, রক্ত জমাট বাঁধলে লাভ হতে পারে দারচিনি-চা খেলে।

হৃদ্রোগের আশঙ্কা কমায়: ট্রাইগ্লিসারাইড বা খারাপ কোলেস্টেরলের পরিমাণ কমে দারচিনিতে। উচ্চ রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে রাখতেও সাহায্য করে এই মশলা। সব মিলিয়ে হৃদ্যন্ত্র ভাল রাখতে দারচিনির চা নিয়মিত খেতে পারেন। পেটের সমস্যা থেকে রেহাই: অনেকেই আছেন যাঁরা সারা বছরই পেটের সমস্যায় ভোগেন। কোষ্ঠকাঠিন্য হোক কিংবা গ্যাস, বদহজম পেটের সব সমস্যা থেকে রেহাই পেতেও দারচিনি চা খেতে পারেন।

রোগপ্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ে: দারচিনিতে ভরপুর মাত্রায় অ্যান্টি-অক্সিড্যান্ট থাকে। রোজ নিয়ম করে এই চা খেলে শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ে। স্বাস্থ্যের পাশাপাশি উজ্জ্বল হবে আপনার ত্বকও। বর্ষায় মরসুমি সংক্রমণের হাত থেকে রেহাই পেতে নিয়ম করে দারচিনি চা খেতে পারেন।

দারচিনিতে ভরপুর মাত্রায় অ্যান্টি-অক্সিড্যান্ট থাকে। ছবি: শাটারস্টক। ওজন কমাতে সাহায্য করে: মেদ ঝরানোর চেষ্টা করছেন? রোজ সকালে আর বিকেলে এক চিমটে দারুচিনি গুঁড়ো মিশিয়ে চিনি ছাড়া লিকার চা খান। এই পানীয় শরীরের বিপাকহার বাড়াতে সাহায্য করে। ফলে ওজন থাকে নিয়ন্ত্রণে।

ডায়াবিটিস নিয়ন্ত্রণে রাখে: টাইপ টু ডায়াবিটিস থাকলে শরীরে ইনসুলিন হরমোনের ক্ষরণ কমে যায়। তাই বেড়ে যায় রক্তের শর্করার মাত্রা। দারচিনি চা ইনসুলিনের ক্ষরণ বাড়ায়। ঋতুস্রাবের সময়ে রেহাই: ঋতুস্রাবের সময় পেটের যন্ত্রণা, বমি বমি ভাব, মাথা ধরার মতো সমস্যা কমবেশি সব মহিলাকেই কাবু করে। এই সব সমস্যা থেকে রেহাই পেতে ওই পাঁচ দিন দারচিনি চায়ের উপর ভরসা রাখতে পারেন।

কিছু দিন আগের ঘটনা বেমালুম ভুলে যাচ্ছেন?

অফিসের সারা দিনের পরিশ্রমের পর প্রবল মাথাব্যথা হতেই পারে। অনেকের আবার মাইগ্রেনের কারণেও রোদে বেরোলেই মাথাব্যথা করে। কিন্তু মাথার যন্ত্রণার সঙ্গে যদি ভুলে যাওয়া কিংবা আচমকা ব্ল্যাক আউটের মতো উপসর্গ দেখা দেয়, তা হলে সতর্ক হতে হবে বইকি। এ সব উপসর্গ মস্তিষ্কের টিউমরের লক্ষণ হতেই পারে। ব্রেন টিউমর শব্দটি শুনলেই আতঙ্ক দানা বাঁধে মনে। অথচ প্রাথমিক পর্যায়ে ধরা পরলে চিকিতার সাহায্য নিয়ে ব্রেন টিউমরের কবল থেকে মুক্তি পাওয়া খুব কঠিন নয়। তবে টিউমর যদি ক্যানসার-যুক্ত হয়, তা হলে কিন্তু সেটা চিন্তার বিষয়। চিকিতকদের মতে, ঠিক সময় রোগ শনাক্ত করে অস্ত্রোপচারের মাধ্যমে মস্তিষ্কের টিউমর বাদ দিয়ে রোগীকে আবার স্বাভাবিক জীবন ফিরিয়ে দেওয়া যায়।

কী কী লক্ষণ দেখলে সতর্ক হওয়া প্রয়োজন?

১) ব্রেন টিউমরের অন্যতম উপসর্গ হল মাথায় তীব্র যন্ত্রণা। টিউমরের ক্ষেত্রে মাথা ব্যথার ধরনটা অন্য রকম হয়। এ ক্ষেত্রে সকালে ঘুম থেকে ওঠার পর মাথার যন্ত্রণা করে। মাথাব্যথার সঙ্গে সারা ক্ষণ বমি বমি ভাব হয়। ২) শরীরে জ্বর নেই, অথচ কাঁপুনি হচ্ছে মাঝে মাঝেই। আবার কিছু ক্ষণ পর আপনা থেকেই কমে যায়। ৩) সম্প্রতি ঘটে যাওয়া কোনও ঘটনার কথা বেমালুম ভুল যাওয়া ব্রেন টিউমরের লক্ষণ।

৪) রাতে ঠিক মতো ঘুমোনোর পরেও পরের দিন শরীরে ক্লান্তি থাকে, ঘুম পায়। যে কোনও কাজ করতে আলস্য আসে।

৪) মস্তিষ্কের কোথায় টিউমা হয়েছে, তার উপরেও উপসর্গগুলি নির্ভর করে। সেরিব্রামের টেম্পোরাল লোবে টিউমর হলে দেখতে অসুবিধে হয়।

৫) হাত পা নাড়াচাড়া করতে সমস্যা হয়। হাঁটাচলার সময় ভারসাম্য বজায় থাকে না। হাত দিয়ে কোনও জিনিস শক্ত করে ধরতে সমস্যা হয়। হাতের জোর কমে যায়। ৬) ভাবনা আর কথা বলার মধ্যে সামঞ্জস্য খুঁজে পাওয়া যায় না।

৭) অনেকের ঢোক গিলতে কিংবা খাবার খেতেও অসুবিধা হয়। গন্ধের বোধ চলে যায় কারও কারও। স্বাস্থ্যকর জীবনযাপন, পুষ্টিকর খাদ্যাভাস ও নিয়মিত শরীরচর্চা করে ব্রেন টিউমর ঠেকানো যায়। দিন দিন আমরা অতিরিক্ত ইলেকট্রনিক গ্যাজেটনির্ভর হয়ে পড়ছি। এই অভ্যাস থেকে যতটা সম্ভব নিজেকে গুটিয়ে রাখুন। রেডিয়েশনের ব্যাপারেও সতর্ক থাকতে হবে। উপরের উপসর্গগুলি দেখা দিলে হলে অবশ্যই বিশেষজ্ঞ চিকিতকের পরামর্শ নিতে হবে।

প্রসাধনী নয়, জোর দিন স্বাস্থ্যকর ডায়েটে

নায়িকাদের মতো ত্বকের জেল্লা চান অনেকেই। তবে চাইলেও তা পাওয়া সহজ নয়। কারণ, ত্বকের ঔজ্জ্বল্য ধরে রাখতে নায়িকারা অনেক কিছুই করে থাকেন। বিভিন্ন সাক্ষাতারে নিজের রূপরুটিনের কথাও বলেন অনেকে। কী ধরনের প্রসাধনী ব্যবহার করেন সে বিষয়েও অনুরাগীদের জানান। তা জেনে নিয়ে অনেকেই সেই ধরনের প্রসাধনী ব্যবহার করার কথা ভাবেন। অনেকেই প্রিয় নায়িকার মতো রূপরুটিন মেনে চলেন। ত্বকের যত্নে নায়িকারা যে শুধু প্রসাধন সামগ্রী ব্যবহার করেন, তা কিন্তু নয়। আলিয়া, দীপিকা, করিনা, কৃতি, কিয়ারা সকলেরই ত্বকের যত্ন এসে মিলে যায় স্বাস্থ্যকর ডায়েটে। প্রসাধনী ব্যবহার করলে ত্বক বাহ্যিক ভাবে সুন্দর হয়। আর সেই সৌন্দর্যের স্থায়িত্ব সাময়িক। সে কারণে ত্বকের যত্ন নেওয়া প্রয়োজন ভিতর থেকে। জোর দিতে হবে ডায়েটেও। কী ধরনের খাদ্যাভ্যাস মেনে চললে আলাদা করে প্রসাধনী ব্যবহার না করলেও চলবে?

প্রোটিনে সমৃদ্ধ খাবার-শুধু শরীর চাঙ্গা রাখতেই নয়, প্রোটিন ত্বকচর্চাতেও সমান গুরুত্বপূর্ণ। প্রোটিনে সমৃদ্ধ খাবার যেমন মাংস, ডিম, বিভিন্ন ধরনের বাদাম, টফু, কটেজ চিজ, মাছ, দুধ শরীরে খেলে অ্যামাইনো অ্যাসিডের মাত্রা বাড়ে। ফলে কোলাজেন উতাদনের হারও বেড়ে যায়। কোলাজেন ত্বক ভিতর থেকে টানটান রাখে।

ভিটামিন সি ত্বকের যত্নে এই ভিটামিনেরও যথেষ্ট ভূমিকা আছে। ত্বক ও চুলের পরিচর্যার ক্ষেত্রে এই অ্যান্টি-অক্সিড্যান্টটির জুড়ি মেলা ভার। তাই ত্বকের জেল্লা ধরে রাখতে পেঁপে, টম্যাটো, কাঁচা লঙ্কা, লাল ও হলুদ বেলপেপারের মতো খাবার নিয়ম করে খেতে হবে। জিঙ্ক- ত্বকের দেখাশোনায় জিঙ্কেরও প্রয়োজন আছে। চামড়া টানটান রাখে। জেল্লা আনে ত্বকে। রোজের খাদ্যতালিকায় কুমড়োর বীজ, কাজুবাদাম, দুগ্ধজাত খাবার রাখলেই শরীরে জিঙ্কের পরিমাণ বাড়বে। ত্বকও হবে মসৃণ।

ম্যাঙ্গানিজ রূপচর্চায় ম্যাঙ্গানিজের ভূমিকা অনবদ্য। বিভিন্ন ধরনের গোটা শস্য, বাদাম, ব্রাউন রাইস, সবুজ শাকসব্জিতে এই উপাদান ভরপুর মাত্রায় থাকে। তাই খাদ্যতালিকায় এই খাবারগুলি রাখতেই হবে। সব চিকিতা পদ্ধতিতেই কমবেশি পার্শপ্রতিক্রিয়া থাকে। ডা. মণীশ সাহালিয়ার মতে, তাই অহেতুক ভয় না পেয়ে কেবল সতর্ক হওয়া প্রয়োজন। দেশে ক্রমশ জনপ্রিয় হয়ে উঠছে ভ্রু প্রতিস্থাপন চিকিতা। পুরুষ-নারী নির্বিশেষে যে কোনও প্রাপ্তবয়স্ক মানুষই ভ্রু প্রতিস্থাপন করাতে পারেন।

গ্যাসের ওষুধ খাচ্ছেন? কোন রোগের ঝুঁকি বাড়ছে জানেন?

নিত্যদিন গ্যাসের ওষুধ খান তাহলে আপনার শরীরে প্রাণঘাতি রোগের ঝুঁকি বাড়ছে এমনই জানাচ্ছেন চিকিৎসকেরা। বর্তমান সময়ে দাঁড়িয়ে অধিকাংশ মানুষেরই গ্যাস অম্বলের সমস্যা রয়েছে। যদিও সেগুলি আমাদের বিভিন্ন রকম খাদ্যাভাসের জন্যই হয়ে থাকে। বমি বমি ভাব চেঁয়া ঢেকুর বুক জ্বালার মত সমস্যা হলেই অল্পেতেই আমরা গ্যাসের ওষুধ খেয়ে নি। তবে সাম্প্রতিক একটি গবেষণায় জানা গিয়েছে এই গ্যাসের ওষুধ খাওয়ার ফলে মানুষের মধ্যে ডিমেশিয়ার ঝুঁকি বাড়ছে। অত্যধিক পরিমাণে গ্যাসের ওষুধ যারা খান তাদের ওষুধ এড়িয়ে চলার কথা বলছেন। এই বিষয়টির উপর একটি গবেষণাও করেছিলেন আমেরিকান একাডেমি অফ নিউরোলজির গবেষকরা। যেখানে ৪০ থেকে ৫০ বয়সী ৫০০০ ব্যক্তির উপরে গবেষণাটি চালানো হয়। প্রায় পাঁচ বছর ধরে যাদের প্রত্যেকেরই ছিল গ্যাসের সমস্যা। নিত্যদিন তাঁরা গ্যাসের ওষুধ খেয়ে থাকতেন এভাবেই দেখা গিয়েছে তাদের শরীরে ডিমনেশিয়ার লক্ষণ দেখা যাচ্ছে। তবে চিকিতক মহলের মধ্যেও রয়েছে দ্বিমত। অনেকেই বলছেন গ্যাস অম্বলের ওষুধ খেলেও ডিমনেশিয়া হচ্ছেন না এমন উদাহরণও রয়েছে। তবে কিডনিতে এর প্রভাব পড়ে বেশি ফলে যা অম্বলের ওষুধ স্বাস্থ্যের জন্য একেবারেই উচিত নয় বলেই মনে করছেন চিকিৎসকেরা।

রাত্রি বেলায় ভাত না রুটি? ঠিক কোনটা খাওয়া উচিত

কেউ বলবেন ভাত, তো কারও পছন্দের তালিকায় রয়েছে রুটি। ভাতের প্রতি অতিরিক্ত ভাললাগার কারণে বাঙালিদের "ভেতো" বলে একটা বদনাম আছে। তাই ডিনারেও তাদের পছন্দ গরম গরম ভাত। কিন্তু যারা স্বাস্থ্য সচেতন, তারা রাতের মেনু বদলে নিয়েছেন। আজকাল ভাতের বদলে রুটিতেই ভরসা রাখছেন অনেকে। কিন্তু বিশেষজ্ঞরা বলছেন, রাতে ভাত-রুটি কোনওটাই নয়। খেলেও খুব কম পরিমাণে খাওয়া ভাল। কারণ, সমস্যা কার্বোহাইড্রেটে।

রাতে ভাত বেশি কেন নয়?

বিশেষজ্ঞরা বলছেন, এক প্লেট ভাতে (অর্থাত প্রায় ৮০ গ্রাম) প্রায় ২৭২ ক্যালোরি থাকে। সন্ধের পর কার্বোহাইড্রেট এড়িয়ে চলাই উচিত। বিশেষ করে হাই সুগার, ডায়াবেটিস, ওবেসিটির সমস্যা থাকলে তো নয়ই। ঘুমনোর আগে কার্বোহাইড্রেট শরীরে গেলে গ্রোথ হরমোন এবং টেস্টোস্টেরন নেতিবাচক প্রভাব ফেলবে। রাতে

খুব বেশি ভাত খেলে ডায়াবেটিস, ওবেসিটির মতো ক্রনিক রোগের ঝুঁকি বাড়ে। ভাতে ফাইবারও কম থাকে। ফলে, হজমেরও সমস্যা হতে পারে।

রাতে বেশি রুটির ক্ষেত্রে সমস্যা কোথায়? আটা বা ময়দা, যে কোনও ধরনের রুটিতেই কার্বোহাইড্রেট থাকে। ২০ থেকে ২৫ গ্রাম আটায় তৈরি একটা রুটিতে থাকে প্রায় ৭০ ক্যালোরি। এ বার পাতে ক'টা রুটি খাচ্ছেন, সেই মতো হিসেব করে নিন কতটা ক্যালোরি শরীরে যাচ্ছে। এক টুকরো রটিতে ১৫ গ্রাম কার্বোহাইড্রেট থাকে। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, দৈনিক পুষ্টির মাত্র ৪৫ থেকে ৬৫ শতাংশ কার্বোহাইড্রেট থেকে নেওয়া উচিত।

কোভিড-সংক্রমণ পৌঁছল ৩৮-এ; ২৪ ঘন্টায় ভারতে সুস্থ ৫৬ জন, নতুন করে মৃত্যু হয়নি

নয়াদিল্লি, ১২ আগস্ট (হি.স.): ভারতে করোনার দৈনিক সংক্রমণ আরও তলানিতে পৌঁছে গিয়েছে, বিগত ২৪ ঘন্টায় দেশে নতুন করে কোভিডে আক্রান্ত হয়েছেন ৩৮ জন।

শুক্রবার সারাদিনে ভারতে করোনায় কারও মৃত্যু হয়নি, এই সময়ে সুস্থ হয়েছেন ৫৬ জন। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রক জানিয়েছে, ভারতে সক্রিয় করোনা-রোগীর সংখ্যা এই মুহূর্তে ১,৪৮৭ এবং মৃত্যুর সংখ্যা ৫,৩১, ৯২০।

কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রকের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, শনিবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে মোট সুস্থ হয়েছেন ৪,৪৪,৬২,৮২৯ জন করোনা-রোগী, শতাংশের নিরিখে ৯৮.৮১ শতাংশ। ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অফ মেডিক্যাল রিসার্চ (আইসিএমআর) জানিয়েছে, ১১ আগস্ট সারা দিনে ভারতে ৩১, ৫৫২ জনের শরীর থেকে নমুনা সংগ্রহ করে করোনা-স্যাম্পেল টেস্ট করা হয়েছে। টিকা প্রাপকের সংখ্যা বেড়ে ২২০,৬৭,৫৭, ৫৭০-তে পৌঁছেছে।

সৌরভের বাবা-মা ছেলের অপরাধের কথা বিশ্বাস করতে নারাজ

কলকাতা, ১২ আগস্ট (হি. স.) : যাদবপুরে ছাত্রমৃত্যুর ব্যাপারে ধৃত, অভিযুক্ত সৌরভের বাবা শনিবার এলেন কলকাতায়। সৌরভের বাবা-মা প্রাথমিকভাবে তাঁদের ছেলের অপরাধের কথা বিশ্বাস করতে নারাজ। এই গ্রেফতারিতে হতবাক যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তনী সৌরভ চৌধুরীর পরিবার এবং পরিচিতরা।

ছেলের গ্রেফতারির খবর পেয়ে শনিবার ভোরে কলকাতার উদ্দেশে রওনা দেন সৌরভের বাবা। তিনি জানান, ‘‘ছেলে অন্যের উপকারে সবসময় ঝাঁপিয়ে পড়ত। স্বপ্নদীপেরও পাশে দাঁড়ায় সে। কাউকে খুন করতে পারে ও ভাবতেই পারি না। ও নির্দোষ। সত্যি যদি কোনও দোষ থাকে তবে শাস্তি হোক।’’

ছেলের গ্রেফতারির খবর পাওয়ার পর থেকে কান্নায় ভেঙে পড়েছেন সৌরভের মা। মেধাবী সৌরভ কাউকে খুন করতে পারেন, তা মানতেই নারাজ তাঁর মা। স্বপ্নদীপ কুণ্ডু বাবা-মা তাঁর ছেলেকে ফাঁসিয়েছে বলেই মত তাঁর। কৃষক পরিবারে আয় সামান্য। ভাঙাচোরা টালির বাড়ি। তা সত্ত্বেও ছেলেকে প্রতিষ্ঠিত করার আশায় কলকাতায় পাঠিয়েছিলেন বাবা-মা। ছেলে এমএসসি পাশও করেছেন। সেই ছেলেই কিনা ধরা পড়েছেন পুলিশের জালে।

পশ্চিম মেদিনীপুরের চন্দ্রকোণার খারুষা গ্রামে আদি বাড়ি সৌরভ চৌধুরীর। তাঁর বাবা নিরুপ চৌধুরী পেশায় কৃষক। মা গৃহবধূ। বাবা-মায়ের একমাত্র সন্তান তিনি। তাঁদের দাবি, ছোট থেকেই স্বভাবে শান্ত। অত্যন্ত মেধাবী সৌরভ। টেনপুর হাইস্কুল থেকে উচ্চমাধ্যমিক পাশ করে। উচ্চশিক্ষার আশায় কলকাতায় চলে আসেন। গত বছর যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অঙ্কে এমএসসি পাশ করেন। ডব্লুবিসিএস পরীক্ষা দেওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন।

নিজের সার্ভিস রিভলবার দিয়ে গুলি করে আত্মহত্যা সিআরপিএফ জওয়ানের

পুলওয়ামা, ১২ আগস্ট(হি.স) : নিজের সার্ভিস রিভলবার দিয়ে আত্মহত্যা করলেন এক পুলিশ কনস্টেবল। ঘটনাটি ঘটেছে, পুলওয়ামা জেলার অবন্তিপোড়া এলাকায়। পুলিশ সূত্রে এই তথ্য জানা গিয়েছে।

একজন পুলিশ আধিকারিক জানিয়েছেন, শুক্রবার গভীর রাতে একজন সিআরপিএফ জওয়ান নিজের সার্ভিস রিভলবার দিয়ে নিজেকে গুলি করেন। তিনি সেল অবন্তিপোড়ায় কর্মরত ছিলেন বলে পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে। তিনি সেন্ট্রাল রিজার্ভ পুলিশ কনস্টেবল ছিলেন।

পুলিশ আধিকারিক সূত্রে আরও জানা গিয়েছে, কনস্টেবল-এর দেহ ময়নাতদন্তের জন্য হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। পুলিশ বিষয়টির তদন্ত শুরু করেছে।

দুই বৃদ্ধার রহস্যমৃত্যুকে কেন্দ্র করে ধূপগুড়িতে তীব্র চাঞ্চল্য

জলপাইগুড়ি, ১২ আগস্ট (হি. স.) : শনিবার সাতসকালে পরপর দুই বৃদ্ধার রহস্যমৃত্যুকে কেন্দ্র করে জলপাইগুড়ির ধূপগুড়িতে তীব্র চাঞ্চল্য দেখা দেয়।

দু’জনেই বৃদ্ধা। একজনের বস্তাবন্দি। আরেকজনের গলার নলি কাটা অবস্থায় উদ্ধার হল দেহ। ধূপগুড়ি পুরসভার পাঁচ নম্বর ওয়ার্ডের কলোনি পাড়ায় বস্তাবন্দি অবস্থায় উদ্ধার হয় পুষ্প গায়েনের দেহ। শনিবার সকালে বাড়ির কাছে নর্দমার পাশে তাঁর দেহ পড়ে থাকতে দেখেন প্রতিবেশীরা। স্থানীয়রাই বৃদ্ধার মেয়েকে খবর দেন। পরে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে দেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তে পাঠায়। বছর তিয়াত্তরের ওই বৃদ্ধার মেয়ে গৌরী সরকারের দাবি, তাঁর মায়ের পরে থাকা গয়নাগাটির লোভেই তাঁকে খুন করা হয়েছে।

অন্যদিকে, শান্তি রায় নামে আরও এক বৃদ্ধার দেহ উদ্ধার হয়। সাকোয়াঝোড়ার মল্লিকশোভা এলাকার বাসিন্দা তিনি।

বাড়ির পাশে চা বাগানের নর্দমা থেকে তাঁর দেহ উদ্ধার করা হয়। গলার নলি কাটা ছিল ওই বৃদ্ধার। খুন নাকি অন্য কিছু, তা খতিয়ে দেখছে ধূপগুড়ি থানার পুলিশ। একের পর এক হত্যা কাণ্ডের ঘটনায় স্বাভাবিকভাবেই তীব্র হইচই। কেন দুই বৃদ্ধা দুষ্কৃতীদের টার্গেট হলেন, তা তদন্ত করছে পুলিশ।

উত্তরাখণ্ড ভূমিধস : গৌরীকুণ্ডে উদ্ধার ৭টি দেহ, তল্লাশি অভিযান জারি

রুদ্রপ্রয়াগ, ১২ আগস্ট (হি.স.): উত্তরাখণ্ডের রুদ্রপ্রয়াগ জেলার গৌরীকুণ্ডে ভূমিধস কবলিত এলাকা থেকে আরও দু’’টি দেহ উদ্ধার করল প্রশাসন। সবমিলিয়ে মোট দেহ উদ্ধারের সংখ্যা বেড়ে হল ৭। প্রবল বৃষ্টির জেরে গত ৩-৪ আগস্টের মধ্যবর্তী রাতে রুদ্রপ্রয়াগ জেলার গৌরীকুণ্ডে ভূমিধসের ঘটনা ঘটে। তলিয়ে যায় তিনটি দোকান, যে দোকানগুলি মন্দাকিনী নদী থেকে মাত্র ৫০ মিটার ওপরেই ছিল। পরবর্তী দিনই উদ্ধার হয়েছিল ৫টি দেহ, আর শনিবার উদ্ধার হয়েছে আরও দু’’টি দেহ। উদ্ধারকাজ এখনও জারি রয়েছে বলে জানিয়েছে পুলিশ ও প্রশাসন।

অন্যদিকে, শনিবার সকালে রুদ্রপ্রয়াগ জেলাতেই রাস্তা থেকে ধ্বংসাবশেষ সরানোর সময়, ধ্বংসাবশেষের নীচে একটি গাড়ি খুব খারাপভাবে ক্ষতিগ্রস্ত অবস্থায় পাওয়া যায়। সেখানে পাঁচটি দেহ উদ্ধার হয়েছে। রুদ্রপ্রয়াগ জেলার চৌকি ফাটার অন্তর্গত তারসালির ঘটনা। মৃতদের মধ্যে একজন গুজরাটের বাসিন্দা। তাঁরা কেদারনাথ যাচ্ছিলেন, সেই সময় গত বৃস্পতিবার সন্ধ্যায় মর্মান্তিক ঘটনাটি ঘটে।

পাটনায় বিপদ সীমার উপর দিয়ে বইছে গঙ্গানদী

পাটনা, ১২ আগস্ট(হি.স) : বিহারের অনেক জেলায় অবিরাম বৃষ্টিতে নদীতে জলস্তর ক্রমাগত বাড়ছে। পাটনার হাতিদহে গঙ্গার জলস্তর বিপদসীমা অতিক্রম করেছে। কিষাণগঞ্জ ও কাটিহারে মহানন্দা নদীর জলস্তর ক্রমাগত বাড়ছে বলেও জানা গিয়েছে। সুপল, দরভাঙ্গা ও মুজাফফরপুরের নিম্নাঞ্চল বন্যার কবলে পড়েছে। নদীর আশপাশের গ্রাম প্লাবিত হয়েছে।

আবহাওয়া দফতর সূত্রে জানা গিয়েছে, দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমি বায়ুর প্রভাবে ১৪ আগস্ট পর্যন্ত বিহারে বৃষ্টিপাত চলবে। পাটনার হাতিদহে গঙ্গার জলস্তর বিপদসীমা অতিক্রম করেছে। গান্ধী ঘাটের জলস্তরও বিপদসীমার কাছাকাছি পৌঁছেছে। হাথিদহে জলস্তর ৪২ মিটারে পৌঁছেছে। এখানে বিপদ চিহ্ন ৪১.৭৬ মিটার। ভাগলপুরের কাহালগাঁওতেও গঙ্গার জলস্তর বিপদসীমা অতিক্রম করেছে। নেপাল ও বিহারে বৃষ্টির জেরে সুপলে কোশি নদীর জল বেড়ে

গেছে। তিনটি মহকুমার ছটি ব্লকের তিন ডজনেরও বেশি গ্রামে বন্যার জল প্রবেশ করেছে। রাস্তাঘাট, মাঠ ও বাড়িতে বন্যার জল ঢুকে পড়েছে। প্রশাসনের তরফ থেকে সতর্কতা অবলম্বন করা হয়েছে। স্থানীয়দের নিরাপদ স্থানে সরিয়ে নেওয়ার কাজ চলছে। কাটিহারে মহানন্দা নদীর জলস্তর ওঠানামার জন্য লক্ষনপুর পঞ্চায়েতের বেলগাছি গ্রামে ভাঙন অব্যাহত রয়েছে। দারভাঙ্গাতেও গত তিনদিনের বৃষ্টিতে কমলা নদীর জলস্তর বেড়েছে।

মুজাফফরপুরের বাগমতি নদীতে জোয়ারের ফলে জলস্তর বেড়ে আওরাই ও কাটরা ব্লকের অনেক নিচু এলাকায় জল ঢুকেছে। বাগমতি নদীর জল বেড়ে বন্যার পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে। জেলা প্রশাসন এই বিষয়ে সতর্কতা জারি করেছে। বাকুচি বিদ্যুৎ কেন্দ্রে জল ঢুকে বেশ কয়েকটি গ্রামে বিদ্যুৎ সরবরাহ বিঘ্নিত হয়েছে। প্রশাসনের তরফ থেকে সবরকমের সতর্কতা নেওয়া হয়েছে।

যাদবপুর, এই ঘটনা বহুকাল ধরে চলে আসছে ক্যাম্পাসে

কলকাতা, ১২ আগস্ট (হি. স.) : স্বপ্নদ্বীপ কুণ্ডুর খুনের ঘটনায় শুক্রবারের পর শনিবারও যাদবপুর থানায় বিশ্ববিদ্যালয়ের বেশ কয়েকজন আধিকারিককে ডেকে পাঠানো হয়।

তদন্তকারীদের দাবি, এই ঘটনা বহুকাল ধরে চলে আসছে ক্যাম্পাসের ভিতরে। আর এতে মদত রয়েছে খোদ হস্টেলের বিভিন্ন আধিকারিকদেরও।

শুক্রবার রাত আটটা নাগাদ যাদবপুর থানার পুলিশ সৌরভ চৌধুরীকে গ্রেফতার করে। এরপর প্রায় রাত তিনটে পর্যন্ত তার জেরা চলে। শনিবারও একতরফা যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের বেশ কয়েকজন কর্তৃপক্ষকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়।

সূত্র খবর, ছাত্রাবাসের সামনে চায়ের দোকানে স্বপ্নদীপের বাবা রামপ্রসাদ কুণ্ডুর সঙ্গে সৌরভের পরিচয়। কয়েক মিনিটের আলাপেই নদিয়ার বগুলার ছেলে স্বপ্নদীপকে যাদবপুরের মেন হস্টেলে রাখতে রাজি হয়ে যান যাদবপুরের ওই প্রাক্তনী তথা হস্টেলের ‘দাদা’ বলে পরিচিত সৌরভ চৌধুরী। এমনকী, হস্টেলের একটি ঘরে যে একজন প্রথম বর্ষের ছাত্র এসে থাকছেন, সেই তথ্য আদৌ কর্তৃপক্ষ জানত না বলে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় তথা হস্টেলের পক্ষ থেকে পুলিশকে জানানো হয়েছে।

যাদবপুরের হস্টেলের তিনতলা থেকে লাফ দিয়ে মৃত স্বপ্নদীপ কুণ্ডুকে ‘খুনে’র অভিযোগে পুলিশ পশ্চিম মেদিনীপুরের চন্দ্রকোণা রোডের বাসিন্দা সৌরভ চৌধুরীকে যাদবপুর থানায় ডেকে জেরার পর গ্রেফতার করে পুলিশ।

রবিবার হস্টেলে যাওয়ার পরই ছেলে বাবাকে জানান, তিনি খুব চাপে রয়েছেন। বুধবার রাত ন’টা নাগাদ ছেলে বলেন, তাঁর খুব ভয় করছে। তাঁকে হস্টেল থেকে এখনই নিয়ে যেতে। মাকে বলেন, অনেক কথা আছে।

রাত সাড়ে এগারোটা নাগাদ মাকে ফোন করে অন্য এক ছাত্র জানান, স্বপ্নদীপ উপর থেকে পড়ে গিয়েছেন। রামপ্রসাদ কুণ্ডু অভিযোগপত্রে লেখেন, “আমার দৃঢ় বিশ্বাস সৌরভের নেতৃত্বে হস্টেলের অন্যান্য ছেলেরা আমার বড় ছেলের উপর অত্যাচার করে হস্টেলের উপর থেকে নিচে ফেলে মেরে দেয়। আমি ওদের বিরুদ্ধে আইনত কঠোর ব্যবস্থা চাই।”

এরপর সৌরভকে জেরা করলে তাঁর বক্তব্যে বেশ কিছু অসংগতি উঠে আসে। তাই তাঁকে প্রথমে আটক, পরে গ্রেফতার করা হয়। পুলিশ জেনেছে, চায়ের দোকানেই সৌরভ রামপ্রসাদকে বলেন, হাজার টাকা দিলেই ছেলে থাকতে পারবেন হস্টেলে। অথচ ছাত্রাবাসের সুপার তপন জানা পুলিশকে জানান, স্বপ্নদীপের নাম হস্টেলের রেজিস্ট্রার খাতা বা আবাসিকদের তালিকায় নেই। ওই ছাত্রের হস্টেলে থাকার ব্যাপারে তাঁরা কেউ জানেন না।

গড়িয়াবন্দ : গাড়ি উল্টে নিহত দুইজন, আহত ২

গড়িয়াবন্দ, ১২ আগস্ট (হি.স.) : ছত্তিশগড়ের ছুড়ায় শুক্রবার গভীর রাতে গাড়ি উল্টে দুইজনের মৃত্যু হয়েছে। দুর্ঘটনায় আরও দুই আরোহী গুরুতর আহত হন। খবর পেয়ে পুলিশ গুরুতর আহত দুজনকেই হাসপাতালে নিয়ে যায়, সেখানে তাদের চিকিৎসা চলছে। মৃতদেহগুলি ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে।

জানা গেছে, চার বন্ধু একটি গাড়িতে করে বিলাসপুর থেকে বাগবাহরা হয়ে ফেরার পথে চড়োদা তালাবের কাছে গাছের সঙ্গে ধাক্কা লেগে উল্টে যায় গাড়িটি। গাড়ির মধ্যে থাকা দুইজন ঘটনাস্থলেই মারা যায়। বাকি দুই যুবক গুরুতর আহত হয়। গ্রামবাসীরা ঘটনাটি পুলিশকে জানায়। পরে পুলিশ এসে আহতদের ছুড়া হাসপাতালে নিয়ে যায়। ছুড়ায় নিহতদের ময়নাতদন্ত করা হচ্ছে। তারা বিলাসপুর এলাকার বাসিন্দা বলে জানা গেছে।

নতুন ভোরের সূচনা হয়েছে, দাবি শুভেন্দুর

কলকাতা, ১২ আগস্ট (হি. স.) : এমনিতেই আগস্ট মাস বিপ্লবের মাস। তার ওপর যখন মেদিনীপুরের নাম আসে তাহলে তো সোনায় সোহাগা। নতুন ভোরের সূচনা হয়েছে। টুইটারে লিখলেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী।

তিনি লিখেছেন, “পূর্ব মেদিনীপুর হল পরিবর্তনের পীঠস্থান। ১৯৪২ সালের ১৭ ডিসেম্বর তাম্রলিপ্ত জাতীয় সরকার থেকে ২০২১ সালে নন্দীগ্রাম বিধানসভার ফলাফল সবেতেই মেদিনীপুর পথ দেখিয়েছে।

পূর্ব মেদিনীপুরের জনগণ যশস্বী প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী জীর উন্নয়ন ও সুশাসনের রথে চেপেছে। এই রথ সঠিক পথেই এগোবে। পূর্ব মেদিনীপুর জেলায় মোট ৬৫টি গ্রাম পঞ্চায়েতে সরাসরি ভারতীয় জনতা পার্টির প্রধান ও উপপ্রধান নির্বাচিত হয়েছে।

বাকি ১৪টি পঞ্চায়েতে আমাদের সম মনোভাবাপন্ন মেম্বারদের সমর্থনে বোর্ড গঠিত হয়েছে। সকল পূর্ব মেদিনীপুরের জনগণের কাছে আমি কৃতজ্ঞ। ত্রিস্তরীয় পঞ্চায়েতে নবনির্বাচিত সকল সদস্য, সদস্যা, ভারতীয় জনতা পার্টির সকল কর্মী, সমর্থক, কার্য্যকর্তা ও নেতৃত্বদের গৈরিক অভিনন্দন জানাই।“

প্রধানমন্ত্রী দেশবাসীকে ১৩ থেকে ১৫ আগস্ট পতাকা উত্তোলনের আহ্বান জানিয়েছেন

নয়াদিল্লি, ১২ আগস্ট (হি.স) : প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ১৩ থেকে ১৫ আগস্টের মধ্যে দেশের নাগরিকদের জাতীয় পতাকা উত্তোলনের আহ্বান জানিয়েছেন। প্রধানমন্ত্রী ট্যুইট করে দেশের নাগরিকদের এই আহ্বান জানিয়েছেন। তিনি বলেন, ”হর ঘর তিরঙ্গা” অভিযান স্বাধীনতার অমৃত মহোৎসবে নতুন শক্তির সঞ্চার করেছে।

প্রধানমন্ত্রী মোদী বলেন, দেশবাসীকে এবছর এই অভিযানকে এক নতুন উচ্চতায় নিয়ে যেতে হবে। ১৩ থেকে ১৫ আগস্টের মধ্যে দেশের গৌরব ও গৌরবের প্রতীক জাতীয় পতাকা উত্তোলন করুন। শুধু তাই নয়, প্রধানমন্ত্রী দেশবাসীকে [illegible] এই ওয়েবসাইটে পতাকার সঙ্গে সেলফি আপলোড করারও আহ্বানও জানিয়েছেন।

ইমরানকে সরাতে তারবার্তার তথ্য সত্য হলে এটি ‘অপরাধ’: শাহবাজ শরিফ

ইসলামাবাদ, ১২ আগস্ট (হি.স.) : পাকিস্তানের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ইমরান খানের সরকারকে ক্ষমতা থেকে সরাতে আমেরিকা ষড়যন্ত্র করেছিল বলে অভিযোগ উঠেছে। ফাঁস হওয়া একটি কূটনৈতিক তারবার্তায় বিষয়টি জানা যায়। এ প্রসঙ্গে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী শাহবাজ শরিফ বলেছেন, কথিত ওই তারবার্তা সত্যি হলে তা হবে ‘গর্হিত অপরাধ’।

ফাঁস হওয়া এই তারবার্তা নিয়েসদ্য প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী শাহবাজ শরিফ বলেন, যদি এটি হয়ে থাকে তা হবে বড় ধরণের অন্যায়। শাহবাজ বলেন, তারবার্তা ফাঁস নিয়ে জাতীয় নিরাপত্তা কমিটির দুটি বৈঠক হয়েছে। বৈঠকে প্রাক্তন রাষ্ট্রদূত ও পররাষ্ট্রসচিব আসাদ মজিদ জানিয়েছেন ডোনাল্ড লুর সঙ্গে বৈঠকে কোন ষড়যন্ত্র কোনও হয়নি।

তিনি আরও বলেন, ইমরান বলেছিলেন রাশিয়ার সঙ্গে তাঁর সরকারের সম্পর্ক ভালো হচ্ছিল। এ কারণে তাঁকে ক্ষমতাচ্যুত করা হয়েছে। আমারা রাশিয়া থেকে সস্তায় তেল কিনছি। যদি এই সরকার মার্কিন ষড়যন্ত্ররে কারণে ক্ষমতায় এসে থাকে, তাহলে এটি আমাদের জন্য লজ্জার।

ওয়াশিংটনে নিযুক্ত পাকিস্তানের তৎকালীন রাষ্ট্রদূত আসাদ মজিদ সেই তারবার্তা গত বছর ইসলামাবাদে পাঠান এতে আসাদ মজিদের সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রের দক্ষিণ ও মধ্য এশিয়াবিষয়ক ব্যুরোর সহকারী পররাষ্ট্রমন্ত্রী ডোনাল্ড লুসহ মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তরের কর্মকর্তাদের একটি বৈঠকের বিবরণ রয়েছে। তারবার্তায় ইউক্রেন যুদ্ধের বিষয়ে ইমরান খানের অবস্থান নিয়ে যুক্তরাষ্ট্রের অসন্তুষ্টি প্রকাশ পায়।

পাকিস্তানি সামরিক বাহিনীর একটি সূত্র ইন্টারসেপ্টকে নথিটি সরবরাহ করেছে বলে তারা জানিয়েছিল।পাকিস্তানি ক্যাবলে লু-এর উদ্ধৃতি সম্পর্কে জানতে চাওয়া হলে, এর সত্যতা নিয়ে মন্তব্য না করলেও মার্কিন বিদেশ দফতরের মুখপাত্র ম্যাথু মিলার বলেছিলেন, এই কথিত নথিতে এমন কিছুই নেই যা প্রমাণ করে আমেরিকা পাকিস্তানে নেতা নির্বাচন বিষয়ে কোনো অবস্থান নিয়েছে।

লুপ্ত হচ্ছে কর্মীযুক্ত লেভেল ক্রসিং, রোড ওভার ব্রিজ ও রোড আন্ডার ব্রিজে রূপান্তরের পদক্ষেপ ভারতীয় রেলওয়ের

গুয়াহাটি, ১২ আগস্ট (হি.স.) : কর্মীযুক্ত লেভেল ক্রসিং গেট লুপ্ত করতে রোড ওভার ব্রিজ (আরওবি), রোড আন্ডার ব্রিজ (আরইউবি) নির্মাণ করছে ভারতীয় রেলওয়ে। সবগুলি জোনে আরওবি এবং আরইউবি ধারাবাহিক প্রক্রিয়ায় চলবে। ট্রেন পরিচালনা, ট্রেন চলাচলে সুরক্ষার ক্ষেত্রে, ট্রেনের গতিশীলতা পথচারীদের উপর এর প্রভাব ইত্যাদির ওপর ভিত্তি করে লেভেল ক্রসিং (এলসি) লুপ্ত করার পদক্ষেপ নিয়েছেন ভারতীয় রেলওয়ে কর্তৃপক্ষ। উত্তরপূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক সব্যসাচী দে এ খবর দিয়ে জানান, ২০১৪ থেকে ২০২৩-এর সময়সীমায় মোট ১,৬৫৪টি আরওবি ও ৯, ২১৩টি আরইউবি সম্পূর্ণ করা হয়েছে। সবগুলি জোনে এর জন্য ব্যয় করা হয়েছে ৩০, ৬০২ কোটি টাকা।

২০২৩ সালের ২৫ জুলাইয়ের রিপোর্ট অনুযায়ী সবগুলি জোনাল রেলওয়েতে মোট ১,৮৬৩টি আরওবি ও ২, ৪৯০টি আরইউবি অনুমোদন করা হয়েছে যা পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নের বিভিন্ন পর্য্যায়ে রয়েছে। ২০১৪-২০২৩ (৩১ মে ২০২৩ পর্যন্ত) সময়সীমায় উত্তরপূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের অধিক্ষেত্রের অধীনে বিভিন্ন রাজ্যে মোট ১১৯টি আরওবি ও ৫৩২টি আরইউবি নির্মাণ করা হয়েছে। যার ফলে ট্রেন চলাচলের সুরক্ষা অনেকাংশে বৃদ্ধি পেয়েছে, বলেন তিনি।

সব্যসাচী দে আরও জনান, ট্রেন পরিচালনার ক্ষেত্রে সুরক্ষা উন্নতীকরণ, গতিশীলতার বৃদ্ধি ও রোড ক্রসিঙের কাজগুলি ত্বরান্বিত করার জন্য ভারতীয় রেলওয়ে নতুন নীতি জারি করেছে। লেভেল ক্রসিং গেটগুলি লুপ্ত করা হলে রেল ও সড়কপথের সাথে জড়িত দুর্ঘটনাগুলি অনেকটাই হ্রাস হবে।

স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে প্রীতি ফুটবল ম্যাচ ১৫ই

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১২ আগস্ট।। ৭৭ তম স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে আগামী ১৫ আগস্ট বেলা তিনটায় ত্রিপুরা ভেটারেন ফুটবলার্স অ্যাসোসিয়েশনের উদ্যোগে এবং ত্রিপুরা ফুটবল এসোসিয়েশনের সহযোগিতায় এক প্রীতি ফুটবল ম্যাচ অনুষ্ঠিত হবে উমাকান্ত একাডেমি মিনি স্টেডিয়ামে। প্রাক্তন ফুটবল খেলোয়ারদের ত্রিপুরা ভেটারেন ফুটবলার্স অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক রঞ্জিত দেব (মো: ৯৪৩৬৫০৩২১৩)-এর সঙ্গে যোগাযোগ করার জন্য। উক্ত ম্যাচটি সাফল্যমন্ডিত করার জন্য ত্রিপুরা ফুটবল এসোসিয়েশনের তরফ থেকে সম্পাদক অমিত চৌধুরী সমস্ত ফুটবল প্রেমীদের আন্তরিকভাবে অনুরোধ জানিয়েছেন।

হাইলাকান্দিতে প্রশাসনের স্বাধীনতা দিবস পালনের কার্যসূচি

হাইলাকান্দি (অসম) ১২ আগস্ট (হি.স.): হাইলাকান্দির নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু স্টেডিয়ামে আগামী ১৫ আগস্ট সকাল ৯ টায় আনুষ্ঠানিকভাবে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করা হবে। আনুষ্ঠানিকভাবে জাতীয় পতাকা উত্তোলন পর বিভিন্ন বাহিনীর জওয়ানদের সমবেত কুচকাওয়াজ, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও পুরস্কার বিতরণের কার্যসূচী হয়েছে। এর আগে সকাল সাড়ে পাঁচটায় শহরের স্থায়ী মাইক যোগে দেশাত্মবোধক সংগীত প্রচারের মধ্য দিয়ে দিনব্যাপী কার্যসূচির সূচনা করা হবে।
সকাল ৭টায় বেসরকারি গৃহে এবং সকাল সাড়ে ৭টায় সরকারি কার্যালয়, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যথাযোগ্য মর্যাদায় জাতীয় পতাকা উত্তোলন করা হবে। সকাল ৮টা ৪৫ মিনিটে শহরের শহীদ বেদীতে শহীদ দর্পণ অনুষ্ঠিত হবে। সকাল ১০ টা ১৫ মিনিটে শিশুদের মধ্যে চকলেট বিতরণ, ১০টা পঁয়তাল্লিশ মিনিটে কারাগারের কয়েদিদের মধ্যে এবং ১১টা ১৫ মিনিটে এস কে রায় সিভিল হাসপাতালে রোগীদের মধ্যে ফলমূল বিতরণ সকাল ১১:৩০ টায় শহরের রবীন্দ্রভবনে ই-মিডিয়া অ্যাসোসিয়েশন কর্তৃক শিশুদের মধ্যে দেশাত্মবোধক চলচ্চিত্র প্রদর্শন এবং বিকেল তিনটায় জেলা ক্রীড়া সংস্থার মাঠে জেলা প্রশাসন একাদশ ও জেলা ক্রীড়া সংস্থা একাদশের মধ্যে প্রীতি ফুটবল ম্যাচ থাকবে।
সূর্যাস্তের সময় জাতীয় পতাকা পূর্ণ মর্যাদা সহকারে অবনমিত করার কার্যসূচি রয়েছে। সন্ধ্যায় থাকবে সব সরকারি কার্যালয় ও সরকারি ভবন স্বদেশী উপকরণ দ্বারা আলোকিত করা। জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে আয়োজিত এইসব কর্মসূচিতে আপামর জনসাধারণকে অংশ নিতে আবেদন জানিয়েছেন জেলা আয়ুক্ত নিসর্গ হিভারে।

নেশাকারবারি

● প্রথম পাতার পর

চাওয়া হয়েছিল। কিন্তু কিছুতেই জালে ফেলা সম্ভব হয়ে ওঠেনি। শনিবার নেশাদ্রব্য সহ এক ব্যক্তিকে আটকের ঘটনায় কিছুটা হলেও স্বস্তি ফেলেছে দুর্গাপুরবাসী। মুখ্যমন্ত্রীর নেশা মুক্ত ত্রিপুরা গড়তে এই ধরনের অভিযান অব্যাহত থাকবে বলে এলাকাবাসীর পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে।

অ্যাওয়ার্ড প্রদান

● প্রথম পাতার পর

চক্রবর্তী, সম্পাদক সুপ্রভাত দেবনাথ, কোষাধ্যক্ষ উৎপল ভট্টাচার্য, সদস্য দীপঙ্কর দাশ প্রমুখ ওনার হাতে লাইফ টাইম এচিভমেন্ট অ্যাওয়ার্ড তুলে দেন। প্রসঙ্গক্রমে শ্রীসাহা রাজ্য ক্রীড়ার মানোন্নয়ন ও প্রসারে গঠনমূলক বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনার মাধ্যমে ক্রীড়া সাংবাদিক ক্লাবের ভূয়ষী প্রশংসা করেন। ক্লাবের পক্ষ থেকে ওনার সুস্থ জীবন এবং দীর্ঘায়ু কামনা করা হয়েছে।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **রিলিভার্স :** ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ (টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। **ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ (পি বি এক্স), **আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

ভারত-নেপাল সীমান্তে গ্রেফতার এক বাংলাদেশি

খড়িবাড়ি, ১২ আগস্ট (হি. স.) : শিলিগুড়ির খড়িবাড়ির ভারত-নেপাল সীমান্তে গ্রেফতার হল এক বাংলাদেশি যুবক। শনিবার দুপুরে ওই বাংলাদেশি যুবককে আটক করে এসএসবি। ধৃতের নাম মহম্মদ কাউছার বেপারী। বাংলাদেশের কুমিল্লার বাসিন্দা সে।
এদিন দুপুরে নেপালে প্রবেশের সময় ওই বাংলাদেশি যুবককে আটক করে এসএসবি। তল্লাশিতে ধৃতের কাছে বাংলাদেশের পার্সপোট ও নাগরিক পরিচয়পত্র উদ্ধার করে এসএসবি জওয়ানরা। এসএসবি সূত্রে খবর, বৈধ নথিপত্র ছাড়াই ভারত থেকে নেপালে প্রবেশের আগে এসএসবির জওয়ানদের সন্দেহ হওয়ায় বাংলাদেশি যুবককে আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়। তার কথাবার্তায় অসংগতি লক্ষ্য করা যায়। এরপর আটক যুবককে এদিন বিকেলে খড়িবাড়ি পুলিশের হাতে

নাগরাকাটায় জলঢাকা নদী থেকে উদ্ধার ব্যক্তির দেহ

নাগরাকাটা, ১২ আগস্ট (হি. স.) : জলপাইগুড়ির খয়েরবাড়ি লাগোয়া মডেল স্কুলের পশ্চিমে প্রবাহিত জলঢাকা নদী থেকে উদ্ধার হল এক ব্যক্তির দেহ। শনিবার দুপুরে নদীতে দেহটি ভাসতে দেখেন স্থানীয়রা। তাঁরা পুলিশকে খবর দেন। পরে দেহটিকে নদী থেকে উদ্ধার করা হয়। পুলিশ জানিয়েছে, মৃতের নাম সাউ সাঁওতাল। ষাটোর্দ্ধ ওই ব্যক্তির বাড়ি সুখানি বস্তি এলাকায়। প্রাথমিক তদন্তে পুলিশ জানতে পেরেছে, সাউ প্রতিদিনই নদী পেরিয়ে গোরু চড়াতে যেতেন। এদিনও গিয়েছিলেন। সেসময়ই কোনও কারণে তিনি নদীতে ভেসে যান বলে মনে করা হচ্ছে। সুখানি এলাকা থেকে ভাসতে ভাসতে দেহটি খয়েরবাড়িতে পৌঁছোলে সেখানকার বাসিন্দাদের নজরে আসে। তাঁরা পুলিশকে খবর দেন। পরে দেহটি নদী থেকে উদ্ধার করা হয়। নাগরাকাটা থানার পুলিশ জানিয়েছে, দেহটি ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হবে।

ধুবড়িতে উদ্ধার ১২টি চোরাই গরু, বাজেয়াপ্ত পিকআপ ভ্যান, আটক এক

ধুবড়ি (অসম), ১২ আগস্ট (হি.স.) : ধুবড়িতে পুলিশের অভিযানে উদ্ধার হয়েছে ১২টি চোরাই গরু। এর সঙ্গে বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে গরু পাচারে ব্যবহৃত বলেরো পিকআপ ভ্যান। আটক করা হয়েছে পিকআপ ভ্যানের চালককে।জানা গেছে, বালাজান এলাকায় ১৭ নম্বর জাতীয় সড়কে অভিযান চালিয়ে গোলকগঞ্জ থানার ট্রাফিক ইনচার্জ মণ্টু বৈশ্যের নেতৃত্বে পুলিশ ত্রিপাল দিয়ে ঢাকা ডব্লিউবি ৬৩ বি ৩৯৪৭ নম্বরের বলেরো পিকআপ ভ্যানকে গতিরোধ করতে সিগন্যাল দেয়। কিন্তু পিকআপ ভ্যানটি দ্রুতগতিতে গৌরীপুরের দিকে পালানোর চেষ্টা করে। তবে পুলিশের দল গাড়িটির পিছু ধাওয়া করে নান্দিনীপাড় এলাকায় গিয়ে তার গতিরোধ করে। পরে তালাশি চালিয়ে গাড়ি থেকে ত্রিপাল দিয়ে ঢাকা ১২টি গরু উদ্ধার করেছে পুলিশ।পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, গরুগুলি পশ্চিমবঙ্গ থেকে পিকআপ ভ্যানে বোঝাই করে সরু রস্তা দিয়ে বালাজানের ১৭ নম্বর জাতীয় সড়কে ওঠে গৌরীপুরের দিকে যাচ্ছিল। গরুগুলি বাংলাদেশে পাচারের পরিকল্পনা ছিল। পুলিশ ধৃত পিকআপ ভ্যানের চালককে জিজ্ঞাসাবাদ করছে বলে জানা গেছে।

“নাগরিক হিসেবে মাথা নিচু হয়ে যাচ্ছে“, আক্ষেপ শিল্পী পৌষালির

কলকাতা, ১২ আগস্ট (হি. স.) : যাদবপুরকাণ্ডে কড়া মন্তব্য করলেন বিশিষ্ট সঙ্গীতশিল্পী পৌষালি বন্দ্যোপাধ্যায়। শনিবার তিনি সামাজিক মাধ্যমে লিখেছেন, ‘‘নাগরিক হিসেবে মাথা নিচু হয়ে যাচ্ছে’’।পৌষালির কথায়, “এ কোন এলোমেলো সময়ের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছি আমরা? নাগরিক হিসেবে মাথা নিচু হয়ে যাচ্ছে প্রতিদিন। দেশ, রাজ্য, নিজের শহর জুড়ে এমন সব ঘটনার ঘনঘটা যা স্তম্ভিত করে দেয়। ফেসবুকে বিপ্লব করছি বলে অনেকে খোঁটা দিতে পারেন, তবে জনগণের প্লাটফর্মে একজন আমজনতা হিসেবে কিছু কথা বলতে চাই।যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে যে ঘটনা ঘটেছে, তা আবারও প্রমাণ করেই দিল যে শতাব্দীর পর শতাব্দী চলে গেলেও, প্রযুক্তি আমাদের উন্নয়নের জোয়ারে ভাসিয়ে দিলেও প্রাণী হিসেবে আমরা সেই আদিম, কাঁচা মাংসখাদক জন্তু হয়েই থেকে যাবো।
যে চলে গেছে, সে তো গেছেই, কিন্তু প্রশ্ন রয়ে গেল অনেক গুলো। প্রথমত, র‍্যাগিং নামক ব্যাধি থেকে কেন এত বছর পরেও ছাত্রদের জীবনকে মুক্ত করতে পারলো না বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ? দ্বিতীয়ত যে বা যারা এই ঘৃণ্য কাজ করলো, তাদের শাস্তির মধ্যে দিয়ে কোনো দৃষ্টান্ত রাখা হলো না কেন? তৃতীয়ত পুলিশ ও বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ একটা পরিকল্পিত খুনকে কেনই বা আত্মহত্যা বলে নিজেদের দায় এড়াবার চেষ্টা করছে!একজন সদ্য যুবক হয়ে ওঠা ছাত্রকে নগ্ন করে, তার চুল কেটে তাকে সমকামী তকমা দিয়ে যে অপমানের সামনে এনে দাঁড় করানো হলো, সেই অপমান শিক্ষা দেওয়ার গরিমাতেই কি উজ্জ্বল এই বিশ্ববিদ্যালয়ের আঁতলামি?”এই মন্তব্য তিনি লিখেছেন যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় এবং কলকাতা পুলিশের উদ্দেশে

বিজেপিও

● প্রথম পাতার পর

ততটা সহজ হবে না। বলতে গেলে উপনির্বাচন বিরোধী এবং শাসকদলের মধ্যে শক্ত প্রতিযোগিতা হবে বলে মনে করছে রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা। আগরতলায় অনুষ্ঠিত আজকের বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন সিপিএম রাজ্য সম্পাদক জিতেন্দ্র চৌধুরী প্রাক্তন মন্ত্রী মানিক দে বিরোধী দলনেতা তথা ত্রিপুরা মথার হয়ে অনিমেষ দেববর্মা, প্রদেশ কংগ্রেসের সভাপতি আশীষ কুমার সাহা, বিধায়ক সুদীপ রায় বর্মন বিধায়ক গোপাল চন্দ্র রায় সহ অন্যান্যরা। আজকের বৈঠকের পর নতুন করে রাজ্য রাজনীতিতে রং লেগেছে বলে মনে করছে রাজনৈতিক মহল। কাল বা পরশু ত্রিদলীয় জোটের প্রার্থী ঘোষণা হতে পারে খবর। সূত্রের খবর দুই কেন্দ্রে বাম প্রার্থীকে সমর্থন করবে মথা এবং কংগ্রেস। কারণ ওই দুই কেন্দ্রে মধ্যে বক্সনগর সিপিএমের দখলেই ছিল। সিপিএম প্রার্থী শামসুল হকের মৃত্যুর কারণে ওই কেন্দ্রে উপনির্বাচন হচ্ছে। এছাড়া ধনপুর কেন্দ্রটি ও বামফ্রন্টের উর্বর জমি। এই কেন্দ্রে প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মানিক সরকার জয়ী হয়েছিলেন। কিন্তু গত নির্বাচনে তিনি লড়াই করেননি। বিজেপি প্রার্থী প্রতিমা ভৌমিক জয়ী হলেও কেন্দ্রীয় মন্ত্রী হওয়ার সুবাদে তিনি বিধায়ক পদ ছেড়ে দেন। ফলে এই কেন্দ্রে উপনির্বাচন হচ্ছে। এই কেন্দ্রের আগামী দিনেও লোকসভা নির্বাচনে ত্রিদলীয় জোটের সম্ভাবনা যে প্রকট হচ্ছে তা বলাই বাহুল্য।
এদিকে শনিবার রাতেই উপ নির্বাচন নিয়ে বৈঠকে বসেছে বিজেপি দল। বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডা: মানিক সাহা, প্রাক্তন উপ মুখ্যমন্ত্রী জিষ্ণু দেববর্মা, রাজ্য বিজেপির সভাপতি রাজীব ভট্টাচার্য্য, মন্ত্রী রতন লাল নাথ, মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী, বিধায়ক বিকাশ দেববর্মা , প্রাক্তন মন্ত্রী তথা বিধায়ক রামপদ জমাতিয়া সহ অন্যান্যরা। এদিনের বৈঠকে উপ নির্বাচনের রণকৌশল এবং প্রার্থী তালিকা চূড়ান্ত হতে পারে বলে খবর। উল্লেখ্য শনিবার দুপুরে তিন দল একসঙ্গে বৈঠকে বসেছে। রাতে বৈঠকে বসেছেন বিজেপির শীর্ষস্থানীয়রা। রবিবার প্রার্থী তালিকা ঘোষণা হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে।

৬৯-তম এআইআইআর টেবিল টেনিসে চ্যাম্পিয়ন সাউথ ইস্টার্ন রেলওয়ের পুরুষ ও মহিলা উভয় দল

গুয়াহাটি, ১২ আগস্ট (হি.স.) : উত্তরপূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে স্পোর্টস অ্যাসোসিয়েশন (এনএফআর এসএ) আয়োজিত ৬৯-তম অল ইন্ডিয়া ইন্টার রেলওয়ে টেবিল টেনিস চ্যাম্পিয়নশিপ ২০২৩-এর খেতাব অর্জন করেছে সাউথ ইস্টার্ন রেলওয়ের পুরুষ ও মহিলা উভয় দল।
অল ইন্ডিয়া ইন্টার রেলওয়ে টেবিল টেনিস চ্যাম্পিয়নশিপের সমাপ্তি অনুষ্ঠানে এনএফআরএসএ-এর সভাপতি, আসাম টেবিল টেনিস অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক ও অন্যান্য বরিষ্ঠ আধিকারিকদের উপস্থিতিতে উত্তরপূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের জেনারেল ম্যানেজার চেতনকুমার শ্রীবাস্তব বিজয়ীদের হাতে পুরস্কার ও ট্রফি তুলে দিয়েছেন। টুর্নামেন্ট শুরু হয়েছিল গত ৭ আগস্ট এবং সমাপ্তি ঘটেছে ১১ আগস্ট।অনুষ্ঠিত টুর্নামেন্টে দেশজুড়ে ভারতীয় রেলওয়ের বিভিন্ন জোন- পিএসইউ থেকে মোট ১৬০ জন খেলোয়াড় নিয়ে গঠিত ১২টি পুরষের দল ও ৭টি মহিলার দল, আন্তর্জাতিক রেফারি ও কোচ আধিকারিকরা অংশগ্রহণ করেছিলেন। এই ক্রীড়া অনুষ্ঠানটি পুরুষ ও মহিলা টিম চ্যাম্পিয়নশিপ এবং পুরুষ ও মহিলা সিঙ্গলস-এর অধীনে শ্রেণি বিভক্ত করা হয়েছিল।
পুরুষ ও মহিলা উভয় টিম চ্যাম্পিয়নশিপে সাউথ ইস্টার্ন রেলওয়ে চ্যাম্পিয়ন হয়েছে। মহিলা সিঙ্গলস-এ ওয়েস্টার্ন রেলওয়ের অনুশা কুটুম্বলেকে হারিয়ে আইসিএফ, চেন্নাই-এর ভি কৌশিকা চ্যাম্পিয়ন হয়েছেন। পুরুষ সিঙ্গলে অনির্বাণ ঘোষ তাঁর প্রতিপক্ষ আকাশ পালকে হারিয়ে চ্যাম্পিয়ন হয়েছেন। দুজনেই সাউথ ইস্টার্ন রেলওয়ের খেলোয়াড় ।২০২০ টোকিও অলিম্পিকে ভারতের হয়ে প্রতিনিধিত্বকারী এবং বিশ্ব টেবিল টেনিস মহিলা ডাবলস-এর বিজয়ী তথা সাউথ ইস্টার্ন রেলওয়ের সুতীর্থা মুখার্জির মতো তারকা খেলোয়াড়ের পাশাপাশি ইস্টার্ন রেলওয়ের রোনিত ভাঞ্জা, সাউথ ইস্টার্ন রেলওয়ের অনির্বাণ ঘোষ, মেট্রো রেলওয়ের পয়মন্তী বৈশ্য এবং ওয়েস্টার্ন রেলওয়ের অনুশা কুটুম্বলের মতো আন্তর্জাতিক মানের খেলোয়াড়রা এই টুর্নামেন্টে যোগদান করেছেন।

পঞ্চায়েতের বোর্ড গঠনকে কেন্দ্র করে মাতালহাটের গণ্ডগোলে ধৃত ৫৫ জনের জেল হেপাজত

দিনহাটা, ১২ আগস্ট (হি.স.) : গ্রাম পঞ্চায়েতের বোর্ড গঠনকে কেন্দ্র দিনহাটার মাতালহাটে গণ্ডগোলের ঘটনায় ধৃতদের শনিবার বিশেষ আদালতে তোলা হয়। ৫ জনকে ২ দিনের পুলিশ হেপাজত ও ৫৫ জনকে ১৪ দিনের জেল হেপাজতের নির্দেশ দিয়েছেন দিনহাটা আদালতের বিচারক।শুক্রবার মাতালহাটে গ্রাম পঞ্চায়েতের বোর্ড গঠন চলাকালীন বিজেপির গোষ্ঠী কোন্দলের জেরে উত্তেজনা ছড়ায়। গ্রাম পঞ্চায়েত কার্যালয়ে ভাঙচুর চালানোর অভিযোগ ওঠে। পাশাপাশি পুলিশ ও বিজেপি কর্মীদের মধ্যে ধুন্ধুমার বেধে যায়। পুলিশকে লক্ষ্য করে পাথরও ছোড়া হয়। ভাঙচুর করা হয় পুলিশের গাড়ি। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে পুলিশ পাল্টা লাঠিচার্জ করে। কাঁদানে গ্যাসের শেলও ফাটায়। পরে অতিরিক্ত পুলিশ সুপার কুমার সানিরাজের নেতৃত্বে বিশাল পুলিশ বাহিনী ঘটনাস্থলে এসে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। পাশাপাশি ৬০ জনকে গ্রেফতার করা হয়। শনিবার এদের দিনহাটা বিশেষ আদালতে তোলা হলে বিচারক ৫ জনকে ২ দিনের পুলিশ হেপাজত ও ৫৫ জনকে ১৪ দিনের জেল হেপাজতের নির্দেশ দিয়েছেন। এদিন ধৃতদের আদালতে তোলার সময় এদিন কান্নায় ভেঙে পড়েন তাঁদের পরিবারের লোকেরা। বিজেপির জেলা সম্পাদক জয়দীপ ঘোষ বলেন, ‘শুক্রবার অন্যায়ভাবে পুলিশ বিজেপি নেতা-কর্মীদের গ্রেফতার করেছে।’

বাবার আদর্শে প্রভাবিত হয়ে রাজনীতিতে যোগ দেন বীণা দাস

কলকাতা, ৯ আগস্ট (হি. স.) : বীণা দাস ১৯১১ সালে নদিয়া জেলার কৃষ্ণনগরে জন্মগ্রহণ করেন। আদি বাড়ি ছিল চট্টগ্রাম। তাঁর পিতা ছিলেন পণ্ডিত ও দেশপ্রেমিক বেণী মাধব দাস। দিদি ছিলেন বিপ্লবী কল্যাণী দাস। বাবার আদর্শে প্রভাবিত হয়ে রাজনীতিতে যোগ দেন বীণা।বীণা দাসের পরিবার রাজনৈতিক পরিবার।অসহযোগ ও জাতীয় আন্দোলনের যোগ দেওয়ার কারণে তাঁর দাদা কারাবরণ করেন। ছাত্রাবস্থায় তিনি রাজনৈতিক মনস্ক হয়ে ওঠেন। কলকাতায় তিনি বেথুন কলেজে পড়াশুনা করেন। পরে তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতক ডিগ্রী পান।
সে সময় যুগান্তর দল এর কিছু সদস্যের সাথে তাঁর বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক তৈরি হয়। ১৯২৮ সালে সাইমন কমিশন বয়কট করার জন্য বেথুন কলেজের ছাত্রীদের নিয়ে লতিকা ঘোষেরসঙ্গে উঠে-পড়ে লেগেছিলেন। ১৯৩০ সালে গ্রেপ্তার হন, মুক্তিও পান। বীণা দাস ব্রিটিশ বিরোধী সশস্ত্র বিপ্লবের নেত্রী ছিলেন এবং ১৯৩২ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তনে বাংলার ব্রিটিশ গভর্নর স্ট্যানলি জ্যাকসনের উপর পিস্তল দিয়ে গুলি চালান। এই সময় জ্যাকসনকে রক্ষা ও বীণা দাসকে ধরে ফেলার কৃতিত্ব অর্জন করেন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য স্যার হাসান সোহরাওয়ার্দী। এই হত্যা প্রচেষ্টা চালানোর কারণে ৯ বছর কারাবরণ করেন বীণা দাস। ১৯৪১ থেকে ১৯৪৫ সাল পর্যন্ত দক্ষিণ কলকাতার কংগ্রেসের সম্পাদিকা ছিলেন তিনি। ১৯৪৬ থেকে ১৯৫১ সাল পর্যন্ত তিনি পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার সদস্য ছিলেন।১৯৪৭ সালে স্বাধীনতা সংগ্রামী যতীশ ভৌমিকের সাথে তাঁর বিয়ে হয়। নোয়াখালির দাঙ্গার পরে সেখানে বীণা ত্রাণের কাজ করতেন। স্বাধীনতার পরেও সামাজিক ও রাজনৈতিক কাজে নিজেকে ব্যপ্ত রাখেন।আদর্শ বালিকা শিক্ষায়তন নামে একটি স্কুলে তিনি পড়াতেন। মরিচঝাঁপি গণহত্যার সময় তিনি প্রতিবাদী হন।বীণা দাসের শেষ জীবন বেদনাদায়ক। স্বামীর মৃত্যুর পরে তিনি হরিদ্বার চলে যান। ১৯৮৬ সালের ২৬ ডিসেম্বর ঋষিকেশে মারা যান।

“অন্তত একটা দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির ব্যবস্থা হোক”, আর্জি আবৃত্তিকারের

কলকাতা, ১২ আগস্ট (হি. স.) : “অন্তত একটা দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির ব্যবস্থা হোক“ স্বপ্নদীপের অস্বাভাবিক মৃত্যুতে এই মন্তব্য করলেন বিশিষ্ট আবৃত্তিকার মুনমুন মুখার্জি।শনিবার তিনি সামাজিক মাধ্যমে লিখেছেন, “স্বপ্নদীপ মারা গেছে তাই এত প্রতিবাদ হচ্ছে আজ। হবে কদিন এরকম। আসলে সব র‍্যাগিং এর পরিণতি মৃত্যু হয়ত হয় না তাই সেসব নিয়ে এত কথা হয় না। নিঃশব্দে সে সব হজম করে নিয়েই বেঁচে থাকে অনেকে। নিজের কেরিয়ারের স্বপ্ন, বাবা-মায়ের স্বপ্ন, ’মানুষের মত মানুষ’ হয়ে ওঠার স্বপ্ন সফল করার জন্য বাকি জীবনে কিছু ক্ষত বয়ে বেড়ায় নিঃশব্দে।সবসময় যে সিনিয়রদের মজাদার শাস্তি দিয়ে ’র‍্যাগিং’ শেষ হয়ে যায় এমন নয়, কিছু এমন অত্যাচারের স্মৃতি রেখে যায় যা তার সাথে হওয়ার কথা ছিল না! যারা এসব সয় তারা যখন নিজেরা একদিন কলেজে ’দাদা-দিদি’ হয় তাদের কেউ কেউ নিজেদের তিক্ত অভিজ্ঞতার শোধ তুলে নেয় নতুন আসা ’ভাই-বোন’ দের ওপরে, তাদের উত্যক্ত করে! ভাবে ’এটাই তো ট্র্যাডিশন, একদিন আমাদের ওপরেও তো হয়েছে, আমরাও তো সহ্য করেছি। আরে, এটুকু সহ্য করতে হয় সবাইকে এই দুনিয়ায় টিকে থাকতে গেলে!’ কিন্তু যারা এই ট্র্যাডিশনে বিশ্বাস করেনা তারা বাকি জীবনটা টিকে থাকে কলেজ জীবনের কিছু দগদগে ঘা নিয়ে।এই র‍্যাগিং করে কারা? গ্রাম-শহর-মফস্বল থেকে উঠে আসা ওরা আমাদের ঘরেরই ছেলে যারা আমাদের নম্বর দিয়েছে হয়ত অনেক কিন্তু যাদের আমরা ’মানুষ’ করে উঠতে পারিনি। সে দায়ভার তাই আমাদেরও কিছুটা।যখন কদিন পরে মিডিয়া স্বপ্নদীপের বাড়ির লোকের থেকে ফোকাস সরিয়ে যারা এই অপরাধের সাথে যুক্ত তাদের বাড়ির লোকের ইন্টারভিউ নেবে, ছেলেগুলো অনুতাপে বা ভয়ে কাঁদবে, তাদের বাবা-মা-ও আক্ষেপ করবেন, কাঁদবেন, আমরা ভাবব, সবাই ভাববে, যে গেছে সে তো গেছেই, ওরা তো আর দাগী অপরাধী নয়, এতগুলো ’কৃতী’ ছেলের ভবিষ্যত এখন নষ্ট করে আর কি হবে!আর এই ভাবনা থেকেই ভবিষ্যত নষ্ট হয়ে যায়, ঘুন ধরে যায় ’শিক্ষাব্যবস্থা’ এর মত একটা সিস্টেম এর। গুরু পাপে লঘু দন্ড না দিয়ে এবার অন্তত একটা দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির ব্যবস্থা হোক যা দেখে আগামী প্রজন্মের ছেলে-মেয়েরা বুঝতে শিখবে র‍্যাগিং ছোটদের একটু-আধটু শিক্ষা দেওয়ার ’দাদাগিরি’ -এর ’ট্র্যাডিশন’ নয়, র‍্যাগিং একটি ’ক্রাইম’!আর ছাত্র-ছাত্রীর আই কার্ড থাকলেই সে অপরাধ মুছে ফেলা যায় না, বুক ফুলিয়ে কৃতী ছাত্র-ছাত্রীর তকমা নিয়ে বাকি জীবনটা কাটিয়ে দেওয়া যায় না, অপরাধ করলে ’অপরাধী’ কে এই দেশে শাস্তি দেওয়া হয়”

হাইলাকান্দিতে পঞ্চপ্রাণ শপথ এবং বীরোকা বন্ধন

হাইলাকান্দি (অসম) ১২ আগস্ট (হি.স.): হাইলাকান্দিতে শনিবার মেরে মাটি মেরা দেশ কার্যসূচির অন্তর্গত পঞ্চ প্রাণের শপথ এবং বীরোকাবন্ধন অনুষ্ঠিত হয়। পঞ্চ প্রাণের শপথ অনুসারে জিপি গুলিতে স্থাপিত শিলাফলকে একমুঠী মাটি নিয়ে পাঁচটি শপথ নেওয়া হয়।
প্রথম শপথে ২০৪৭ সালের মধ্যে ভারতবর্ষকে একটি আত্মনির্ভর এবং বিকশিত রাষ্ট্র হিসেবে গড়ে তোলার স্বপ্ন বাস্তবায়ন করতে অঙ্গীকার করা হয়। মন থেকে দাসত্বের মনোভাব পরিহার করা এবং দেশের সমৃদ্ধ ঐতিহ্যকে নিয়ে গৌরব করার অঙ্গীকার করা হয়। চতুর্থ শপথ দেশের একতার বন্ধন সুদৃঢ় করার এবং রাষ্ট্রের সুরক্ষায় নিয়েআপলোড করা হয়। এদিকে ওয়েবসাইটে আপলোড করার কোন অসুবিধা হলে দুটি হেল্পলাইন দেওয়া হয়েছে জেলা প্রশাসন থেকে। এগুলি হল ৯১০১২৪০৩৮৬ এবং ৯৩৬৮০০৩৯২৬। এছাড়া শনিবার দিন শিলাফলকগুলিতে স্বাধীনতা সংগ্রামী এবং নিরাপত্তা বাহিনীতে কাজ করে প্রাণ আহুতি দেওয়া স্থানীয় বীরদেরকে স্মরণ করা হয়।

ধানবাদে প্রকাশ্য দিবালোকে গুলি চালাল ২ দুষ্কৃতী

ধানবাদ, ১২ আগস্ট (হি.স) : ধানবাদে প্রকাশ্য দিবালোকে গুলি চালাল দুই বাইক আরোহী দুষ্কৃতী। শনিবার ধানবাদের ব্যাঙ্ক মোড় এলাকায় এই ঘটনা ঘটে। ব্যবসায়ীদের মধ্যে আতঙ্ক ছড়াতেই এই ঘটনা ঘটান হয়েছে বলে মনে করা হচ্ছে।পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, একটি জনাকীর্ণ বাজারে প্রকাশ্য দিবালোকে পালসারে করে দুই মুখোশধারী দুর্বৃত্ত হাওয়ায় গুলি চালায় বলে অভিযোগ। ব্যবসায়ীদের মধ্যে আতঙ্ক ছড়ানোর উদ্দেশ্যে এই ঘটনাটি ঘটানো হয়েছে বলে পুলিশ জানিয়েছে। এই ঘটনায় কেউ গুলিবিদ্ধ হয়নি বলে পুলিশ জানিয়েছে।জানা গিয়েছে, ব্যাঙ্ক মোড় থানা এলাকার গুরুদ্বারের কাছে রাস্তার পাশের দোকানে গুলি চালায় অপরাধীরা। ব্যবসায়ীদের ভয় দেখানোর উদ্দেশ্যে চাঁদা তুলতেই অপরাধীরা এই পরিকল্পনা করেছে বলে অভিযোগ।

প্রধানমন্ত্রী

● প্রথম পাতার পর

সহনশীলতা নীতি রয়েছে ভারতের। আমরা স্বচ্ছ এবং জবাবদিহিমূলক ইকো-সিস্টেম তৈরি করতে প্রযুক্তি এবং ই-গভর্নেন্সের ব্যবহার করছি।’ প্রধানমন্ত্রীর কথায়, ’আমরা ব্যবসার জন্য বিভিন্ন পদ্ধতি সহজ করেছি। সরকারি সেবায় অটোমেশন ও ডিজিটালাইজেশন হয়েছে।’
প্রধানমন্ত্রী মোদী আরও বলেছেন, ’পলাতক অর্থনৈতিক অপরাধীদের সমস্যা সমস্ত জি-২০ দেশ এবং দক্ষিণ গোলার্ধের জন্য একটি চ্যালেঞ্জ। আমরা ৩টি অগ্রাধিকারের ক্ষেত্রে অ্যাকশন-ভিত্তিক, উচ্চ স্তরের নীতিগুলিকে স্বাগত জানাই- তথ্য-আদান-প্রদানের মাধ্যমে আইন প্রয়োগকারী সহযোগিতা, সম্পদ পুনরুদ্ধার প্রক্রিয়া জোরদার করা, এবং দুর্নীতিবিরোধী কর্তৃপক্ষের সততা ও কার্যকারিতা বৃদ্ধি করা।’

গ্রেফতার দুই

● প্রথম পাতার পর

জিসি ০৭৫৬ নম্বরের একটি টাটা এলপি ট্রাক আটক করে। ওই ট্রাকে তালাশি চালিয়ে ২৮টি বস্তায় ১, ৪০০ কিলোগ্রাম ওজনের অবৈধ বার্মিজ সুপারি উদ্ধার করেছে পুলিশ।
অবৈধ বার্মিজ সুপারি পাচারের অভিযোগে প্রয়াত বাবুল বসুমতারির ছেলে রমেন বসুমতারি এবং দীপক বসুমতারি নামের দুজনকে আটক করে বশিষ্ঠ থানায় নিয়ে যাওয়া হয়। থানায় জেরার ভিত্তিতে উভয়ের বিরুদ্ধে নির্দিষ্ট ধারায় মামলা রুজু করে পুলিশ গ্রেফতার করেছে।

মাম্পি

● প্রথম পাতার পর

দিন ভর্তির পরীক্ষার জন্য তাকে ডেকেছে। কিছুদিনের মধ্যেই তার ভর্তি পরীক্ষা। তার জন্য অর্থের দরকার। ভর্তি পরীক্ষায় পাশ করলে সঙ্গে সঙ্গে তাকে ভর্তির জন্য ফি জমা দিতে হবে। তার জন্য মোটা অংকের অর্থ লাগবে। কোথায় পাবে এই টাকা ? এই দুশ্চিন্তায় মাম্পির রাতের ঘুম উঠে গেছে। বাবার পারিশ্রমিক দিয়ে সংসার চালাতে দিন আনতেপান্ত ফুড়োচ্ছে অবস্থা।এর মধ্যে ভর্তির ফি দেওয়া কতটা কঠিন একমাত্র মাম্পির পরিবারই হারে হারে তা টের পাচ্ছে। নিজের এই কথা গুলো সংবাদমাধ্যমের কাছে বলতে গিয়ে মাম্পির দুচোখ বেয়ে জল পড়ছে। কিভাবে ভর্তির ফি জোগাড় করবে তা ভেবে পাচ্ছে না দরিদ্র মেধাবী মাম্পি। শুধু তার একটাই কথা আমি কি আমার স্বপ্ন পূরণ করতে পারব না ? শেষ চেষ্টা হিসাবে মুখ্যমন্ত্রীর কাছে আবেদন রাখলেন মাম্পি।

ক্ষোভ

● প্রথম পাতার পর

জেলাশাসক বিপ্লব দাসকে পাঠিয়ে দায়িত্ব এড়িয়ে যাচ্ছেন। সরকারের ভূমিকা নিয়েও প্রশ্ন তুলেছেন তারা। অথচ পরিস্থিতি যেভাবে এগোচ্ছে এই মুহূর্তে জম্পুই পাহাড়ে যদি কোন বড় ধরনের দুর্ঘটনা হয় তাহলে ব্যাপক ক্ষতির আশঙ্কা থেকে যাচ্ছে। আতঙ্কে দিন কাটাচ্ছেন পাহাড়বাসী। আরো বড় বিপদের আশঙ্কা করছেন তারা।

ক্রীড়াঙ্গন

নিউজ টাইম ত্রিপুরা আয়োজিত প্রীতি ফুটবলে টিআরএ জয়ী

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১২ আগস্ট।। আয়োজন স্বার্থক। সাংবাদিক প্রলয় ধর এবং অভিজিৎ রাহার স্মৃতিতে শনিবার উমাকান্ত ময়দানে এক প্রীতি ফুটবল ম্যাচের ব্যবস্থা করে নিউজ প্রাইম ত্রিপুরা। সংবাদ জগতে বৈদ্যুতিন চ্যানেলের মধ্যে নিউজ প্রাইম ত্রিপুরা এখন খবরের এক নতুন ফেরিওয়ালা। স্থাবকতা নয়, বাস্তবকে পাথেয় করেই সংবাদ পরিবেশন এই বৈদ্যুতিন চ্যানেলের মূল লক্ষ্য। এই লক্ষকে পাথেয় করেই প্রয়াত দুই সাংবাদিককে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করতে নিউজ প্রাইম ত্রিপুরা নিলো এহেন উদ্যোগ। উমাকান্ত ময়দানে এদিন পড়ন্ত বিকেলে প্রীতি ফুটবল ম্যাচে টি এফ এ একাদশ মুখোমুখী হয় টি আর এ একাদশের। ম্যাচের শুরুতে দুদলের ফুটবলারদের সঙ্গে পরিচিত হলেন টি এফ এর সচিব সহ অন্যান্য প্রতিনিধিরা। বলে কিক অফ করে ম্যাচের শুরু করলেন টি এফ এর সচিব অমিত চৌধুরী। দু দলেই সব প্রাক্তন ফুটবলার।

ম্যাচে প্রত্যেকেই তুলে ধরলেন তাদের অতীত দিনের ফুটবল শৈলী। ম্যাচের শুরু থেকেই বল দখলের লড়াইয়ে জমে উঠে ম্যাচ। তবে টি এফ এ একাদশের তুলনায় এগিয়েই থাকে রেফারি একাদশ। বল কখনো টি এফ এ প্রান্তে তো কখনো রেফারীদের প্রান্তে।টেকেলিং ফুটবলে বাজিমাত করে দেয় রেফারি একাদশ। রেফারি একাদশ শেষ পর্যন্ত ৩-১ গোলের ব্যবধানে হারিয়ে দিলো টি এফ এ একাদশকে। প্রীতি এই ফুটবল ম্যাচে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন আগরতলা পুর নিগমের ডেপুটি মেয়র মনিকা দাস দত্ত। বিশেষ অতিথি হিসেবে ছিলেন টি এফ এর সভাপতি প্রণব সরকার, ক্রীড়া সংগঠক রতন দাস, প্রয়াত দুই সাংবাদিকের ভাই সমীর ধর ও অসীম রাহা।

অতিথিদের পুষ্পস্তবক ও উত্তরীয় দিয়ে নিউজ প্রাইম ত্রিপুরার অভিবাদন জানালেন সিনিয়র জার্নালিস্ট চিন্ময় চৌধুরী। একটু এমবিএনস।।মাঠে উপস্থিত ছিলেন ক্রীড়া মোদিরাও। পুরো ম্যাচে দুর্দান্ত ভাবে ধারাভাষ্য দিলেন ক্রীড়া সাংবাদিক স্বপন মিয়া। ম্যাচটি দারুন ভাবে উপভোগ করলেন ডেপুটি মেয়র মনিকা দাস দত্ত। তিনি ম্যাচ শেষে নিউজ প্রাইম ত্রিপুরার আয়োজনকে ঘিরে নিজের অভিমত ব্যক্ত করলেন। এই ম্যাচে নিউজ প্রাইম ত্রিপুরাকে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিলেন টি এফ এ।

এর জন্য নিউজ প্রাইম ত্রিপুরার পক্ষে টি এফ একে ধণ্যবাদ জ্ঞাপন করলেন চিন্ময় চৌধুরী। ৬০মিনিটের এই প্রাণবন্ত ম্যাচটি দারুনভাবে উপভোগ করলেন মাঠে উপস্থিত প্রত্যেকেই। ম্যাচ শেষে অতিথিরা চ্যাম্পিয়ন এবং রানার্স দলের হাতে ট্রফি তুলে দিলেন। একই সঙ্গে অতিথিদের সঙ্গে ফুটবলাররা মাঠে সেরে নিলেন ফটোসেশন।

ফিরে দেখা এশিয়া কাপ ক্রিকেট : ১৯৯৭-এ অনুষ্ঠিত হয় শ্রীলঙ্কায়, খুঁটিনাটি তথ্য

কলকাতা, ১২ আগস্ট (হি.স.): ১৯৯৭ এশিয়া কাপ (পেপসি এশিয়া কাপ ১৯৯৭ নামেও পরিচিত) ছিল ষষ্ঠ এশিয়া কাপ টুর্নামেন্ট, এবং দ্বিতীয়বার শ্রীলঙ্কায় অনুষ্ঠিত হয়। টুর্নামেন্টটি অনুষ্ঠিত হয়েছিল ১৪-২৬ জুলাই। টুর্নামেন্টে চারটি দল অংশ নিয়েছিল: ভারত, পাকিস্তান, শ্রীলঙ্কা ও বাংলাদেশ। রবিন লিগ পদ্ধতিতে খেলা হয়েছিল। প্রতিটি দল একে অপরের সঙ্গে খেলেছিল। শীর্ষ দুটি দল ভারত ও শ্রীলংকা ফাইনালে মুখোমুখি হয়েছিল। ফাইনালে শ্রীলঙ্কা ভারতকে চার উইকেটে পরাজিত করে দ্বিতীয় এশিয়া কাপ জয় করে। আর ভারতের টানা তিনটি এশিয়া কাপ জয়ের দৌড় শেষ হয়।

এক নজরে:

বিজয়ী:

শ্রীলঙ্কা (২তম শিরোপা)

রানার-আপ

ভারত

অংশগ্রহণকারী দলসংখ্যা: ৪টি।

খেলার সংখ্যা: ৭টি।

প্রতিযোগিতার সেরা খেলোয়াড়:

শ্রীলঙ্কার অর্জুনা রণতুঙ্গা

সর্বাধিক রান সংগ্রহকারী:

শ্রীলঙ্কার অর্জুনা রণতুঙ্গা (২৭২)।

সর্বাধিক উইকেটধারী:

ভারতের ভেঙ্কটেশ প্রসাদ(৭)।

সব জল্পনা-কল্পনার অবসান ঘটিয়ে বায়ার্ন মিউনিখে যোগ দিলেন হ্যারি কেইন

মিউনিখ, ১২ আগস্ট (হি.স.): সব জল্পনা-কল্পনার অবসান ঘটিয়ে বায়ার্ন মিউনিখে যোগ দিলেন হ্যারি কেইন। মিউনিখে ২০২৭ সাল পর্য্যন্ত খেলবেন ইংলিশ এই স্ট্রাইকার। এ খবর নিশ্চিত করেছেন দলবদল বিষয়ক ইতালিয়ান সাংবাদিক ফ্যাব্রিজিও রোমানো। বায়ার্নের সঙ্গে কেইনের চুক্তির বিষয়টা আগেই নিশ্চিত ছিল। শুক্রবার রাতে মিউনিখ পৌঁছেই মেডিকেল টেস্ট সেরে নিয়েছেন তিনি।

একই দিনে সেরে ফেলেছেন চুক্তির বিষয়টাও। ফ্যাব্রিজিও রোমানো তার অফিশিয়াল ফেসবুক অ্যাকাউন্টে পোস্ট করে এসব তথ্য জানিয়েছেন। খুব তাড়াতাড়ি বায়ার্নের সঙ্গে কেইনের আনুষ্ঠানিক চুক্তি সম্পন্ন হবে বলে ঘোষণা করেছেন তিনি। ১০০ মিলিয়ন ইউরো তথা এক হাজার ২০৭ কোটি টাকারও বেশি অর্থে বায়ার্নে গেলেন কেইন। এছাড়া রিলিজ ক্লজ পাচ্ছেন প্রায় ১০০ কোটির মতো!

অনবদ্য খেলে চলেছেন মেসি, শার্লটকে বিধ্বস্ত করে সেমিফাইনালে মিয়ামি

মিয়ামি, ১২ আগস্ট (হি.স.): দিশেহারা দলটাকে ছন্দে ফিরিয়ে এনেছেন লিওনেল মেসি। মিয়ামির হয়ে প্রতিটা ম্যাচে অনবদ্য খেলে চলেছেন মেসি। মিয়ামিতে মেসি যোগদানের পর দলের চেহারাটাই বদলে গেছে। মেসি আসার আগে দশ ম্যাচে জয়ের দেখা না পাওয়া দলটা এই জাদুকরের ছোঁয়ায় বদলে গেছে একেবারেই। শনিবার (১২ আগস্ট) ডিআরভি পিএনকে স্টেডিয়ামে লিগস কাপের কোয়ার্টার ফাইনাল ম্যাচে শার্লট এফসিকে ৪-০ গোলে উড়িয়ে দিয়েছে লিওনেল মেসির ইন্টার মায়ামি।

প্রতিটা ম্যাচেই তিনি গোল পেয়েছেন। এই ম্যাচে তিনি বল পাবেন না তা কি হয়। তিনি গোল না পেলে একটা অপূর্ণতা তো থেকেই যেত। ভাগ্যবিধাতাও তা চাননি। সে কারণেই শেষ গোলটা ম্যাচের ৮৬ মিনিটেই এল লিওনেল মেসির পা থেকে। আর মেসির সেই গোলে নিশ্চিত হল

জুয়েলস অ্যাসো: ও বীরেন্দ্র ক্লাবের ফুটবলারদের হাতে জার্সি প্রদান

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১২ আগস্ট।। ঐতিহ্যবাহী বীরেন্দ্র ক্লাবও প্রস্তুত রাখাল শীল্ডের উদ্বোধনী ম্যাচের জন্য। আগামীকাল থেকে ত্রিপুরা ফুটবল এসোসিয়েশন আয়োজিত রাখাল মেমোরিয়াল নক আউট ফুটবল টুর্নামেন্ট শুরু হচ্ছে। আগামীকাল উদ্বোধনী ম্যাচে ঐতিহ্যবাহী বীরেন্দ্র ক্লাব খেলবে জুয়েলস এসোসিয়েশনের বিরুদ্ধে। বীরেন্দ্র ক্লাব ও জুয়েলস এসোসিয়েশন পৃথক পৃথক দুটো জার্সি প্রদান অনুষ্ঠানে ক্লাবের খেলোয়ারদের হাতে জার্সি তুলে দেওয়া হয়। জুয়েলস এসোসিয়েশনের খেলোয়াড়দের জার্সি স্পন্সর করেছে ইমাজিন গ্রাফিক্স। অপরদিকে বীরেন্দ্র ক্লাবের খেলোয়াড়দের জার্সি স্পন্সররে এগিয়ে এসেছেন ক্লাবের সদস্য ভানু লাল দাস।

উল্লেখ্য, রাজ্যের ও বহিরাজ্যের খেলোয়াড়দের নিয়ে সমৃদ্ধ জুয়েলস এসোসিয়েশনের মূল লক্ষ্য মাঠে ভালো খেলা উপহার দেওয়া। স্যামুয়েল, পিটার, মাইতি কৃষ্ণ কুমার, পহর, শক্তি, বীরনারায়ণ, লাল নুন, রাজদীপ, শান্তালাল, কিষান, শান্তি সাধন, বিলাস, বিপ্লব নিজেদের পুরোটা ক্লাবের জন্য উজাড় করে দেবে বলে আজও প্রয়োজনীয় প্র্যাকটিস করে নিয়েছেন।

এদিকে পুরোপুরি রাজ্যের খেলোয়াড়দের নিয়ে গড়া বীরেন্দ্র ক্লাবের দলকে নেতৃত্ব দেবেন শাসন কুমার জমাতিয়া। সহকারী থাকবে লালনুন ডারলং। এছাড়া অন্যান্য খেলোয়াড়রা সান্তাজয় অরণ্য সাধন, এনোকা, বিকন, রাজেন্দ্র, বনবীর, সহদেব, ধন্য সদন বত্রসাধন, মনীষ, প্রভাত প্রত্যেকে ভালো খেলবে বলে কথা দিয়েছে। আগামীকাল মাঠেই দুদলের খেলা দেখতে বেশ দর্শকের আগমন ঘটবে বলে অনুমান করা হচ্ছে।

প্রীতি ফুটবল ম্যাচে জেআরসি জয়ী গুডমর্নিং ফুটবলের ফাইনাল আজ

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১২ আগস্ট।। প্রীতি ফুটবল ম্যাচে দুর্দান্ত জয় পেয়েছে জার্নালিস্ট রিক্রিয়েশন ক্লাব। ২-০ গোলে জয়ী জেআরসি-র দুটো গোল-ই করেছে সন্তোষ গোপ। এর সুবাদে সন্তোষ ম্যান অব দ্যা ম্যাচের ট্রফিও পেয়েছে। দুদিন ব্যাপী প্রাইজমানি ফুটবল আসরের উদ্বোধনী দিনে উদ্যোক্তা তথা দশরথ দেব গুড মর্নিং ফুটবল ক্লাবের সঙ্গে এই প্রীতি ফুটবল ম্যাচ দর্শকাকীর্ণ বাধারঘাটস্থিত দশরথ দেব স্টেডিয়ামে অনেকদিন পর প্রতিযোগিতামূলক ফুটবলের বাতাবরণ উপভোগ করা গেছে। হাজারো কর্মব্যস্ততার পর জার্নালিস্ট রিক্রিয়েশন ক্লাবের বিশেষ করে অভিষেক দে, মেঘধন দেব, প্রসেনজিৎ সাহা, দিব্যেন্দু দে, জাকির হোসেন, সুমন সাহা, সমীর ভৌমিক, সন্তোষ গোপ, কৃশানু দেববর্মা, অভিষেক দেববর্মা, সুপ্রভাত দেবনাথ ও সুব্রত দেবনাথের টিম 'এলাম-খেললাম-জয় করলাম'-এর পরও উদ্যোক্তা এবং দর্শকদের মুগ্ধ করে বেশ প্রশংসা কুড়িয়েছেন। আগামী দিনেও এই প্রীতি ম্যাচ জারি থাকবে বলে দু দলের পক্ষ থেকে গৌতম ব্যানার্জি এবং অভিষেক দে প্রত্যাশা ব্যক্ত করেন। এদিকে সকালে টুর্নামেন্টের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধনের পর সারাদিনে অংশগ্রহণকারী ২২ টি দলের প্রথম রাউন্ডের ১১টি নকআউট ম্যাচ অনুষ্ঠিত হয়েছে। চূড়ান্ত পর্বের খেলা এবং ফাইনাল ম্যাচ আগামীকাল অনুষ্ঠিত হবে। দুইদিন ব্যাপী এই টুর্নামেন্টের চ্যাম্পিয়ন ও রানার্স দলকে সুদৃশ্য ট্রফি সহ দেওয়া হবে প্রাইজমানি যথাক্রমে ১০ হাজার ও ৭০০০ টাকা। শনিবার সকালে এই টুর্নামেন্টের আনুষ্ঠানিক সূচনা করেন পশ্চিম জেলার ট্রাফিক পুলিশ সুপার মানিকলাল দাস। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উদ্বোধক ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন ত্রিপুরা ফুটবল এসোসিয়েশনের যুগ্ম সচিব তপন সাহা, রাজ্যের প্রাক্তন ফুটবলার রাজেশ রায় চৌধুরী, ত্রিপুরা স্পোর্টস জার্নালিস্ট ক্লাবের সভাপতি সরযূ চক্রবর্তী সহ আরও অনেকে। টুর্নামেন্ট কমিটির যুগ্ম আহ্বায়ক গৌতম ব্যানার্জি সংশ্লিষ্ট সকলকে আগামীকালও মাঠে উপস্থিত থেকে টুর্নামেন্ট সাফল্যমন্ডিত করে তুলতে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন।

বীরেন্দ্র ক্লাব ও জুয়েলস এসোসিয়েশনের ম্যাচ দিয়ে আজ থেকে শুরু রাখাল শীল্ড ফুটবল

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১২ আগস্ট।। উদ্বোধন আজ। উদ্বোধনী ম্যাচে মুখোমুখি হবে জুয়েলস অ্যাসোসিয়েশন এবং বীরেন্দ্র ক্লাব। উমাকান্ত মিনি স্টেডিয়ামে আজ বিকেল সাড়ে ৩ টায় শুরু হবে ম্যাচটি। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে রাজ্যের যুব কল্যাণ ও ক্রীড়া মন্ত্রী টিংকু রায় উপস্থিত থাকবেন। প্রাক্তন ফুটবলার অনিমেষ দেব ফুটবলে কিক মেরে টুর্নামেন্টের সূচনা করবেন। রাজ্য ফুটবল সংস্থা আয়োজিত রাখাল শিল্ড নকআউট ফুটবল প্রতিযোগিতায়। দুদলই শনিবার শেষ প্রস্তুতি সেরে নেয়। রাজ্যের ফুটবলাররা যে ভিনরাজ্যের ফুটবলারদের থেকে কোনও অংশে পিছিয়ে নেই তা প্রমান করার লক্ষ্য নিয়ে মাঠে নামবেন সুবোধ দেববর্মার ফুটবলাররা। অপরদিকে রক্ষণভাগ নিয়ে একরাশ দুশ্চিন্তা মাথায় রেখে মাঠে নামবে জুয়েলস। শুক্রবার লালবাহাদুর ব্যায়ামাগারের বিরুদ্ধে প্রস্তুতি ম্যাচে জুয়েলসের রক্ষণভাগ যে কতটা দুর্বল তা চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছেন লাল-হলুদ দলের আক্রমণভাগের ফুটবলাররা। ওই অবস্থায় উদ্বোধনী ম্যাচে বীরেন্দ্রকে কতটা কড়া চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিতে পারবেন পোহর দেববর্মা-রা তা সময়ই বলবে। তবে দুদলই উদ্বোধনী ম্যাচে ভালো খেলা নিয়ে আশাবাদী। এদিন জম্পুইজলা মাঠে অনুশীলন সেরে বীরেন্দ্র কোচ সুবোধ দেববর্মা বলেন, 'আমাদের হারানোর কিছু নেই। তবে ছেলেরা বিনা লড়াইয়ে এক ইঞ্চি জমি ছাড়বে না। বিপক্ষ দলের বিনরাজ্যের ফুটবলারদের বুঝিয়ে দেব আমারা পিছিয়ে নেই ওদের থেকে'।

অপরদিকে জয় দিয়ে মরশুম শুরু করতে মরিয়া জুয়েলস অ্যাসোসিয়েশন। বীরনারায়ন জমাতিয়ার আনফিট থাকাটা কোচের কপালে ভাঁজ পড়ে গেছে। তবুও কোচ আবু তাহের মনে করেন,'ছেলেরা জোড় লড়াই ছুড়ে দেবে বিপক্ষ দলকে। বিপক্ষকে সহজেই জয় পেতে দেবে না। আমার আক্রমণভাগের ফুটবলাররা যদি নিজেদের সেরা খেলাটা খেলতে পারে তাহলে জয় পাবোই আমরা'।

ফটিকরায়ে গাড়ি, বাইক পুরস্কারে অটল স্মৃতি ফুটবল শুরু ২০শে

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১২ আগস্ট।।আগামী ২০ আগস্ট ফটিকরায় দ্বাদশ শ্রেণি স্কুল মাঠে শুরু হতে চলছে অটল স্মৃতি নকআউট ফুটবল টুর্নামেন্ট সিজেন ফোর। এই টুর্নামেন্টের শুভ উদ্বোধন করবেন রাজ্যের যুব কল্যাণ ও ক্রীড়া দপ্তরের মন্ত্রী টিংকু রায়। এইবারের খেলায় যারা চ্যাম্পিয়ন হবেন তাদের জন্য একটি মারুতি সুজুকি ওয়াগনর টপ মডেল গাড়ি উপহার দেওয়া হবে। যারা রানার্স বা দ্বিতীয় হবেন তাদের জন্য পালসার বাইক উপহার দেওয়া হবে। এখনো যে সমস্ত টিম অংশগ্রহণ করতে ইচ্ছুক আগামী ১৫ আগস্ট রাত বারোটার মধ্যে নাম নথিভুক্ত করতে পারবেন। এখন পর্যন্ত ১৫ থেকে ১৬ টি দল নাম নথিভুক্ত করে নিয়েছে।তবে এই বছর খেলার নিয়ম পরিবর্তন করা হয়েছে। বিদেশী খেলোয়াড়দের অংশগ্রহণের ব্যাপারে কমিটির সিদ্ধান্ত করা হয়েছে। প্রতি টিমে চারজনের বেশি বিদেশি খেলোয়াড় অংশগ্রহণ করতে পারবে না। স্থানীয় রাজ্য তথা দেশের খেলোয়াড়দের অগ্রাধিকার দিতে হবে।মাঠে রেফারি বা অ্যাম্পেয়ারের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত বলে গন্য করা হবে। শনিবার দুপুরে ফটিকরায় দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়ের ময়দানে এই টুর্নামেন্টের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত সম্পর্কে জানান তপসিল জাতি উন্নয়ন , প্রাণী সম্পদ বিকাশ ও মৎস্য দপ্তরের মন্ত্রী সুধাংশু দাস। মন্ত্রী এদিন মাঠে উপস্থিত হয়ে সকল ছেলে মেয়েদের জন্য টিফিনের বন্দোবস্ত করেন। তাছাড়া আগামী ২০ অগাস্ট যেসকল ছেলে মেয়েরা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে অংশ করবেন তাদের নাচের মহড়া চলছিল মাঠে। মন্ত্রী সেই মহড়া উপভোগ করে তাদেরকে উৎসাহিত করেন। মন্ত্রীর এই উৎসাহ প্রদানে ছাত্র মহলে ব্যাপক সাড়া লক্ষ্য করা গেল।

বাধারঘাট স্পোর্টস কমপ্লেক্সে টেনিস প্রতিযোগিতার আসর, ফাইনাল আজ

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১২ আগস্ট।। বাধারঘাট স্পোর্টস কমপ্লেক্সে টেনিস প্রতিযোগিতার চূড়ান্ত পর্যায়ের খেলা আগামীকাল অনুষ্ঠিত হচ্ছে। আজদি কা অমৃত মহোৎসব, ৭৭তম স্বাধীনতা দিবস উদযাপন উপলক্ষে 'নেশা মুক্ত অভিযান ও বেটি পড়াও বেটি বাচাও' কর্মসূচির অঙ্গ হিসেবে পশ্চিম ত্রিপুরা জেলা শাসক এবং যুব বিষয়ক ও ক্রীড়া দপ্তরের যৌথ উদ্যোগে উন্মুক্ত টেনিস টুর্নামেন্ট শুরু হয়েছে। শনিবার বাধারঘাট টেনিস কোর্টে দুই দিন ব্যাপী এই আসরে সার্ভিস করে উদ্বোধন করেন যুব বিষয়ক ও ক্রীড়া দপ্তরের সচিব ড় প্রদীপ কুমার চক্রবর্তী। উপস্থিত ছিলেন পশ্চিম ত্রিপুরা জেলা সমাহর্তা দেবপ্রিয় বর্ধন, যুব কল্যাণ ও ক্রীড়া দপ্তরের অধিকর্তা সত্যব্রত নাথ, ক্রীড়া দপ্তররের অন্যান্য আধিকারিকরা, স্কুল স্পোর্টস বোর্ডের যুগ্ম সচিবদ্বয় নিখিল সাহা, অপু রায় ও জাতীয় দলের প্রাক্তন হ্যান্ড বল কোচ আশিস কর প্রমুখ। সিঙ্গেলস ও ডাবলস মিলে মোট ৫৬ জন প্রতিযোগী এই আসরে অংশগ্রহণ করে। আগামীকাল সকালে বিভিন্ন বয়স বিভাগে সেমি ফাইনাল ও ফাইনাল ম্যাচ অনুষ্ঠিত হবে এবং তারপর পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানের মাধ্যমে টুর্নামেন্টের সমাপ্তি ঘটবে। শনিবার সিঙ্গেলস ও ডাবলস মিলে দুইটি কোর্টে চৌদ্দটি খেলা সম্পন্ন হয়। পুরুষদের সিঙ্গেলসে পশ্চিম ত্রিপুরা জেলা শাসক দেবপ্রিয় বর্ধন ২-৬ সেটে হরিহর দেববর্মার কাছে পরাজিত হন।

মেট্রিক্সের রেটিং দাবা প্রতিযোগিতা ডিসেম্বর থেকে এগিয়ে নভেম্বরে

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১২ আগস্ট।। পরিবর্তন হলো দিনক্ষণ। মেট্রিক্স চেস আকাদেমি আয়োজিত তৃতীয় বর্ষ আন্তর্জাতিক রেটিং দাবা প্রতিযোগিতা। ২১-২৬ ডিসেম্বর আসর হওয়ার কথা ছিলো।

ওই সময় শিলঙে গ্র্যান্ডমাস্টার দাবা প্রতিযোগিতা হওয়ায় বাদ্য হয়েই আসরের সূচী পরিবর্তন করা হলো। নতুন সূচী অনুযায়ি ১-৬ নভেম্বর হবে আসর। নেতাজি সুভাষ আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের যোগা হলে।

এবারের আসরের প্রাইজমানি ৩.০১ লাখ টাকা। গেলোবছর ওই আসরে ৭ দেশের দাবাড়ুরা অংশ নিয়েছিলেন। এবারও এমন হবে আশা করছেন মেট্রিক্স চেস আকাদেমির কর্ণধার প্রসেনজিৎ দত্ত।

মেগা ওই আসরে ত্রিপুরার দাবাড়ুরা যাতে অংশ নেয় তার জন্য অনুরোধ করেন প্রসেনজিৎ।

জিমন্যাস্টিক্স এসোসিয়েশনের জেনারেল বডি মিটিং আজ

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১২ আগস্ট।। ত্রিপুরা জিমন্যাস্টিক্স এসোসিয়েশনের জেনারেল বডি মিটিং অনুষ্ঠিত হচ্ছে আগামীকাল। মূলতঃ একক এজেন্ডা নিয়েই এই বৈঠক অনুষ্ঠিত হচ্ছে। আগামীকাল বিকেল পাঁচটায় স্মার্ট বাজারে, তৃতীয় তলে ত্রিপুরা জিমন্যাস্টিক্স এসোসিয়েশনের এই জেনারেল বডি মিটিংয়ে অনুমোদিত সব কটি ক্লাব, ইউনিটকে সর্বাধিক দুজন প্রতিনিধি পাঠানোর জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে।

বৈঠকের আলোচ্য সূচিতে পশ্চিম জেলা জিমন্যাস্টিক্স অ্যাসোসিয়েশন গঠন করা হবে বলে উল্লেখ রয়েছে। কার্যকরী কমিটির সকল সদস্য, অনুমোদিত ইউনিট এবং ক্লাব প্রতিনিধিদের যথাসময়ে জেনারেল বডি মিটিংয়ে উপস্থিত থাকার জন্য ত্রিপুরার জিমন্যাস্টিক্স এসোসিয়েশনের সাধারণ সম্পাদক বিশ্বেশ্বর নন্দী (দ্রোণাচার্য) অনুরোধ জানিয়েছেন।

Notice Inviting Quotation

Sealed quotations are hereby invited from the registered and reputed firms/agencies/suppliers/Co-operative Societies for purchase of 5(five) nos. AiO Desktop Computers, 3(three) nos. Printers & 5(five) nos. UPS for official use. Details quotation notice, specifications and terms & conditions can be obtained from https://trci.tripura.gov.in under Tender Menu. Last date of submission of quotation: 18th August up to 3.00 pm to the office of the undersigned at Krishnanagar, Agartala.

ICA-C-1842-23

(A.H. Jamatia, TCS, SSG)
Director,
Tribal Research & Cultural Institute, Govt. of Tripura)

সৃষ্টির প্রেরণায় নতুন প্রতিশ্রুতি

উন্নত মুদ্রণ

সাদা, কালো, রঙিন
নতুন ধারায়

রেণ্বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস

জাগরণ ভবন, (লক্ষ্মীনারায়ণ মন্দির সংলগ্ন), এন এল বাড়ি লেইন
প্রভুবাড়ী, বনমালীপুর, আগরতলা, ত্রিপুরা পশ্চিম - ৭৯৯০০১
মোবাইল ঃ- ৯৪৩৬১২৩৭২০
ই-মেল ঃ rainbowprintingworks@gmail.com

জুডো-র সিলেকশন ট্রায়াল আগামীকাল

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১২ আগস্ট।। দিল্লিতে অনুষ্ঠিত হবে জাতীয় জুনিয়র জুডো প্রতিযোগিতা। ২৮ আগস্ট থেকে ১ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত আসর চলবে দেশের রাধানীর ইন্দিরা গান্ধী ইনডোর স্টেডিয়ামে। আসরে অংশ নেবে ত্রিপুরা। সেই লক্ষ্যে ত্রিপুরা দলের নির্বাচনী শিবির হবে ১৪ আগস্ট। ওই দিন বিকেল ৩ টায় হবে নির্বাচনী শিবির। ৮ জন বালক এবং ৮ জন বালিকা জুডোকারদের নির্বাচিত করা হবে। রাজ্য জুডো সংস্থার যুগ্ম সচিব কিশোর দাস এক বিবৃতিতে এখবর জানিয়েছেন।

বোমা হামলার আশঙ্কা, খালি করা হল আইফেল টাওয়ার

প্যারিস, ১২ আগস্ট (হি.স.) : বোমা হামলার আশঙ্কায় রয়েছে ফ্রান্সের রাজধানী প্যারিসের বিখ্যাত আইফেল টাওয়ার। খবরে বলা হয়েছে, বোমা হামলার আশঙ্কা থাকায় শনিবার নিরাপত্তা সতর্কতা হিসেবে আইফেল টাওয়ারের তিনটি তলা ও সামনের চত্বর খালি কয়ে দিয়েছে প্যারিস কর্তৃপক্ষ। পুরো এলাকায় তল্লাশি চালিয়েছে বোমা নিষ্ক্রিয়করণ বিশেষজ্ঞরা।আইফেল টাওয়ারের পরিচালনা সংস্থা সেতেও এ তথ্য নিশ্চিত করেছে। তাদের বিবৃতি অনুযায়ী, পুলিশ টাওয়ারের একটি তলায় অবস্থিত রেস্তোরাঁসহ পুরো এলাকায় তল্লাশি চালিয়েছে। বোমা নিষ্ক্রিয়করণ বিশেষজ্ঞরাও তাদের সঙ্গে কাজ চালিয়ে গেছে।খবরে আরও বলা হয়, স্থানীয় সময় শনিবার দুপুর দেড়টার পর আইফেল টাওয়ারের স্মৃতিস্তম্ভের নিচ থেকে দর্শনার্থীদের সরিয়ে নেওয়া হয়। টাওয়ারের তিনটি তলায়ও লোকজন ছিল। তাদেরও সরিয়ে নেওয়া হয়েছে।

কৃষ্ণপুরে অনুষ্ঠিত তিপ্রা মথার বাজার সভা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১২ আগস্ট।। আসন্ন লোকসভা নির্বাচনকে কেন্দ্র করে রাজনৈতিক মহল ইতিমধ্যেই সরগরম। তারমধ্যে ঘোষণা হল রাজ্যের দুটি কেন্দ্রে উপ নির্বাচন। রাজ্যের শাসক দল বিজেপিকে নিজেদের শক্তির জানান দিতে বিরোধী দল গুলোও মাঠে রয়েছে। এমনই জানান দিয়ে রাজ্যের প্রধান বিরোধী দল তিপ্রামথা এক বাজার সভা সংঘটিত করল কৃষ্ণপুর বিধানসভা এলাকায়। শনিবার তিপ্রামথা দলের এক বাজার সভা অনুষ্ঠিত হয় কৃষ্ণপুর বিধানসভার অন্তর্ভুক্ত মুঙ্গিয়াকামি ব্লকের অধীন মানিক দেববর্মা পাড়ায়। এই বাজার সভায় প্রধান বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের প্রধান বিরোধী দলনেতা অনিমেষ দেববর্মা। এদিনের এই বাজার সভায় বিরোধী দলনেতা অনিমেষ দেববর্মা ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন এডিসির ইএম কমল কলই, গীতা দেববর্মা, গত বিধানসভা নির্বাচনে তিপ্রামথা দলের বিজিত প্রার্থী মহেন্দ্র দেববর্মা সহ অন্যান্যরা। এদিনের এই বাজার সভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে অনিমেষ দেববর্মা রাজ্যের শাসক দল বিজেপি কে জানান দেন আগামী লোক সভা নির্বাচন এবং উপ নির্বাচনে তিপ্রামথা দলের একটা গুরুত্বপূর্ণ ভুমিকা রয়েছে। বিজেপি দল তিপ্রামথা কে হাল্কা করে ভাবলে ভুল করবে। উনার বক্তব্য থেকে আগামী উপনির্বাচনে বিরোধী জোটের অনেকটা আভাসও পাওয়া যায়। তিনি তার বক্তব্যে স্পষ্ট না বললেও প্রয়োজনে সমস্ত বিরোধী দল একসাথে হয়ে বিজেপির বিরুদ্ধে লড়ার কথা বুঝিয়ে দেন।

মেরা মিট্টি মেরা দেশ কর্মসূচী অনুষ্ঠিত কমলপুরে

নিজস্ব প্রতিনিধি, কমলপুর, ১২ আগস্ট।। মেরা মিট্টি মেরা দেশ কর্মসূচীর অনুষ্ঠিত হয় কমলপুরের কলাছড়ি দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়ে। এই কর্মসূচির অঙ্গ হিসেবে বিভিন্ন অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয় এদিন। প্রথমে সকালে বৃক্ষরোপন করা হয়। তারপরে ছাত্র ছাত্রীদের নিয়ে র‍্যালী অনুষ্ঠিত হয়। শেষে বিদ্যালয়ে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয় পাশাপাশি অবসর প্রাপ্ত সৈনিকদের সংবর্ধনাও দেওয়া হয়। প্রদীপ প্রজ্জ্বলনের মাধ্যমে উক্ত অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন বিধায়ক মনোজ কান্তি দেব। এছাড়াও এদিনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন দুর্গা চৌমুহনী পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারপার্সন শম্পা দাস, কমলপুর নগর পঞ্চায়েতের চেয়ারপার্সন প্রশান্ত সিনহা, ভাইস চেয়ারপার্সন সুব্রত মজুমদার, সমাজ সেবক অরূপ চৌধুরী সহ আরও অনেকেই।

শনিবার পুর নিগমের মেয়র দীপক মজুমদারের উপস্থিতিতে ৮ বড়দোয়ালী মন্ডলের উদ্যোগে হর ঘর তিরঙ্গা কর্মসূচি পালন করা হয়। ছবি নিজস্ব।

৭৫ সীমান্ত গ্রাম ক্রান্তি বীরো কে নাম দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলাভিত্তিক মেলার উদ্বোধন

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনিয়া, ১২ আগস্ট।। ৭৫ সীমান্ত গ্রাম ক্রান্তি বীরো কে নাম কর্মসূচিতে আজ বিলোনীয়ার পুরাতন টাউন হল প্রাঙ্গণে দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলাভিত্তিক মেলার উদ্বোধন হয়েছে। মেলার আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন সমবায় মন্ত্রী শুক্লাচরণ নোয়াতিয়া। দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলা প্রশাসন এবং তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের উদ্যোগে এই মেলার আয়োজন করা হয়। মেলার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন বিলোনীয়া পুর পরিষদের চেয়ারপার্সন নিখিল চন্দ্র গোপ। মেলার উদ্বোধন করে সমবায় মন্ত্রী বলেন, আমাদের দেশকে স্বাধীন করতে গিয়ে ও দেশের অখণ্ডতা রক্ষায় যে সমস্ত বীর সন্তানরা নিজেদের জীবন বলিদান দিয়েছেন তাঁদের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের জন্য রাজ্য সরকার এই কর্মসূচি নিয়েছে। রাজ্যের ৭৫টি সীমান্ত গ্রাম এলাকায় এই কর্মসূচিতে সাংস্কৃতিক কর্মশালা, ক্রীড়া প্রতিযোগিতা, ম্যারাথন দৌড়ের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলার জেলাশাসক ও সমাহর্তা সাজ বাহিদ এ, বিলোনীয়া মহকুমার মহকুমা শাসক রতন ভৌমিক এবং তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের সহ অধিকর্তা রিপন চাকমা। স্বাগত বক্তব্য রাখেন অতিরিক্ত জেলাশাসক সন্তোষ দাস। মেলার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে জেলার ১০ জন স্বাধীনতা সংগ্রামীর পরিবারের সদস্যদের সংবর্ধনা প্রদান করা হয়। তাছাড়া ৭৫ সীমান্ত গ্রাম ক্রান্তি বীরো কে নাম কর্মসূচিতে অনুষ্ঠিত বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় বিজয়ীদের পুরস্কৃত করা হয়। জেলাভিত্তিক এই মেলা উপলক্ষে বিভিন্ন দপ্তরের ৩০টি উন্নয়নমূলক প্রদর্শনী মণ্ডপ খোলা হয়। তাছাড়াও অনুষ্ঠিত হয় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও ট্রেডিশনাল ফুড ফেস্টিভাল।

ঐক্যবদ্ধ ও সমৃদ্ধ দেশ গড়াই প্রধানমন্ত্রীর একমাত্র লক্ষ্য ঃ প্রণজিৎ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১২ আগস্ট।। অর্থ মন্ত্রী প্রণজিৎ সিংহ রায় বলেছেন,ভারত বর্ষকে এক ও ঐক্যবদ্ধ করা, দেশকে সমৃদ্ধ করাই আমাদের একমাত্র লক্ষ্য ন আমাদের ভারত বর্ষকে সারাবিশ্বের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ দেশ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে কোন আপস নয়, আবার বিরোধিতাও নয়। সবাইকে ঐক্য বদ্ধ ভাবে দেশ মাতৃকার সৈনিক হিসাবে কাজ করার মানসিকতা গড়ে তুলতে হবে। দেশের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি এই লক্ষ্যে মেরা মাটি মেরা দেশ কর্মসূচির উদ্যোগ নিয়েছেন। ভারতের ৭৭তম স্বাধীনতা দিবস উদযাপনের প্রাক লগ্নে ও দেশের আজাদীকা অমৃত মহোৎসবের সমাপ্তি অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে 'মেরে মিট্টি মেরে দেশ মেরি মৃত্তি কো নমন, বীরোকো বন্দন' নামে দেশের মাটিকে সম্মান জানাতে ও দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামী ও স্বাধীন ভারতবর্ষে ভারত মাতৃকে রক্ষার্থে সীমান্তে যাহারা দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করে অবসরপ্রাপ্ত সেনা গনকে শ্রদ্ধা ও সম্মান জানাতে ত্রিপুরা রাজ্য সরকার ও গোমতী জেলা প্রশাসনের সহযোগিতায় উদয়পুর পুর পরিষদ বিভিন্ন কর্মসূচি হাতে নিয়েছে। এরই অঙ্গ হিসাবে আজ রাজর্ষি কলা কেন্দ্রের প্রেক্ষাগৃহে উদয়পুর পুর পরিষদ এলাকার স্বাধীনতা সংগ্রামী ও অবসরপ্রাপ্ত সেনাগণকে সম্মাননা অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন অর্থ মন্ত্রী প্রনজিত সিংহ ন এই অনুষ্ঠানে উদয়পুর পুর পরিষদের ২৩ টি ওয়ার্ড এলাকার মাটি নিয়ে আজ উদয়পুর পুর পরিষদের একটি অমৃত কলস করা হয় ন সেটি আগামীকাল আগরতলাতে নিয়ে যাওয়া হবে ন আজকে উদয়পুর পুর পরিষদ এলাকার ১৯ জন স্বাধীনতা সংগ্রামী ও ২৭ জন প্রাক্তন সৈনিক কে আজ সংবর্ধনা দেওয়া হয় ন এর আগে বৃক্ষ রোপন করেন অথিতি গণ ।আজকের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিধায়ক জিতেন্দ্র মজুমদার, গোমতী জেলার জিলা পরিষদের ভারপ্রাপ্ত সভাধিপতি দেবল দেবরায়, পুরপরিষদের চেয়ারম্যান শীতল চন্দ্র মজুমদার প্রমুখ।

দুর্ঘটনাগ্রস্ত গাড়ি না সারানোয় চলাচলে অসুবিধা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১২ আগস্ট।। বালি বুঝাই লরি দুর্ঘটনার কবলে পড়ার ২৪ ঘন্টা অতিক্রান্ত হলেও রাস্তা থেকে দুর্ঘটনাগ্রস্থ গাড়ি সরিয়ে রাস্তা উন্মুক্ত করার নাম নিচ্ছে না গাড়ির মালিক। জানা গেছে গত শুক্রবার গোলাঘাটি বিধানসভার কাঞ্চনমালা থেকে টি আর ০১ এন ১৫৫৮ নম্বরের একটি বালি বোঝাই ছয় চাকার লরি দুর্ঘটনার কবলে পড়ে আর তাতে এই রাস্তা দিয়ে শুক্রবার থেকেই ছোট-বড় যান চলাচলে সমস্যা দেখা দিয়েছে। পরে স্থানীয়দের পক্ষ থেকে গাড়ির মালিকের সাথে গাড়িটির সরিয়ে নেওয়ার জন্য যোগাযোগ করলে স্থানীয়দের সাথে অসংলগ্ন আচরণ করেন গাড়ির মালিক এমনই অভিযোগ। শনিবার চব্বিশ ঘন্টা অতিক্রান্ত হওয়ার পরেও গাড়ির মালিক কাঞ্চনমালা কর চৌমুনি সংলগ্ন পাল কলোনী হয়ে আগরতলা যাওয়ার রাস্তায় আটকে পড়ে থাকা বালি বোঝাই লরিটিকে সরানোর কোন উদ্যোগ গ্রহণ করছে না, আর এতে স্থানীয় এলাকাবাসী থেকে শুরু করে যান চালকরা তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করছে।

শরৎচন্দ্রের বাড়ি থেকে শ্রদ্ধার সঙ্গে মাটি নিলেন জেপি নাড্ডা

হাওড়া, ১২ আগস্ট (হি. স.) : শনিবার দেউলটিতে শরৎচন্দ্রের বসতভিটায় সপারিষদ গিয়েছিলেন বিজেপি-র সর্বভারতীয় সভাপতি জেপি নাড্ডা।দেউলটিতে শরৎচন্দ্রের বসতভিটা থেকে মাটি সংগ্রহ করেন তিনি। 'আমার মাটি আমার দেশ' কর্মসূচির সূচনা করেন তিনি। সেই মাটি নিয়ে যাওয়া হবে দিল্লির কর্তব্যপথ বাগানে। এদিন দেউলটিতে এসে শরৎচন্দ্রের বাসভবনে, সেখানকার লাইব্রেরি রুমে ঘুরে দেখেন তিনি। সেখানকার ভিজিটার্স বুকে নিজের অভিজ্ঞতার কথা লিখে রাখেন।জেপি নাড্ডার সঙ্গে ছিলেন দলের রাজ্য সভাপতি ড় সুকান্ত মজুমদার সহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ। এদিন সেখানে এক জাতীয় পতাকা বিতরণ অনুষ্ঠানে অংশ নেন সর্বভারতীয় সভাপতি।প্রসঙ্গত, কেন্দ্রীয় সরকার 'মেরি মাটি মেরা দেশ' নামে একটি প্রচার কর্মসূচির আয়োজন করছে। মূলত স্বাধীনতা সংগ্রামী ও বিশিষ্টদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদনের অঙ্গ হিসাবে এই অনুষ্ঠান। দেশের বিশিষ্টর গ্রামের মাটি নিয়ে আসা হবে দিল্লিতে। একটা বিশেষ অনুষ্ঠান হবে সেখানে।হাওড়া জেলায় রূপনারায়ণ নদীর তীরে ছবির মতো সুন্দর সেই গ্রাম দেউলটি কলকাতা থেকে প্রায় ৬০ কিলোমিটার দূরে।

খোয়াই জেলা পুলিশের উদ্যোগে ম্যারাথন দৌড়

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১২ আগস্ট।। খোয়াই জেলা পুলিশের উদ্যোগে খোয়াই জেলায় ৩৫ কিলো মিটার ম্যারাথন দৌড়ের আয়োজন করা হয়। ৭৭তম স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে এবং নেশা মুক্ত ত্রিপুরা গড়ার লক্ষ্যে খোয়াই জেলা পুলিশের উদ্যোগে শনিবার সকাল সাতটায় খোয়াই জেলা সদরস্থিত গনকী পুলিশ লাইন থেকে এই ম্যারাথন দৌড় শুরু হয়। পতাকা নাড়িয়ে ম্যারাথন দৌড়ের সূচনা করেন খোয়াই জেলা পুলিশ সুপার ডক্টর রমেশ কুমার যাদব,খোয়াই জেলা শাসক ডি কে চাকমা, খোয়াই জেলা আতিরিক্ত জেলা পুলিশ সুপার রাজিব সূত্রধর। এই ম্যারাথন দৌড় শুরু হয়ে চেব্রি বাজারে গিয়ে শেষ হয়। সেখানে অপারেশন সঞ্জীবনী ও নেশামুক্ত ত্রিপুরা এই কর্মসূচি নিয়ে বাজার সভা হয়। এই বাজার সভায় জেলা শাসক ও জেলা পুলিশ সুপার উপস্থিত থেকে নেশার করাল গ্রাসে রাজ্যের যুব সমাজকে কীভাবে ধ্বংস করছে প্রতিদিন সেই বিষয়ে গুরুত্ব আরোপ করেন। এই দিনের এই সভায় বাজারের ব্যবসায়ী ও বিভিন্ন বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রী উপস্থিত ছিলেন। বাজার সবার শেষে পুনরায় ম্যারাথন শুরু হয়। এদিন ৩৫ কিমি ম্যারাথন দৌড়ের খোয়াই জেলার ৭টি থানা অংশ গ্রহন করে।

অমৃত মহোৎসব উপলক্ষে সিআরপিএফের বাইক রেলি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১২ আগস্ট।। সিআরপিএফ এর ১২৪ নববর ব্যাটেলিয়নের উদ্যোগে আজ আজাদি কা অমৃত মহোৎসব উপলক্ষে হর ঘর তিরঙ্গা ও মেরি মিট্টি মেরা দেশ কর্মসূচী পালন করা হয়। এই উপলক্ষে আগরতলার কাছে শালবাগান, গান্ধীগ্রাম, উষাবাজার ও বিমানবন্দর এলাকায় বাইক র‍্যালির আয়োজন করা হয়। সিআরপিএফ এর ত্রিপুরা সেক্টরের আই জি সুভাষ কুমার মিশ্র, কমান্ডেন্ট মুকেশ ত্যাগিসহ সি আর পি এফ -এর অন্যান্য আধিকারীকগন ও জওয়ানেরা অংশ নেন। এছাড়া জেলা প্রশাসন ও নেহরু যুব কেন্দ্রের সহযোগিতায় দক্ষিন জেলার শান্তিরবাজার ও গোমতী জেলার উদয়পুরে বীর নারীদের সংবর্ধনা দেওয়া হয়। সি আর পি এফ এর পক্ষ থেকে এই সংবাদ জানানো হয়েছে। স্বাধীনতা দিবস পর্যন্ত এই কর্মসূচী অব্যাহত রাখা হবে বলে জানানো হয়।

আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় সাফল্য আলোহীর শিক্ষার্থীরা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১২ আগস্ট।। মালয়েশিয়াতে অনুষ্ঠিত আলোহা আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়েছে ৩০ জুলাই সানওয়ে কনভেনশন সেন্টারে। এই প্রতিযোগিতায় ৪ থেকে ১৪ বছরের ছেলেমেয়েরা অংশগ্রহণ করেছে। পাঁচ মিনিটে ৭০টি বিভিন্ন পর্যায়ের অংক কষতে হয় সেখানে। বিভিন্ন দেশের আনুমানিক ৭০০ জন প্রতিযোগী এই প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করেছে। ভারত, মালয়েশিয়া, চিন, মেক্সিকো, বাংলাদেশ, ক্রোয়েশিয়া, পানামা, ইন্দোনেশিয়া, কানাডা, কম্বোডিয়া সহ ৪০ টিরও বেশি আমন্ত্রিত দেশ এবং ১৫ টি দেশ এই প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করেছে বলে জানা যায়। পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে প্রত্যেকটি দেশের সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য তুলে ধরা হয়। এই পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে রাজ্যের লুসিয়ানা ত্রিপুরা ত্রিপুরী নৃত্য পরিবেশন করে। রাজ্যের প্রতিভাবান ছাত্র-ছাত্রীরা এই প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে সফলতা অর্জন করেছে। ত্রিপুরা থেকে প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে ৬ জন গ্র্যান্ড চ্যাম্পিয়ন, একজন চ্যাম্পিয়ন , প্রথম রানার্স আপ,তৃতীয় রানার্স আপ অর্জন করেছে। গ্র্যান্ড চ্যাম্পিয়ন হয়েছে অর্ণব দেবনাথ, লুসিয়ানা ত্রিপুরা, দিব্যাংশু দেববর্মা ,সন্দীপন আচার্জি, দিশা মজুমদার, জাশ্রীথা তলাপাত্র।। চ্যাম্পিয়ন হয়েছে নন্দা চাকমা। প্রথম রানার্স আপ ইয়াশ মজুমদার, আত্রায় চন্দা, তৃতীয় রানার্স আপ সৃষ্টিকা চৌধুরী। রাজ্যের এ সাফল্যে খুশি ব্যক্ত করেছেন মালয়েশিয়াতে নিযুক্ত ভারতের ডেপুটি হাইকমিশনার সুভাষিনী নারায়ন।

ভারতের ছাত্র ফেডারেশনের ৮৮তম পদার্পণ দিবস উদযাপন হয় শনিবার। ছবি নিজস্ব।

করিমগঞ্জে স্বাধীনতা দিবস পালনের কার্যসূচী

করিমগঞ্জ (অসম) ১২ আগষ্ট (হি.স.) : সমগ্র দেশের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে করিমগঞ্জেও আগামী ১৫ আগস্ট, মঙ্গলবার ৭৭ তম স্বাধীনতা দিবস উদযাপন করা হচ্ছে। করিমগঞ্জ জেলা প্রশাসনের ব্যবস্থাপনায় জেলার মূল অনুষ্ঠান শহরের সরকারি উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের খেলার মাঠে অনুষ্ঠিত হবে। এতে সকাল ৯ টায় করিমগঞ্জ সরকারি উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের খেলার মাঠে মুখ্য অতিথি কর্তৃক আনুষ্ঠানিকভাবে জাতীয় পতাকা উত্তোলন ও ১৫ তম এ পি আই আর ব্যাটেলিয়ান, করিমগঞ্জ জেলা পুলিশ, সিআরপিএফ জওয়ান, হোম গার্ড, ভারত স্কাউট ও গাইডস, এনসিসি, কেন্দ্রীয় বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রী এবং অন্য ২০টি বিদ্যালয় ও মহাবিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের সহযোগে সম্মিলিত কুচকাওয়াজ প্যারেড ও মার্চ পাস্ট অনুষ্ঠিত হবে।

তারপর ট্যাবলো প্রদর্শন ও সংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। মৎস্য পালন, কৃষি ক্ষেত্র, বন সংরক্ষণ এবং ক্রীড়া, যোগ ব্যায়াম ও সংস্কৃতিক ক্রিয়াকলাপের ক্ষেত্রে বিশেষ অবদানের জন্য কৃতি ব্যক্তিদের সংবর্ধনা। করিমগঞ্জ জেলার মাধ্যমিক ও উচ্চতর মাধ্যমিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ কৃতি ছাত্র-ছাত্রীদের সংবর্ধনা। প্যারেড ও মার্চপাস্ট এবং অন্যান্য প্রতিযোগিতায় বিজয়ীদের পুরস্কার প্রদান। এর আগে ওইদিন সকাল ৬ টায় জেলা তথ্য ও জনসংযোগ বিভাগের স্থায়ী মাইক যোগে দেশাত্মবোধক সঙ্গীত পরিবেশনের মধ্য দিয়ে এই দিবস পালনের সূচনা করা হবে। ৬ টা ৩০ মিনিটে যোগা প্রতিষ্ঠান ও স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের সদস্যদের যোগদানে প্রভাতফেরী।

সকাল ৭ টায় জনসাধারণের বাসভবন, ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান ইত্যাদিতে জাতীয় পতাকা উত্তোলন। সকাল ৮ টায় সরকারি গৃহ, কার্যালয়, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ইত্যাদিতে জাতীয় পতাকা উত্তোলন। সকাল ৮ টা ২০ মিনিটে নেতাজি ব্যায়াম সংঘের সদস্যদের জাতীয় পতাকাসহ করিমগঞ্জ শহরে দৌড়। সকাল সাড়ে ৮ টায় মুখ্য অতিথি কর্তৃক শহরের ডাক বাংলো রোডস্থিত শহীদ বেদীতে মাল্যদান। এদিকে ওইদিন সকাল ১০ টায় স্থানীয় জেলা কারাগারে লায়ন্স ক্লাব, রেডক্রস সোসাইটি হাসপাতালে জেলা বাণিজ্যিক সংস্থা এবং সিভিল হাসপাতালের রোগীদের মধ্যে রোটারি ক্লাব ও বরাক উপত্যকা সর্বধর্ম সমন্বয় সভা কর্তৃক বৃদ্ধাশ্রম এবং অনাথ আশ্রমে ফল, মিষ্টি, বিস্কুট ইত্যাদি বিতরণ। সকাল ১১ টায় লাতু মালেগড় শহীদ স্মৃতিসৌধ, বদরপুর দুর্গ ও শ্রীশ্রী রাম জানকী মন্দির দুল্লভছড়া যেখানে চরগোলা এক্সোডাস থেকে প্রতি বছর স্বাধীনতা সংগ্রামীদের স্মৃতিতে স্বাধীনতা দিবস পালন করা হয়, ওই ঐতিহাসিক স্থানগুলিতে সাজসজ্জা ও আলোকসজ্জা করা হবে। এদিকে দুপুর সাড়ে ১২ টায় মহিলাদের মধ্যে প্রদর্শনীমূলক দড়ি টানাটানি প্রতিযোগিতা এবং দুপুর ২ টা ৩০ মিনিটে পুরুষদের মধ্যে প্রদর্শনী মূলক ফুটবল প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হবে। বিকাল ৫ টা ৪৫ মিনিটে সরকারি উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের খেলার মাঠে জাতীয় পতাকা আনুষ্ঠানিকভাবে অবনমন এবং সন্ধ্যা ৬ টায় সরকারি ও বেসরকারি ভবন জনগণের গৃহ এবং অন্যান্য প্রতিষ্ঠানে আলোকসজ্জা করা হবে। এদিকে স্বাধীনতা দিবস উদযাপনের অঙ্গ হিসেবে করিমগঞ্জের স্বাস্থ্য বিভাগের উদ্যোগে রক্তদান ও চক্ষু পরীক্ষা শিবিরের আয়োজন করা হয়েছে।পাশাপাশি, সরকারি উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয় প্রাঙ্গণের বাইরের দেওয়ালে দেশাত্মবোধক দেওয়াল পেইন্টিং, বন বিভাগ থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে পতাকা উত্তোলন স্থলে উপস্থিত সম্মানিত ব্যক্তিদেরকে গাছের চারা বিতরণ ও গাছের চারা রোপন, করিমগঞ্জ পৌরসভা থেকে সাফাই অভিযানের কার্যসূচী হাতে নেওয়া হয়েছে। এ ছাড়া স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে পেইন্টিং প্রতিযোগিতা, কলা ও কারু শিল্প প্রতিযোগিতা, ৬ বছরের কম বয়সী শিশুদের ফ্যান্সি ড্রেস প্রতিযোগিতা, শিক্ষক শিক্ষণ সামগ্রীর প্রতিযোগিতা এবং মিলেট বা বাজরা রন্ধন প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়েছে। স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে জেলার রাজস্ব চক্রগুলিতেও অনুরূপ কার্যসূচী অনুষ্ঠিত হবে। স্বাধীনতা দিবসের এই অনুষ্ঠানগুলিতে জনগণকে স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশগ্রহণ করতে করিমগঞ্জ জেলা প্রশাসন থেকে আহ্বান জানানো হয়েছে।

মণিপুরে "সার্জিক্যাল স্ট্রাইক" করা উচিত, কেন্দ্রকে পরামর্শ বিজেপি—শরিক এনপিপি নেতা এম রামেশ্বরের

ইমফল, ১২ আগস্ট (হি.স.) : মণিপুরে শান্তি ফেরানোর একমাত্র দাওয়াই "সার্জিক্যাল স্ট্রাইক"। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে এই পরামর্শ দিয়েছেন রাজ্যে বিজেপি নেতৃত্বাধীন জোট সরকারের শরিক ন্যাশনাল পিপলস পর্টি (এনপিপি)-র নেতা এম রামেশ্বর সিং।আজ শনিবার এনপিপি নেতা এম রামেশ্বর সিং বলেছেন, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে তিনি অনুরোধ করেছেন, কেউ কেউ একটি বিষয় প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা করছে, সমস্ত কুকি জঙ্গি অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে ক্যাম্পে অবস্থান করছে। বিষয়টি যদি সত্য হয়, তা-হলে মানুষের মনে প্রশ্ন উঠতেই পারে, কোথা থেকে আগুন ছড়ানো হচ্ছে? ওপার থেকে কে গুলি করছে? বলেন তিনি।

তিনি বলেন, হিংসাজর্জর মণিপুরে 'সার্জিক্যাল স্ট্রাইক'এর মতো কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করা উচিত। এর বিকল্প নেই। কেননা, রাজ্যে অবৈধ অনুপ্রবেশকারীরাই অশান্তি সৃষ্টির কারণ। রামেশ্বর সিং বলেন, "সংসদে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর বক্তব্যে এটা স্পষ্ট, সীমান্তের ওপার থেকে অনুপ্রবেশকারী কুকি জঙ্গিরা মণিপুরে আসছে। আমিও সব সময় বলে আসছি, মণিপুরে অশান্তি সৃষ্টির সঙ্গে বিদেশি আগ্রাসন জড়িত। এতে জাতীয় নিরাপত্তাও বিঘ্নিত হচ্ছে। তাই, সময় থাকতে দৃঢ় পদক্ষেপ নেওয়া দরকার।"এনপিপি নেতা আরও বলেন, এটা শুধুমাত্র মণিপুরের সমস্যা নয়, সমগ্র দেশের। তাই দেশকে বাঁচানোটাই এ মুহূর্তে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। তাই দেশকে রক্ষা করতে হলে নির্দধায় "সার্জিক্যাল স্ট্রাইক-এর মতো কিছু কার্যকর পদক্ষেপ নেওয়া উচিত।"প্রসঙ্গত, মণিপুরের পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে ভারতীয় সেনাবাহিনীর তিন দিন সময় লাগবে না বলে কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধীর বিবৃতিতে সৃষ্ট বিতর্কের মধ্যে আজ "সার্জিক্যাল স্ট্রাইক-এর দাবি তুলেছেন রাজ্য সরকারের জোটশরিক এনপিপি নেতা এম রামেশ্বর সিং।তবে অসমের মুখ্যমন্ত্রী তথা এনডিএ-ভুক্ত নর্থ-ইস্ট ডেমোকর্যাটিক অ্যালায়েন্স-এর আহ্বায়ক ড় হিমন্তবিশ্ব শর্মা রাহুল গান্ধীর ওই মন্তব্যের সমালোচনা করে বলেছেন, এ ধরনের পরিস্থিতি সেনাবাহিনী বা বুলেট নয়, হৃদয় দিয়ে সমাধান করতে হবে।

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেন্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।